বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০২৪-২০২৫)

"মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভাবনা ও করণীয়" শীর্ষক
জাতীয় কর্মশালা ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন

(২০২৪-২০২৫)

প্রকাশকাল
জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

পৃষ্ঠপোষকতায়
জনাব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

সম্পাদনায়

১. শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস, উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
২. শ্রীমতী কাকলী রাণী মজুমদার, উপ প্রকল্প পরিচালক (কর্ম. বাস্ত. ও প্রশি.), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৩. শ্রী মদন চক্রবর্তী, উপ প্রকল্প পরিচালক (মাঠ সেবা), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।
৪. শ্রী নিত্যজিত মহাজন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (পরি. গবে. ও প্রশি.), মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

প্রচ্ছদ, কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন
জনাব মোহাম্মদ আলী, কম্পিউটার অপারেটর, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়।

ফোন : ০২২২৬৬৮৪০০৫ (অ:)
ই-মেইল : msgs2003@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.templeedu.gov.bd
ফেসবুক পেজ : www.facebook.com/templebased
ইউটিউব : Temple Education

মুদ্রণ ও বাঁধাই : অমি প্রিন্টার্স, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনায়
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাণী	০৩-০৪
২.	শুভেচ্ছা বাণী	০৫-০৮
৩.	মুখবন্ধ	০৯
৪.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের তথ্যচিত্র	১০-৪১
৫.	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচিতি এবং মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দের অভিমত	৪২-৬৩
৬.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রশাসকবৃন্দের অভিমত	৬৪-৭৬
৭.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারবৃন্দের অভিমত	৭৭-৮৩
৮.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজনের মতামত/অভিমত	৮৪-৯৪
৯.	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও শুভানুধ্যায়ীদের বিভিন্ন লেখনী	৯৫-১০৮
১০.	কবিতা	১০৯-১১২
১১.	প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক অগ্রগতি	১১৩
১২.	প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র	১১৪-১১৯
১৩.	প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য পেপার কাটিং	১২০

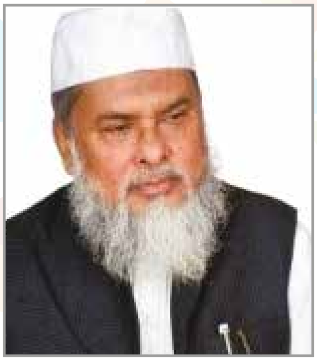

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন
উপদেষ্টা
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এ মহতী উদ্যোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আদর্শ জাতি গঠন ছাড়া একটি আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন একটি আদর্শ জাতি গঠনের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে আসছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি শিশু ও বয়স্কদের জন্য ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ, ঝড়ে পড়া রোধ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনসহ প্রভৃতি উন্নয়ন সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তনে এ প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে জনসাধারণ প্রকল্পটির বিগত অর্থবছরের কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে। জনগণের তথ্য অধিকার এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

অন্তবর্তীকালীন সরকার জুলাই বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন, ন্যায়ানুগ ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশাকরি, সরকারের এ বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রায় ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পটি বিশেষ অবদান রাখবে।

আমি এ বার্ষিক প্রতিবেদনের সাফল্য ও বহুল প্রচার কামনা করি।

(ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন)

একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সনাতন হিন্দু জনগোষ্ঠীর নৈতিক শিক্ষার প্রসার ও জীবনমান উন্নয়নে দেশব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পটির কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রকল্পটি শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং পারস্পারিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। মন্দির প্রাঙ্গণে সরকারের পরিচালিত এ শিক্ষা কার্যক্রম যথেষ্ট প্রশংসার দাবীদার।

বিগত বছরের ন্যায় “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বার্ষিক প্রতিবেদনে এ অর্থবছরে প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা হবে মর্মে আমি আশা করি। এ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলি বিশ্লেষণ করে আগামী বছরে তা নির্বিঘ্নে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গৃহীত হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ভবিষ্যতেও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূর করে নৈতিক শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক)
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি সফল প্রকল্প। দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার জন্য এটি সরকারী প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান যা আগামী ডিসেম্বর/২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। প্রকল্পটির আবেদন ও ব্যাপ্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্পটি সরকারের এসডিজি অর্জন ও ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের অধীনে ৩৩১ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী, ৭৪০০ জন শিক্ষক এবং ১২৮ জন কনটিনজেন্ট কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৮৫% এর অধিক নারী শিক্ষক হওয়ায় সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশের অর্থনীতিতে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক ও আন্তরিক সহযোগিতায় প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রয়েছে।

বিগত বছরের ন্যায় এবারও প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কেননা একটি অর্থ বছরের আর্থিক ও ভৌত কার্যক্রমের কাঙ্খিত অগ্রগতির প্রতিফলন ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’-এ সন্নিবেশিত থাকে। ফলে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রকৃত তথ্য ফুটে উঠবে মর্মে আমি আশা প্রকাশ করছি। দুরূহ এ প্রকাশনার সাথে জড়িত থেকে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে আগামী দিনের নতুন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ‘‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্পটি সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বার্তা বয়ে আনবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার)

Hindu Religious Welfare Trust
Bangladesh
Established - 1983

তপন চন্দ্র মজুমদার
ভাইস চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

শিক্ষা প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত গুনাবলীকে বিকশিত করে যোগ্যতম আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় শিক্ষাই ব্যক্তির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তার জীবন চলার পথকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে। শিক্ষা এমন একটি সম্পদ যার মাধ্যমে বিশ্বকে বদলে ফেলা যায়। এই লক্ষ্যেই এই শিক্ষা পরিক্রমা, ধর্ম এবং সম্প্রীতির মাধ্যমে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় সনাতন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে ‘‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়’’ শীর্ষক প্রকল্প।

প্রকল্পটির মূল কাজ সাধারণ শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান। সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরের ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এটি একমাত্র সরকারী প্রকল্প। এই শিক্ষা কার্যক্রমের আওতাধীন শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক স্তরে অর্জিত ও সঞ্চিত শিক্ষাকে তার পরবর্তী শিক্ষা কাঠামোতে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনায় সাহায্য করে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম বিগত ২০০৩ সালে শুরু হয়। বর্তমানে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান যা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রকে ছাপিয়ে সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এসডিজি অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারত্বহ্রাস এবং সনাতন ধর্মীয় মন্দির ও অবকাঠামোকে ব্যবহারের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা এবং সুফল ভোগীদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রকল্পের কার্যক্রম সাবলীলভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিগত বছরের ন্যায় এবারও মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রকৃত তথ্য এ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হবে মর্মে আমি আশা প্রকাশ করছি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করায় প্রকল্পের সম্মানিত প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতেও সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মানবিক গুনাবলীসম্পন্ন সমৃদ্ধ জাতিগঠনে প্রকল্পের কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(তপন চন্দ্র মজুমদার)

দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা বাণী

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম সম্পর্কে পরিচিতি, আচরণগত উৎকর্ষ সাধন এবং জীবন ও সমাজে নৈতিক মানসিকতা সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও কল্যাণে নিয়োজিত একটি বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ ধারা-৮ কার্যাবলী (ঞ)তে হিন্দুধর্মীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান করার নির্দেশনা রয়েছে। “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” শীর্ষক প্রকল্প ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প। দেশের হিন্দু অধ্যুষিত অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এটি একমাত্র সরকারী প্রকল্প। ৫টি সফল পর্যায় সমাপ্তির পর বর্তমানে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান যা আগামী ডিসেম্বর/২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে। সমগ্র বাংলাদেশে প্রকল্পটির আবেদন ও ব্যাপ্তি দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে (৫০০০ প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ১০০০ ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্র এবং ১৪০০ ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র) বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করছে। প্রকল্পটি শিক্ষার হার বৃদ্ধি কল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া প্রকল্পটি সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং এসডিজি অর্জনে বিশেষ অবদান রাখছে। প্রকল্পে নিয়োজিত ৭৪০০ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮৫% এর অধিক নারী হওয়ায় সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে সম অধিকার নিশ্চিত হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা এবং সুফলভোগীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ‘বার্ষিক প্রতিবেদন’ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। একটি অর্থ বছরের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের প্রকৃত তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে মর্মে আমি আশা প্রকাশ করি। এ প্রকাশনা কাজের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাংলাদেশ বিনির্মাণে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটিও গর্বিত অংশীদার হবে এই শুভ কামনা জানাই।

(দেবেন্দ্র নাথ উরাঁও)

নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস
উপ-প্রকল্প পরিচালক
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

শুভেচ্ছা

সনাতনধর্মীয় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ‘সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা’ এবং ‘সার্বজনীন শিক্ষা’র লক্ষ্য অর্জনের জন্য ‘মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ নামে এ প্রকল্পটি ২০০৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। রাষ্ট্রের সুষম উন্নয়ন অভিলক্ষ্যে প্রকল্পটি ১ম পর্যায় স্বল্প পরিসরে শুরু হলেও দুই দশকের দীর্ঘ পরিক্রমায় এর উপযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমানে প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে সারাদেশে ৭৪০০ টি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে। মন্দিরভিত্তিক এ সকল শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবছর ২,২২,০০০ শিক্ষার্থী প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, পুরাণসহ রামায়ন, মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। যার ফলে বাংলাদেশের সনাতন ধর্মের জনসাধারণের নিকট এ কেন্দ্রগুলো সর্বজনীন ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মানে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটির ভূমিকা ব্যাপক প্রশংসিত হচ্ছে। ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে একটি। দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে প্রকল্প কার্যক্রম কার্যকর ভূমিকা রাখছে এবং মাঠ পর্যায়ে এ প্রকল্পটির গ্রহণযোগ্যতা অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতেও মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি, উন্নত সমাজ গঠন এবং সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

প্রকল্প কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। এতে প্রকল্প কার্যক্রমসহ বিগত আর্থিক বছরের প্রকল্পের লক্ষমাত্রা বিপরীতে অর্জনসহ সামগ্রিক মূল্যায়নের বিষয়সমূহ তুলে ধরা হবে। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগী, অংশীজনসহ সুধীজনের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হবে। প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি সর্বসমক্ষে প্রতিফলিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ প্রকাশনার কাজের সাথে সম্পৃক্ত প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে সকল সুধীজন শুভেচ্ছা বাণীসহ বিভিন্ন অভিমত ও সুপারিশ প্রদান করে এ প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শুভকামনা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি।

(নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস)

ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুখবন্ধ

নৈতিক শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ জাতি, টেকসই উন্নয়ন এবং আগামী দিনের আলোকিত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এলক্ষ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে ৫টি পর্যায় সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় জুলাই ২০২১ সালে শুরু হয়েছে যা আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে।

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে ৭৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করছে। হিন্দু অধ্যুষিত অনগ্রসর, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা প্রদান, ঝড়ে পড়া রোধকরণ এবং জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকদের ৮৫% এর উপরে নারী শিক্ষক হওয়ায় তাদের কর্মসংস্থান, জীবনমান উন্নয়ন, সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিবিড় পর্যবেক্ষন এবং সুফলভোগীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রকল্পটি সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণে আশাতীত সফলতা অর্জন করছে।

বিগত বছরের ন্যায় “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ভৌত এবং আর্থিক অগ্রগতির তথ্য তুলে ধরা হবে। তাছাড়া কাঙ্ক্ষিত অর্থবছরের শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি, কর্মশালার তথ্য, ডিপিপি নির্দেশিত অঙ্গভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য সন্নিবেশিত হবে। এর ফলে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ সম্ভব হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে, এ প্রকাশনা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি পাঠকের অনুসন্ধিৎসু জ্ঞানের পিপাসা নিবারণে সমর্থ হবে এবং ভবিষ্যতে আরও উদ্দীপ্ত হয়ে সমাজে ও দেশে নৈতিকতার আলো ছড়াবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৩০।০৬।২০২৫
(ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ্র)

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের তথ্য চিত্র

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ১ম থেকে ৫ম পর্যায়ের সফল বাস্তবায়নের পর “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রমের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ থেকে শুরু হয়েছে যা আগামী ডিসেম্বর ২০২৫ সালে সমাপ্ত হবে।

প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায়ে সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনা ব্যবহার করে ৫০০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,০০,০০০ জন শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হবে। কার্যক্রমের সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ১০০০ টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,২০,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, পুরাণসহ রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করানো হবে। যার ফলে শিক্ষার্থীর মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হবে। ১৪০০ টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১,৬৮,০০০ জন মাধ্যমিক স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝরে পড়া শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞান প্রদানসহ পবিত্র গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে সচেতন করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের ৩৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ৭৫২৮ জন শিক্ষক/কনটিনজেন্ট কর্মচারীর পার্টটাইম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে–যা দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২০% ও শিক্ষকদের ৮০% এর উর্দ্ধে মহিলাদের মধ্য থেকে পূরণ করা হয়েছে বিধায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় চর্চা মানুষের চেতনায় আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। অধিকন্তু, এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষা এবং বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

বর্তমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১	প্রকল্পের নাম	মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
৪	প্রকল্পের শুরু	জুলাই ২০২১
৫	বাস্তবায়নকাল	জুলাই ২০২১ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫
৬	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
৭	প্রকল্পের ব্যাপ্তি ও বাস্তবায়ন এলাকা	৬৪ জেলার ৪৯৫ টি উপজেলা
৮	মোট শিক্ষা কেন্দ্র ক) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা খ) ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) খ) ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)	৭৪০০ টি ৫০০০ টি ১০০০ টি ১৪০০ টি
৯	বাস্তবায়নকালে মোট শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ক) প্রাক-প্রাথমিক খ) ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) গ) ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)	৮,৮৮,০০০ জন ৬,০০,০০০ জন ১,২০,০০০ জন ১,৬৮,০০০ জন

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) **সবার জন্য শিক্ষা ও শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা:** জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী শিশুর সুকুমার বৃত্তির সুষম উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ৪-৫+ বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও সবার জন্য শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মন্দিরকেন্দ্রিক ৫,০০০ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা;

খ) **প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা:** মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা সমাপনকারী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অগ্রযাত্রায় শতভাগ শিক্ষার্থীর অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত করা;

গ) **নৈতিকতার বিকাশ সাধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মাণ:** মন্দিরভিত্তিক ১,০০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ১,৪০০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ, নৈতিকতার বিকাশ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মাণ, প্রগতিশীল ও উন্নত চরিত্রের সু-নাগরিক গড়ে তোলা;

ঘ) **নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন:** কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নের ভিতকে শক্তিশালী করা এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম

প্রকল্পের ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষাস্তর ভেদে পাঠ্যবই ও উপকরণসমূহ

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
প্রাক-প্রাথমিক	১। আমার বই (বাংলা বই) ২। সনাতন ধর্ম শিক্ষা (ধর্ম বই)	ব্লাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা (এসো লিখতে শিখি, বাংলা ও গণিত) চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ১০ প্রকারের ক্যালেন্ডার, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, পেন্সিল, ড্রয়িং পেপার, রঙিন কাগজ, শার্পনার, ইরেজার, রং পেন্সিল ও কাঁচি ইত্যাদি। শিক্ষকের জন্য ঃ কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা।

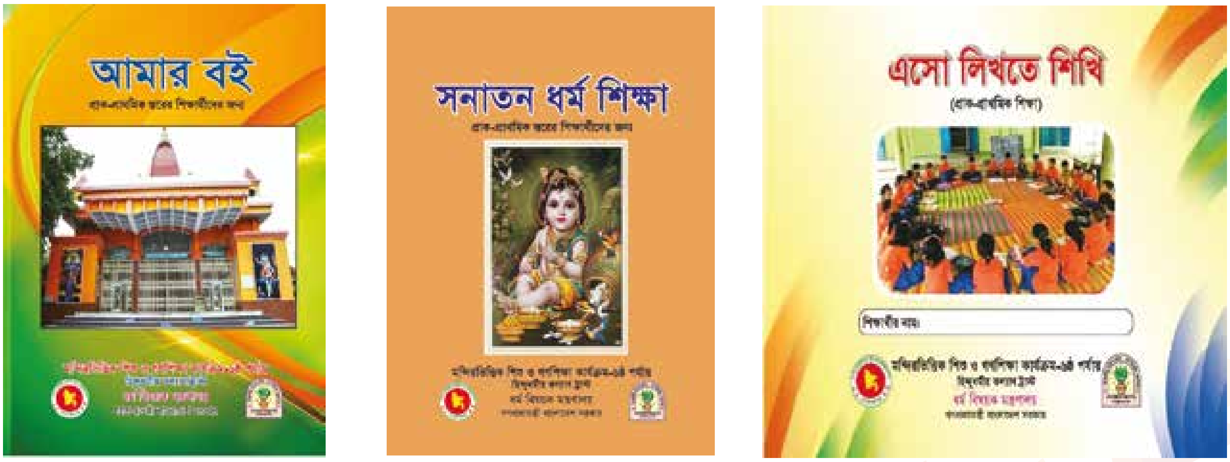

ছবি : প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বই ও অনুশীলন খাতা

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
ধর্মীয় শিক্ষা শিশু	১। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা ২। রামায়ণ ও মহাভারত ৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	ব্লাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা, চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ১০ প্রকারের ক্যালেন্ডার, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, কলম, গীতা সাবিত্রী ইত্যাদি। **শিক্ষকের জন্য** ঃ কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা।

সহজ ধর্মীয় শিক্ষা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
রামায়ণ ও মহাভারত
অনুশীলন খাতা

ছবি : ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বই ও অনুশীলন খাতা

শিক্ষাস্তর	পাঠ্যবই	উপকরণসমূহ
ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক	১। সহজ ধর্মীয় শিক্ষা ২। আমাদের পড়ালেখা (বাংলা বই) ৩। শ্রীমদ্ভগবদগীতা ৪। শ্রীমদ্ভগবদগীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন	ব্লাকবোর্ড, সাইনবোর্ড, ঘন্টা, ডাস্টার, অনুশীলন খাতা, চক, মাদুর, স্টক রেজিস্টার, হাজিরা খাতা, পরিদর্শন বহি, ভর্তি ফরম, সনদপত্র, পেন্সিল, শার্পনার, ইরেজার ইত্যাদি। শিক্ষকের জন্য ঃ কলম ও পাঠদান বই, শিক্ষক সহায়িকা

সহজ ধর্মীয় শিক্ষা
আমাদের পড়ালেখা
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ছবি : ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্য বইসমূহ

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছরই কারিকুলাম কমিটির মাধ্যমে পাঠ্যবইসমূহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়ে থাকে। শিশুদের পাঠ্যবই সমূহ চার রংয়ের আকর্ষণীয় ছবিতে এবং লেমিনেটিং প্রচ্ছদে ছাপানো।

প্রকল্পের গীতা শিক্ষা কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, প্রানবন্ত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্ভাবনী কার্যক্রম গৃহিত হয়েছে। এ সকল উদ্ভাবনী কার্যক্রমের মধ্যে নির্ধারিত সুর ও ছন্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক পাঠ, বিভিন্ন দেব দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ, দলগতভাবে ছন্দে গীতা পাঠ, প্রকল্পের ব্রান্ড/প্রার্থনা সংগীতে সুরারোপ, গীতা পাঠের কাঠামো প্রণয়ন ও অনুশীলন

ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় শিক্ষায় সনাতনী জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে তথা গীতা চর্চাকে সহজ করার লক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নির্বাচিত শ্লোক সংকলন প্রকাশ এ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃত করেছে। বয়স্কদের বই সমূহও ধর্মীয় ও দৈনন্দিন জীবনমুখী শিক্ষার কারনে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

প্রকল্পের বিজ্ঞ কারিকুলাম কমিটি সকল স্তরের পাঠ্যবইয়ে বিভিন্ন মনীষী ও মহাপুরুষদের নীতি বাক্য ও বাণী সংযোজন করেছেন যা থেকে সকল স্তরের শিক্ষার্থীগণ নৈতিক জ্ঞান লাভে সমৃদ্ধ হবে।

বই উৎসব-২০২৫

বই বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২৫

ঢাকা জেলার বই উৎসব-২০২৫ অনুষ্ঠানে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী তপন চন্দ্র মজুমদার

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ছকে দেখানো হলো

ক্রমিক	শিক্ষাবর্ষ	কেন্দ্র সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	গড় উপস্থিতি
১।	২০২২	৫৪০০	১,৬২,০০০ জন	৯৮%
২।	২০২৩	৭৪০০	২,২২,০০০ জন	৯৮%
৩।	২০২৪	৭৪০০	২,২২,০০০ জন	৯৭.৬৭%
৪।	২০২৫	৭৪০০	২,২২,০০০ জন	চলমান

প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থবছরের ব্যয়-বরাদ্দ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয়। নিম্নে অর্থবছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ/প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রকৃত ব্যয়ের এবং অব্যয়িত অর্থের পরিসংখ্যান দেয়া হলো-

ক্রমিক	অর্থসাল	এডিপি বরাদ্দ	প্রাপ্ত অর্থ	প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত অর্থ	মন্তব্য
১.	২০২১-২২	-	-	-	-	অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি
২.	২০২২-২৩	১২৪৬৪.০০	১০৪৪৮.২৮	১০৪৩২.৭৯	১৫.৪৯	-
৩.	২০২৩-২৪	৯০৮৮.০০	৯০৭৩.১৫	৮৮৭৭.১১	১৯৬.০৪	-
৪.	২০২৪-২৫	৭৯৫৯	৭৮৭০.০২	৭৮৪০.০২	৩০.০০	-

প্রকল্পের বিভিন্ন অর্থবছরের ব্যয় বরাদ্দ সংক্রান্ত

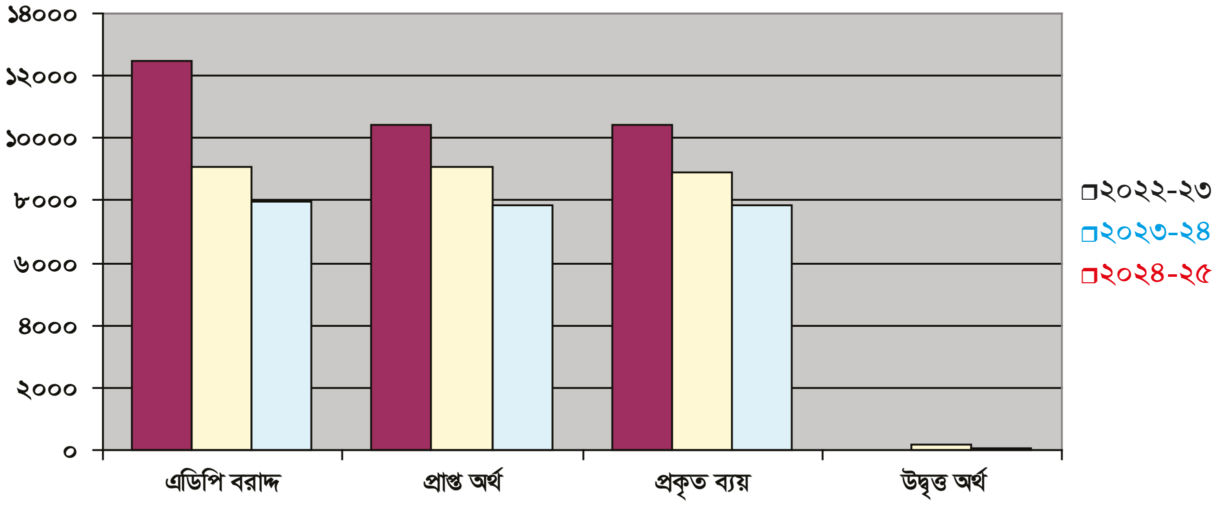

প্রকল্পের জয়পুরহাট জেলার শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক জনাব আফরোজা আক্তার চৌধুরী

প্রকল্পের (৬ষ্ঠ পর্যায়) সাংগঠনিক কাঠামো

প্রশাসনিক কার্যক্রম

০১. প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলা
০২. প্রকল্পের জনবল:
ক) প্রধান কার্যালয়: ৩১ জন
কর্মকর্তা: ০৯ জন
কর্মচারী: ২২ জন
খ) বিভাগ ও জেলা অফিস: ৩০০ জন
কর্মকর্তা: ৭২ জন
কর্মচারী: ২২৮ জন
মোট-৩৩১ জন

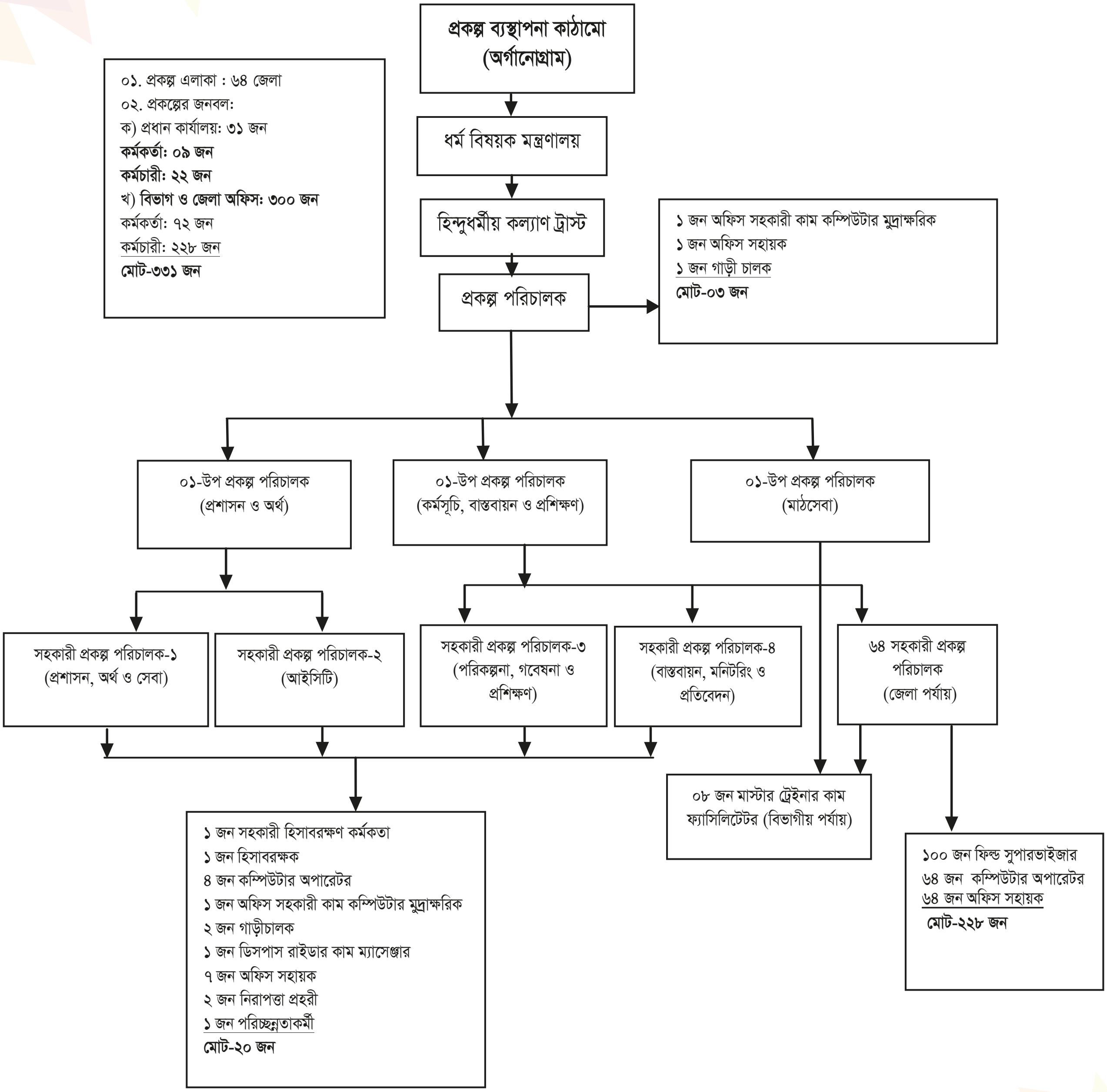

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো (অর্গানোগ্রাম)

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

প্রকল্প পরিচালক

১ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
১ জন অফিস সহায়ক
১ জন গাড়ী চালক
মোট-০৩ জন

০১-উপ প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

০১-উপ প্রকল্প পরিচালক (কর্মসূচি, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ)

০১-উপ প্রকল্প পরিচালক (মাঠসেবা)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক-১ (প্রশাসন, অর্থ ও সেবা)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক-২ (আইসিটি)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক-৩ (পরিকল্পনা, গবেষনা ও প্রশিক্ষণ)

সহকারী প্রকল্প পরিচালক-৪ (বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও প্রতিবেদন)

৬৪ সহকারী প্রকল্প পরিচালক (জেলা পর্যায়)

১ জন সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকতা
১ জন হিসাবরক্ষক
৪ জন কম্পিউটার অপারেটর
১ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক
২ জন গাড়ীচালক
১ জন ডিসপাস রাইডার কাম ম্যাসেঞ্জার
৭ জন অফিস সহায়ক
২ জন নিরাপত্তা প্রহরী
১ জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী
মোট-২০ জন

০৮ জন মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর (বিভাগীয় পর্যায়)

১০০ জন ফিল্ড সুপারভাইজার
৬৪ জন কম্পিউটার অপারেটর
৬৪ জন অফিস সহায়ক
মোট-২২৮ জন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তাগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কর্মস্থল

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
		প্রধান কার্যালয়		
১.	ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ		প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪০০৫ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
২.	শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাস		উপপ্রকল্প পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪০০৬ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৩.	শ্রীমতী কাকলী রাণী মজুমদার		উপপ্রকল্প পরিচালক (কর্মসূচি, বাস্তবায়ন ও প্রশিক্ষণ) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪০০১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৪.	শ্রী মদন চক্রবর্তী		উপপ্রকল্প পরিচালক (মাঠ সেবা) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪০০১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com ওয়েবসাইট-www.templeedu.gov.bd
৫.	জনাব মোহাম্মদ জাহিদুল হাসান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অর্থ, সেবা ও প্রশাসন) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৩৩৬৫৭৮৯ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৬.	শ্রী নিত্যজিত মহাজন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (পরি. গবে. ও প্রশি.) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪৫০৩ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৭.	জনাব আসমা খাতুন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (বাস্ত. মনি. ও প্রতি.) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৬৬৮৪০০০ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com
৮.	জনাব মোস্তাকিম মাহমুদ রাতুল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (আইটি) প্রধান কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৩৩৬৭০৯১ ই-মেইল-msgs2003@gamil.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
ঢাকা বিভাগ				
১.	শ্রী পীযুষ সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঢাকা জেলা কার্যালয়	১/আই, পরিবাগ (ডাঃ আলম ভবন), শাহবাগ, ঢাকা। ফোন-০২২২৩৩৬৪৬২৬ ই-মেইল-msgsdha01@gmail.com
২.	শ্রী শ্যামল কুমার চক্রবর্তী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয়	স্বপ্ননীড়, পূর্ব লামাপাড়া, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। ফোন-০১৭১৪-০৬৪৪৭৮ ই-মেইল-msgsadnarayan@gmail.com
৩.	শ্রীমতী বিউটি বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নরসিংদী জেলা কার্যালয়	৩১৪, পশ্চিম ব্রাহ্মন্দী, মালাকার বাড়ী, নরসিংদী। ফোন-০২৯৪৫২১৯৪ ই-মেইল-adnarsingdi@gmail.com
৪.	জনাব শাকুরুননেছা (মুনা)		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গাজীপুর জেলা কার্যালয়	কে-৩৪৮, পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর সদর,গাজীপুর। ফোন-০২২২৪৪২৪২৭৬ ই-মেইল-msgsgaz@gmail.com
৫.	শ্রী সনজিৎ সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয়	সমন্বিত সরকারি অফিস ভবন (কক্ষ নং-১০৮ ও ১১১) মানিকগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬৬১১২৬০ ই-মেইল-msgsman2015@gmail.com
৬.	জনাব সাদিকা সুলতানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মুন্সীগঞ্জ জেলা কার্যালয়	রজনীগন্ধা কমিনিউটি সেন্টার (তয় তলা) হোয়াইট হাউজ, নতুন কোর্ট, মুন্সীগঞ্জ। ফোন-০৬৯১-৫২৫৮০ ই-মেইল-msgsmun@gmail.com
৭.	শ্রী মিন্টু কুমার ভদ্র অর্ঘ্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মাদারীপুর জেলা কার্যালয়	সমন্বিত সরকারী অফিস ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, পূর্ব ব্লক, মাদারীপুর ফোন-০২৪৭৯৯৬২০১৭ ই-মেইল-msgsmad2008@gmail.com
৮.	জনাব মো: নুরুল ইসলাম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়	ফেরদৌসি মহল, হোল্ডিং নং-৯৪৫, পালং (শান্তি নগর), সদর, শরীয়তপুর। ফোন-০৬০১-৫১৩৭৬ ই-মেইল-msgssari2010@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
ঢাকা বিভাগ				
৯.	শ্রী রমেশ চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয়	শ্রীশ্রী কালীবাড়ী (৪র্থ তলা), আদালত পাড়া, টাঙ্গাইল। ফোন-২৯৯৭৭১৪২১১৮ ই-মেইল-msgsadtangail@gmail.com
১০.	শ্রী লিটন শিকদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়	সেলিনা ম্যানচশন (২য় তলা) ৬৮, শ্রীপুর, রাজবাড়ী। ফোন-০৬৪১-৬৫৫৩৬ ই-মেইল-msgskrajbari@gmail.com
১১.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কিশোরগঞ্জ জেলা কার্যালয়	৩৭ (২য় তলা), আলোরমেলা, পুরাতন কোর্ট রোড মহিলা কলেজ সংলগ্ন, কিশোরগঞ্জ। ফোন-০২-৯৯৭৭৬১২২৯ ই-মেইল-msgskis@gmail.com
১২.	শ্রী মুকুল বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গোপালগঞ্জ জেলা কার্যালয়	২০৪, কবরস্থান রোড, মিয়াবাড়ী, গোপালগঞ্জ। ফোন-০২৪৭৮৮২১৩৭৬ ই-মেইল-mvsogskgopal@gmail.com
১৩.	জনাব ফারজানা তানিয়া		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ফরিদপুর জেলা কার্যালয়	গুহ লক্ষীপুর, (ধোপাবাড়ির মোড়), ফরিদপুর পৌরসভা, ফরিদপুর। ফোন-০২৪৭৮৮০৩৬০৯ ই-মেইল-msgsfaridpur@gmail.com
ময়মনসিংহ বিভাগ				
১৪.	জনাব মাকসুদা খানম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়	কে.বি ইসমাইল রোড, পৌর সুপার মার্কেট (২য় তলা), ময়মনসিংহ। ফোন-০৯১-৬৫৯৯২ ই-মেইল-msgsmy@gmail.com
১৫.	জনাব শামীম আহমেদ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক শেরপুর জেলা কার্যালয়	নুর মোহাম্মদ ভিলা (৩য় তলা) মাধবপুর, শেরপুর। ফোন-০২৯৯৭৭৮১৫১৬ ই-মেইল-msgssher@gmail.com
১৬.	শ্রীমতী প্রীতিলতা অধিকারী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক জামালপুর জেলা কার্যালয়	হোল্ডিং-০৫৭৮-০৯, ১৯১, সম্পদ প্লাজা. নিউ কলেজ রোড, ব্যাংক কলোনী, জামালপুর। ফোন-০৯৮১-৬২০৫৬ ই-মেইল-msgsapdjamalpur@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
১৭.	জনাব এ কে এম হাসান উজ জামান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নেত্রকোনা জেলা কার্যালয়	১০৭ দক্ষিণ নাগড়া, দত্ত ভিলা, নেত্রকোনা। ফোন-০৯৫১-৬২১৩২ ই-মেইল-msgsnat@gmail.com
চট্টগ্রাম বিভাগ				
১৮.	শ্রী রণজিৎ বাড়ৈ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কক্সবাজার জেলা কার্যালয়	উত্তরা ভবন (২য় তলা) বি কে পাল সড়ক, কক্সবাজার। ফোন-০২৩৩৩৩৪৭০৯৩ ই-মেইল-adcoxbazer@gmail.com
১৯.	শ্রী বাপ্পী পাল জয়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয়	বিজন সরনী, কালিন্দীপুর, ১০২ নং রাংগাপানি, সদর, রাঙ্গামাটি। ফোন-০৩৫১৬৩৩৮৫ ই-মেইল-msgsran@gmail.com
২০.	শ্রী সুপ্রিয় বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক খাগড়াছড়ি জেলা কার্যালয়	সনাতন ছাত্র-যুব পরিষদ ভবন, নিচতলা, রূপনগর মহিলা কলেজরোড, খাগড়াছড়ি, সদর, খাগড়াছড়ি। ফোন-০৩৭১-৬২২৫৩ ই-মেইল-msgskha@gmail.com
২১.	শ্রী লিটন চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নোয়াখালী জেলা কার্যালয়	শাহীদা ভিলা, বীর উত্তম ডাঃ শাহ আলম সড়ক, হাসপাতাল রোড (পুরাতন পাসপোর্ট অফিসের সাথে) মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী। ফোন-০২৩৩৪৪৯১৬৩৪ ই-মেইল-msgsnoakhali@gmail.com
২২.	শ্রীমতী দীপ্তি দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক লক্ষ্মীপুর জেলা কার্যালয়	রতন লাল ভৌমিক, সাং-বাঞ্ছানগর শাখাড়ীপাড়া, ৫নং ওয়ার্ড, লক্ষ্মীপুর পৌরসভা সদর, লক্ষ্মীপুর। ফোন-০২৩৩-৪৪৪১৫৭৯ ই-মেইল-msgslaxmipur@gmail.com
২৩.	জনাব মুহিত উদ্দিন মোল্লা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ফেনী জেলা কার্যালয়	মা কুঠির, হোল্ডিং- ৫৩১/২, ওয়ার্ড-০২,দক্ষিণ সহদেবপুর (তুলাবাড়ীয়া রোড), ফেনী। ফোন-০২৩৩৪৪৭৩০৯৪ ই-মেইল-msgsfeni@gmail.com
২৪.	জনাব মো: মাসুদুল আলম মাসুদ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চাঁদপুর জেলা কার্যালয়	এডভোকেট শাহীন সাহেবের বাসা-৫ম তলা, হোল্ডিং-০৪০৯-০১, চেয়ারম্যান ঘাট, জিটি রোড (দক্ষিণ), চাঁদপুর। ফোন-০২৩৩৪৪৮৬০২৫ ই-মেইল-msgscha@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
২৫.	শ্রী মনিশংকর কীর্ত্তনীয়া		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুমিল্লা জেলা কার্যালয়	ডাঃ এ,কে,এম আব্দুস সেলিম, খেলাঘর ,হোল্ডিং নং ১২৯৬, ব্লক-ডি/০২ বাড়ি নং-৯৪, মফিজ উদ্দিন সড়ক, রেইস কোর্স, কুমিল্লা। ফোন-০৮১-৬৬৩০৯ ই-মেইল-msgscumilla@gmail.com
২৬.	শ্রী রিংকু কুমার শর্মা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়	৯৮,আমবাগান বিভাগীয় তথ্য অফিস-এর নীচতলা, খুলশী, ফ্লোরাপাস রোড, চট্টগ্রাম। ফোন-০২৩৩৩৩৬০৫৯৬ ই-মেইল-msgschi@gmail.com
২৭.	শ্রী রণজিৎ বাড়ৈ		সহকারী প্রকল্প পরিচালক (অ.দা.) বান্দরবান জেলা কার্যালয়	৪নং ওয়ার্ড বান্দরবান বাজার, বোটঘাটা (হোটেল পাহাড়ীকার পিছনে), অমেলেন্দু বাবুর বিল্ডিং, বান্দরবান পৌরসভা বান্দরবান। ফোন-০৩৬১-৬২৭৩২ ই-মেইল-msgsban@gmail.com
২৮.	জনাব মো: আকরাম হোসেন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা কার্যালয়	মাতৃভবন, পোদ্দার বাড়ী রোড, পূর্ব মেড্ডা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। ফোন-০২৩৩৪৪৩০১৪৪ ই-মেইল-msgsbra01@gmail.com
			খুলনা বিভাগ	
২৯.	শ্রীমতী হ্যাপি সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়	রৌফা ভবন, হোল্ডিং নং-৬, পি.টি.আই রোড (ডিপিইও অফিসের সামনে) কুষ্টিয়া ফোন-০৭১-৬৩০৬২ ই-মেইল-msgskust@gmail.com
৩০.	জনাব মো: তোফাজ্জেল হোসেন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়	মালোপাড়া কেদারগঞ্জ, হোল্ডিং নং-১২৪১/১, (ইমপোষ্ট হাসপাতালের পশ্চিম পাশে) জেলা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা। ফোন-০৭৬১-৬২৬০৭ ই-মেইল-msgschua@gmail.com
৩১.	শ্রী জয়ন্ত কুমার সাহা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মেহেরপুর জেলা কার্যালয়	মল্লিকপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৭, হোল্ডিং নং-০৭, (কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সামনে) জেলা কার্যালয়, মেহেরপুর। ফোন-০২৪৭৭৭৯২৭৪৬ ই-মেইল-msgsmehe@gmail.com
৩২.	শ্রীমতী প্রিয়াংকা সিকদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক খুলনা জেলা কার্যালয়	৩নং পি,সি,রায় রোড ,খুলনা। ফোন-০৪১৮১১২১৭ msgskhun@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৩৩.	জনাব মৌসুমী সুলতানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়	কর্নেল রহমান সড়ক (এ), হোল্ডিং-০০৭৭-০২ ওয়ার্ড-০৯, উকিলপাড়া, আরাপপুর ঝিনাইদহ। ফোন-০২৪৭৭৭৪৬৬৪০ ই-মেইল-msgsjhid@gmail.com
৩৪.	শ্রী দেবাশীষ বাইন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নড়াইল জেলা কার্যালয়	থানা রোড, নড়াইল। ফোন-০২৪৭৭৭৭৩১১৮ ই-মেইল-msgsnara@gmail.com
৩৫.	শ্রীমতী পর্ণা রায় চৌধুরী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বাগেরহাট জেলা কার্যালয়	১৯৫/১ দাসপাড়া, খারদ্বার রোড, সদর, বাগেরহাট। ফোন-০২৪৭-৭৭৫১০৮৪ ই-মেইল-msgsbagerhat2003@gmail.com
৩৬.	শ্রী অভিজিত কুমার বিশ্বাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মাগুরা জেলা কার্যালয়	মাগুরা কালীবাড়ী মার্কেট, (৩য় তলা), নতুন বাজার, মাগুরা -৭৬০০। ফোন-০২৪৭৭৭১১১৬৩ ই-মেইল-msgsmagura2015@gmail.com
৩৭.	শ্রীমতী চৈতি মহালদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক যশোর জেলা কার্যালয়	৭৮-এ, মুজিব সড়ক (বাইলেন), ষষ্ঠীতলাপাড়া, যশোর। ফোন-০২৪৭৭৭৬২৬০৩ ই-মেইল-msgsjess@gmail.com
৩৮.	শ্রী অপূর্ব আদিত্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সাতক্ষীরা জেলা কার্যালয়	এসপি বাংলোর পিছনে, পলাশপোল, সাতক্ষীরা। ফোন-০২৪৭৭৭৪১১৭২ ই-মেইল-mvsks8700@gmail.com
রাজশাহী বিভাগ				
৩৯.	শ্রী দেবব্রত বর্মন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রাজশাহী জেলা কার্যালয়	হাউজ # ৫০৭/এ, রামচন্দ্রপুর বাশার রোড, রাজশাহী। ফোন-০৭২১৭৭৫১২৫ ই-মেইল-msgsraj2011@gmail.com
৪০.	শ্রীমতী সোমা রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কার্যালয়	জনাব প্রবোধ কুমার প্রমানিক, হোল্ডিং নং-২২, চাইপাড়া সড়ক (শিবতলা মোর) চাপাই সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ । ফোন-০২-৫৮৮৮৯৩১৪১ ই-মেইল-msgschapai2018@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৪১	শ্রী নকুল বর্মন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বগুড়া জেলা কার্যালয়	বাসা/হোল্ডিং নং-১৮, ৩য় তলা এস.পি.ব্রিজ সংলগ্ন, মালতিনগর, সদর, বগুড়া। ০২৫৮৮৮১৩৪০৬ ই-মেইল-msgsbog@gmail.com
৪২.	শ্রী সঞ্জয় কুমার পাল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক জয়পুরহাট জেলা কার্যালয়	বাসা-৪৪০, বান্দা বটগাছ মোড়, বিশ্বাসপাড়া, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সংলগ্ন, জয়পুরহাট। ফোন-২৫৮৯৯১৫১১৭ ই-মেইল-msgsjoypure@gmail.com
৪৩.	শ্রী নিরুপম ধর		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পাবনা জেলা কার্যালয়	রাধাগোবিন্দ মন্দির, সদর হাসপাতাল রোড, শালগাড়িয়া, পাবনা। ০২৫৮৮৮৪৩৭০৪ ই-মেইল-msgspab@gmail.com
৪৪.	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম প্রামানিক		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নাটোর জেলা কার্যালয়	৮৫, কাপুরিয়াপট্টি (গাড়িখানা মসজিদ সংলগ্ন) নাটোর। ফোন-২৫৮৮৮৭২৬৩৬ ই-মেইল-msgsnator@gmail.com
৪৫.	জনাব জাকির হোসেন রানা		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সিরাজগঞ্জ জেলা কার্যালয়	রাজ্জাক প্লাজা (৪র্থ তলা), ২ নং খলিফা পট্টি (বড় পুলের, পশ্চিম পার্শ্বে), সদর, সিরাজগঞ্জ। ফোন-০২৫৮৮৮৩১৪১৯ ই-মেইল-msgssiraj2011@gmail.com
৪৬.	শ্রীমতী সাথী মজুমদার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নওগাঁ জেলা কার্যালয়	তরফদার পাড়া মসজিদ এর পূর্ব পার্শ্বে, সরিষা হাটির মোড়, আমীন ভিলা (২য় তলা) নওগাঁ। ফোন-০৭৪১-৬১৭৫৯ ই-মেইল-msgsnaogaon2003@gmail.com
রংপুর বিভাগ				
৪৭.	জনাব আতাউর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়	হাটির পাড়, ঘোষপাড়া (সেবা ক্লিনিকের সামনের গলি)কুড়িগ্রাম জেলা কার্যালয়, কুড়িগ্রাম। ফোন-০২৫৮৯৯৫০৪৬৭ ই-মেইল-msgskuri@gmail.com
৪৮.	শ্রী জগদ্বীশ চন্দ্র রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়	ধাক্কামারা, (গোলচত্তর সংলগ্ন) পঞ্চগড়। ফোন-০২৫৮৯৯৪২০১৭ ই-মেইল-msgspanc@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৪৯.	শ্রী ইন্দ্রজিত রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঠাকুরগাঁও জেলা কার্যালয়	এম আর এম টাওয়ার (৩য় তলা), তাতীপাড়া, (রয়েল কিন্ডার গার্ডেনের বিপরীতে), ঠাকুরগাঁও। ফোন-০২৫৮-৯৯৩১২২৪ ই-মেইল-msgstha@gmail.com
৫০.	জনাব শাহ মো: মশিউর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক দিনাজপুর জেলা কার্যালয়	শাহী মসজিদ বিশ্বরোড় (বাবলী ভবন) উত্তর বালুবাড়ী, দিনাজপুর। ফোন-০২৫৮৮৮১৭৮০৭ ই-মেইল-msgkdinaspur2003@gmail.com
৫১.	জনাব মো: হামিদুর রহমান		সহকারী প্রকল্প পরিচালক নীলফামারী জেলা কার্যালয়	‘‘ক্ষণিকালয়’’ বাসা নং-২৮৬, নতুন বাজার (বীর মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন সাহেবের বাসা) নীলফামারী। ফোন-০২৫৮৯৯৫৫১৬৯ ই-মেইল-msgsnil@gmail.com
৫২.	শ্রী মিলন কুমার দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক রংপুর জেলা কার্যালয়	বাসা নং-৪৬/২, সাতগাড়া মিস্ত্রিপাড়া, (পি.টি.সি মোড়ের উত্তর পার্শ্বে) সদর, রংপুর। ফোন-০২৫৮৮৮০৭০৭৪ ই-মেইল-msgsrang@gmail.com
৫৩.	জনাব মেঘলা চৌধুরী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক লালমনিরহাট জেলা কার্যালয়	পূর্ব বালাটারী (হোসেন তেল ডিপোর পিছনে) লালমনিরহাট। ফোন-০২৫৮৯৯৮৬০৪৩ ই-মেইল-msgslal@gmail.com
৫৪.	জনাব মো: সাইফুল ইসলাম		সহকারী প্রকল্প পরিচালক গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়	বি, আর চৌধুরী নিবাস, (৩য় তলা), দক্ষিন ধানঘড়া, পলাশবাড়ী রোড, গাইবান্ধা। ফোন-০৫৪১-৬২১৮৭ ই-মেইল-msgsgaibandha@gmail.com
বরিশাল বিভাগ				
৫৫.	শ্রী উৎসব মুখর রায়		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পটুয়াখালী জেলা কার্যালয়	২৩৫, আমিন ভবন (৪র্থ তলা) নবাবপাড়া, পটুয়াখালী। ফোন-০২৪৭৮৮৮১৪৮৭ ই-মেইল-msgspat2010@gmail.com
৫৬.	শ্রী কৃষ্ণেন্দু মন্ডল	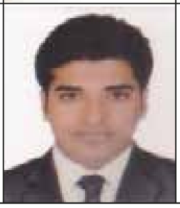	সহকারী প্রকল্প পরিচালক বরগুনা জেলা কার্যালয়	২৩৪, ইমু মঞ্জিল, চরকলোনী (পিছনের সড়ক) বরগুনা। ফোন-০৪৪-৮৫১৩৪১ ই-মেইল-msgsbargu@gmail.com

প্রকল্পের জেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	ছবি	পদবী	কর্মস্থল ও ঠিকানা
৫৭.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর হোসাইন		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ভোলা জেলা কার্যালয়	নাসরিন ভিলা, ৭নং ওয়ার্ড, মুসলিম পাড়া, ভোলা সদর, ভোলা। ফোন-০২৪৭-৮৮৯৪৩০৯ ই-মেইল-msgsbhola@gmail.com
৫৮.	শ্রী বিশ্বজিত ব্যানার্জী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক পিরোজপুর জেলা কার্যালয়	ম্যাটারনিটি রোড, পিরোজপুর। ফোন-০২-৪৭৮৮৯০৭১২ ই-মেইল-msgspir@gmail.com
৫৯.	শ্রী দেবাশীষ দাস		সহকারী প্রকল্প পরিচালক বরিশাল জেলা কার্যালয়	কালীবাড়ী রোড, “আলতাব মহল” (বরিশাল কলেজের পূর্বপার্শ্বে) বরিশাল। ফোন-০২৪৭-৮৮৬৩৬৫৩ ই-মেইল-msgsbari@gmail.com
৬০.	শ্রী দীপঙ্কর চন্দ্র মন্ডল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক ঝালকাঠী জেলা কার্যালয়	শশাংক চক্রবর্ত্তী, বাসা নং-৫৫২ পুর্ব চাঁদকাঠী, ওয়ার্ড নং-২, ঝালকাঠী সদর, ঝালকাঠী। ফোন-০৪৯৮৬২৯১৭ ই-মেইল-msgsjhalo@gmail.com
সিলেট বিভাগ				
৬১.	শ্রী কিশোর কুমার মন্ডল		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সিলেট জেলা কার্যালয়	পুষ্পায়ন-৬, রিফাত কমপ্লেক্স, দক্ষিণ বালুচর, এম,সি কলেজ রোড, সিলেট। ফোন-০৮২১৭২৬৮৬৩ ই-মেইল-sgssyl.2007@gmail.com
৬২.	শ্রী সুবাস চন্দ্র সরকার		সহকারী প্রকল্প পরিচালক মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়	“অবকাশ ভিলা” (এ্যাডভোকেট গিয়াসউদ্দিন সাহেবের বাসা নীচতলা) পূর্ব সৈয়ারপুর, শমশেরনগররোড, মৌলভীবাজার। ফোন-+৮৮০২৯৯৮৮১৮০৩৬ ই-মেইল-msgsmou5@gmail.com
৬৩.	শ্রী রবীন আচার্য		সহকারী প্রকল্প পরিচালক সুনামগঞ্জ জেলা কার্যালয়	বসুন্ধরা - ১২৭ (২য় তলা) দক্ষিন পার্শস্থ, হাজীপাড়া, সুনামগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬৬০০৯৮৯ ই-মেইল-msgssun@gmail.com
৬৪.	জনাব এ.কে.এম হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকী		সহকারী প্রকল্প পরিচালক হবিগঞ্জ জেলা কার্যালয়	শাহ্ ভবন (৩য় তলা) ৫৫ বদিউজ্জামান খান সড়ক, হবিগঞ্জ। ফোন-০২৯৯৬৬০৫৪৪৯ ই-মেইল-msgshabiganj@gmail.com

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প দলিলে গঠিত বিভিন্ন কমিটি

ক্রমিক	কমিটির নাম	সভাপতি	সভা অনুষ্ঠান
১.	প্রকল্প পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতি চার মাসে একবার
২.	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	প্রতি চার মাসে একবার
৩.	নিয়োগ কমিটি-১	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রয়োজন অনুযায়ী
৪.	নিয়োগ কমিটি-২	প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুয়ায়ী
৫.	কারিকুলাম কমিটি	সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট	প্রয়োজন অনুযায়ী
৬.	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি	উপ প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি	প্রয়োজন অনুযায়ী
৭.	জেলা পর্যায়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি	সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি, সংশ্লিষ্ট জেলা	প্রয়োজন অনুযায়ী
৮.	জেলা মনিটরিং কমিটি	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
৯.	উপজেলা মনিটরিং কমিটি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট উপজেলা	প্রতি ছয় মাসে একবার
১০.	কেন্দ্র মনিটরিং কমিটি	সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির সভাপতি	প্রতি তিন মাসে একবার

প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং, বাস্তবায়ন ও কারিকুলাম কমিটি সভার তথ্যাবলী

ক্রমিক	স্টিয়ারিং কমিটি	বাস্তবায়ক কমিটি	কারিকুলাম কমিটি
	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ
১.	১২/০৯/২০২৪ইং	২১/০৮/২০২৪ইং	২৮/০৫/২০২৪ইং
২.	৩০/১২/২০২৪ইং	২০/১১/২০২৪ইং	৩০/০৯/২০২৪ইং
৩.	২৪/০৩/২০২৫ইং	১৮/০৩/২০২৫ইং	১৪/১১/২০২৪ইং
৪.	০৩/০৬/২০২৫ইং	১৯/০৬/২০২৫ইং	-
	মোট সভার সংখ্যা ০৪টি	মোট সভার সংখ্যা ০৪টি	মোট সভার সংখ্যা ০৩টি

- প্রকল্প দলিলে নির্ধারিত সকল সভা শতভাগ সম্পাদিত হয়েছে।

কারিকুলাম কমিটি সভা

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের অধীন প্রতিবছর ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাঠ্যবই ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৫,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ১,৫০,০০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ০২টি পাঠ্যবই রয়েছে (আমার বই ও সনাতন ধর্ম শিক্ষা)। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরে ১,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ৩০,০০০ জন শিক্ষার্থীর ০৩টি পাঠ্যবই এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে ১,৪০০ শিক্ষাকেন্দ্রের ৪২,০০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য ০৪টি পাঠ্যবই রয়েছে। উপকরণের মান উন্নয়ন এবং কারিকুলামকে যুগোপযুগী ও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি'র নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত কমিটি সভা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কারিকুলাম কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো:

প্রকল্পের কারিকুলাম কমিটি সভায় সভাপতি ড. কৃষ্ণেন্দু কুমার পাল, সচিব, হিধকট্রা

প্রকল্পের জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

Additional Deputy Commissioner
Education & ICT
Chattogram

চট্টগ্রাম জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

জেলা মনিটরিং কমিটির সভা

বগুড়া জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

নোয়াখালী জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

জেলা মনিটরিং কমিটির সভা।

লালমনিরহাট জেলার জেলা মনিটরিং কমিটি সভা

প্রকল্পের উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা

প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নতুনভাবে জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যক্তিকে পারদর্শী করে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প মেয়াদে জনবলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মাস্টারট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর, ফিল্ড সুপারভাইজারদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২৫জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণও সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের জনবলের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণের ধরণ	প্রশিক্ষণকাল	প্রশিক্ষণের দিন সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
১.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	২৪/০৯/২০২৪-২৬/০৯/২০২৪	৩ দিন ব্যাপী (১ম ব্যাচ)	৩৮ জন
২.	সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	০১/১০/২০২৪-০৩/১০/২০২৪	৩ দিন ব্যাপী (২য় ব্যাচ)	৩৫ জন
৩.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	২১/০১/২০২৫-২৩/০১/২০২৫	৩ দিন ব্যাপী (১ম ব্যাচ)	৩২ জন
৪.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	২৫/০১/২০২৫-২৭/০১/২০২৫	৩ দিন ব্যাপী (২য় ব্যাচ)	৩৩ জন
৫.	ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ	২৮/০১/২০২৫-৩০/০১/২০২৫	৩ দিন ব্যাপী (৩য় ব্যাচ)	২৯ জন
৬.	প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য Sustainable Development Goals (SDGs) and Bangladesh সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	২২/০২/২০২৫-২৭/০২/২০২৫	৫ কর্ম দিবস ব্যাপী	২৫ জন

প্রকল্পের কর্মকর্তাদের জন্য Sustainable Development Goals (SDGs) and Bangladesh সম্পর্কিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি জনাব মুঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সহকারী প্রকল্প পরিচালকগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নায়েব আলী মন্ডল, অতিরিক্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফজলুর রহমান

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রকল্পের জেলাভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির তথ্য

প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর ৫০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ১,৫০,০০০ জন শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণের সুযোগ পায়। ১ বছরের শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

ক্রমিক	জেলা	মোট শিক্ষাকেন্দ্র	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র	২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী	২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী
১.	ঢাকা	২৪০	১৬৭	৫০১০	৩৯৫৬
২.	নারায়নগঞ্জ	৮৯	৬০	১৮০০	১৭৪৬
৩.	নরসিংদী	৭৫	৫১	১৫৩০	১৫২৮
৪.	গাজীপুর	১০১	৭০	২১০০	১২৭৫
৫.	মানিকগঞ্জ	৮২	৫৫	১৬৫০	৬৫৭
৬.	মুন্সীগঞ্জ	৭২	৪৯	১৪৭০	১৪৫৭
৭.	মাদারীপুর	৯৩	৬২	১৮৬০	১৭৮৯
৮.	শরীয়তপুর	৩৫	২৪	৭২০	৬৯৬
৯.	টাঙ্গাইল	১৪৫	৯৯	২৯৭০	২৭৮৯
১০.	রাজবাড়ী	৬৮	৪৫	১৩৫০	১৩৪৩
১১.	কিশোরগঞ্জ	১০৪	৭১	২১৩০	২০৭৭
১২.	গোপালগঞ্জ	২৩৩	১৫৭	৪৭১০	৪৪৩৫
১৩.	ফরিদপুর	১১৫	৭৮	২৩৪০	২২০০
১৪.	ময়মনসিংহ	১১৩	৭৬	২২৮০	২২৭৮
১৫.	শেরপুর	৩৫	২৪	৭২০	৬৯০
১৬.	জামালপুর	৪৭	১৭	৫১০	৫০৬
১৭.	নেত্রকোনা	১২৯	৮৭	২৬১০	২৫৬১
১৮.	কক্সবাজার	৭১	৪৩	১২৯০	৯৭৫
১৯.	রাঙ্গামাটি	৪০	২৭	৮১০	৭৩৮
২০.	খাগড়াছড়ি	৬১	৪২	১২৬০	৮৯৬
২১.	নোয়াখালী	৮৬	৫৮	১৭৪০	১৪৬৭
২২.	লক্ষ্মীপুর	৪৪	২৯	৮৭০	৮৫১
২৩.	ফেনী	৬৫	৪৪	১৩২০	১২৬০
২৪.	চাঁদপুর	৮৮	৫৮	১৭৪০	১৭১৫
২৫.	কুমিল্লা	১৬৬	১০২	৩০৬০	২৯৮৪
২৬.	চট্টগ্রাম	৪৫০	৩১২	৯৩৬০	৯১৯৯
২৭.	বান্দরবান	২২	১৫	৪৫০	২৮৪
২৮.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১২৯	৯১	২৭৩০	২৪৩৮
২৯.	কুষ্টিয়া	৪৪	২৯	৮৭০	৮৬৯
৩০.	চুয়াডাঙ্গা	২৬	১৮	৫৪০	৫৪০
৩১.	মেহেরপুর	২৫	১০	৩০০	৩০০
৩২.	খুলনা	২৮৭	১৯৮	৫৯৪০	৫৮৪০
৩৩.	ঝিনাইদহ	১০১	৭১	২১৩০	২০৩৮
৩৪.	নড়াইল	৯৪	৬৩	১৮৯০	১৮৯০
৩৫.	বাগেরহাট	১৫৫	১১১	৩৩৩০	৩১৪২
৩৬.	মাগুরা	১০৬	৭৩	২১৯০	১৯৭৯
৩৭.	যশোর	১৮৫	১২০	৩৬০০	৩৫০০
৩৮.	সাতক্ষীরা	২১৬	১৩৯	৪১৭০	৩৭৭১
৩৯.	রাজশাহী	৭৯	৫৪	১৬২০	১১৭১
৪০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৬	৩০	৯০০	৮০২

ক্রমিক	জেলা	মোট শিক্ষাকেন্দ্র	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র	২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থী	২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী
৪১.	বগুড়া	১১৭	৮২	২৪৬০	২৪২২
৪২.	জয়পুরহাট	৫৩	৩৬	১০৮০	৯৪১
৪৩.	পাবনা	৫৮	৩৯	১১৭০	১০৮৮
৪৪.	নাটোর	৭২	৪৯	১৪৭০	১৪৬৩
৪৫.	সিরাজগঞ্জ	৮৯	৬২	১৮৬০	১৮৫৯
৪৬.	নওগাঁ	১৫৫	১০৭	৩২১০	৩০৪৯
৪৭.	কুড়িগ্রাম	৮৫	৫৯	১৭৭০	১৬২৩
৪৮.	পঞ্চগড়	৯০	৬৩	১৮৯০	১৭৩৪
৪৯.	ঠাকুরগাঁও	১৭১	১১৬	৩৪৮০	৩৪০৩
৫০.	দিনাজপুর	৩৩৪	২০৫	৬১৫০	৫০০২
৫১.	নীলফামারী	১৫৬	১১২	৩৩৬০	৩১৬০
৫২.	রংপুর	১৪৯	১০২	৩০৬০	২৯২১
৫৩.	লালমনিরহাট	১০৯	৭৬	২২৮০	২২৩৯
৫৪.	গাইবান্ধা	১০৩	৭০	২১০০	১৯৭৩
৫৫.	পটুয়াখালী	৭৯	৫৪	১৬২০	১২০২
৫৬.	বরগুনা	৫১	৩৫	১০৫০	৯৮৭
৫৭.	ভোলা	৫৫	৩৮	১১৪০	৬৪২
৫৮.	পিরোজপুর	১৬০	১০৯	৩২৭০	৩০৩২
৫৯.	বরিশাল	১৭৫	১১৯	৩৫৭০	৩৫১৪
৬০.	ঝালকাঠি	৫১	৩৪	১০২০	১০২০
৬১.	সিলেট	১২৭	৮৬	২৫৮০	২১৩১
৬২.	মৌলভীবাজার	২৪৪	১৬৯	৫০৭০	৪৯৪৩
৬৩.	সুনামগঞ্জ	১৭৩	১২০	৩৬০০	৩৫৩৪
৬৪.	হবিগঞ্জ	১৮২	১২৯	৩৮৭০	২৮৭৫
	মোট	**৭,৪০০**	**৫,০০০**	**১,৫০,০০০**	**১৩৭৩৮৯**

প্রকল্পের ঢাকা জেলার একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পুরস্কৃতকরণ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৭৪০০ জন শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় প্রতিবছর জেলাভিত্তিক ০৫জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ১০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচনপূর্বক তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ১০জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ২০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে বছরে ৩বার মূল্যায়ন করে নাম মনোনয়ন দেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে গঠিত কমিটি কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ শিক্ষা বছরে ৩২৩ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও ৬৪০ জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের পুরস্কার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণের তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
ঢাকা বিভাগ			
১.	ঢাকা	শোল্লা সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, গ্রাম: আজগরা, শোল্লা, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	উন্নতি রাজবংশী
২.	ঢাকা	শ্রীশ্রী গৌর মন্দির, ৪০ নং মনির হোসেন লেন, দয়াগঞ্জ রোড, দয়াগঞ্জ, ঢাকা।	রিংকু দাস
৩.	ঢাকা	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, বেরন তেঁতুলতলা, ইয়ারপুর, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।	সাথী সরকার
৪.	ঢাকা	শ্রীশ্রী গীতা হরিসঙ্গ দেব মন্দির, রোড নং-০৭, কালভার্ট রোড, খিলগাও, তিলপাপাড়া, ঢাকা-১২১৯।	নিত্যানন্দ বাড়ৈ
৫.	ঢাকা	শ্রী শ্রী শিব মঠ মন্দির, সূয়াপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, ধামরাই, ঢাকা।	শুভ্রা মিশ্র
৬.	ঢাকা	রামরাবন পূর্বপাড়া নাট মন্দির, রামরাবন, নবগ্রাম বাজার, বালিয়া, ধামরাই, ঢাকা।	বিপাশা রানী
৭.	ঢাকা	জয়পাড়া হরিসভা মন্দির, গোলাবাড়ি, ওয়ার্ড নং ০৫, দোহার, ঢাকা।	চন্দ্রা ভট্টাচার্য্য
৮.	ঢাকা	চন্দ্রখোলা কালী মন্দির, গ্রামঃ চন্দ্রখোলা, ইউঃ যন্ত্রাইল, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	ময়না সন্ন্যাসী
৯.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী গৌর নিতাই মন্দির, পশ্চিম দেওভোগ দিঘির উত্তর পাড়, ৫নং কেসি নাগরোড, আমলাপাড়া	শ্যামলী রানী দাস
১০.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রক্ষচারীর মন্দির, গলাচিপা, কুড়িপাড়া, নারায়ণগঞ্জ সদর।	সুস্মিতা সরকার
১১.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির, সাবদী দিঘলদী, বন্দর	স্মৃতি রাণী
১২.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, মুরাপাড়া, ঋষিপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ	সুচিত্রা রানী দাস
১৩.	নারায়নগঞ্জ	শ্রী শ্রী কৃষ্ণ শিব মন্দির, একরামপুর, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ	সাথী কর্মকার
১৪.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী কালীমন্দির, জিনারদী, পলাশ, নরসিংদী।	লিটন কুমার বনিক
১৫.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী সেবাসজ্ঘ, পশ্চিম কান্দাপাড়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	নীরা ভৌমিক
১৬.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী দুর্গা বাড়ী মন্দির, খিদিরপুর উত্তর ঋষিপাড়া, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	উমা দাস
১৭.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, রাবান, পলাশ, নরসিংদী।	মমতা রানী দত্ত
১৮.	নরসিংদী	শ্রী শ্রী মদনমোহন বিগ্রহ মন্দির, ব্রাক্ষন্দী, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।	সম্পা রানী কর
১৯.	গাজীপুর	শ্রী শ্রী শিব মন্দির,বলীয়াদী, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	প্রিয়াংকা সাহা
২০.	গাজীপুর	কাশিমপুর রাধাগোবিন্দ মন্দির, কাশিমপুর, সদর, গাজীপুর	কাশিনাথ শীল
২১.	গাজীপুর	দাসপাড়া হরি মন্দির, রামপুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর ।	রুমা রায়
২২.	গাজীপুর	বাউল ঠাকুরের আশ্রম, বান্দাখোলা, তুমুলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর	জীবন চন্দ্র দাস
২৩.	গাজীপুর	শ্রী শ্রী জয়কালি মন্দির, কাপাসিয়া, গাজীপুর	পুতুল চক্রবর্তী
২৪.	মানিকগঞ্জ	দরগ্রাম শ্রীশ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির	লিপু সাহা
২৫.	মানিকগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালীমাতা ও দুর্গা মন্দির	সবিতা হালদার
২৬.	মানিকগঞ্জ	সার্বজনীন শ্রীশ্রী কালী মন্দির	মনি রানী সাহা
২৭.	মানিকগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালী মন্দির	মনিশা রানী সরকার
২৮.	মানিকগঞ্জ	শ্রীশ্রী নিমাইচাঁদ বিগ্রহ মন্দির	দেবী রাজবংশী
২৯.	মুন্সীগঞ্জ	শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ন জিউর মন্দির, ইদ্রাকপুর, সদর, মুন্সীগঞ্জ।	রুপা ঘোষ
৩০.	মুন্সীগঞ্জ	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জিউর মন্দির, নগরকসবা, মীরকাদিম, সদর, মুন্সীগঞ্জ।	শিখা রানী ভদ্র
৩১.	মুন্সীগঞ্জ	মদনমোহন জিউর মন্দির, দানিয়াপাড়া, রশুনিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	চায়না রানী রায়
৩২.	মুন্সীগঞ্জ	ভক্তি ভাগবত (কৃষ্ণ) মন্দির, লস্করদি জেলেপাড়া, গজারিয়া,মুন্সীগঞ্জ।	সঞ্চিতা রানী
৩৩.	মুন্সীগঞ্জ	শ্রী শ্রী হরি মন্দির, ভাটিমভোগ, জৈনসার, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ।	প্রিয়াংকা রানী দে
৩৪.	মাদারীপুর	সার্বজনীন শ্রীশ্রী নারুপাগল সেবাশ্রম, গ্রাম+ডাক: আমগ্রাম, রাজৈর, মাদারীপুর।	দিপা ঠাকুর
৩৫.	মাদারীপুর	বটতলা সার্বজনীন শিব মন্দির, কির্ত্তনীয়াকান্দি, মিয়ারহাট, কালকিনি, মাদারীপুর।	জন্টু রঞ্জন মণ্ডল
৩৬.	মাদারীপুর	নয়াকান্দি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, নয়াকান্দি শশিকর, ডাসার, মাদারীপুর।	অপু রানী মধু
৩৭.	মাদারীপুর	মহামানব গণেশ পাগল সেবাশ্রম, হিজলবাড়ি, কদমবাড়ি, রাজৈর, মাদারীপুর।	সুশীলা দত্ত
৩৮.	মাদারীপুর	বাহাদুরপুর উত্তর পাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, বাহাদুরপুর, দত্তকেন্দুয়া, সদর।	শোভা কীর্ত্তনীয়া
৩৯.	শরীয়তপুর	উত্তর হলইপট্টি শিব মন্দির, গ্রাম+ডাক:উত্তর হলইপট্টি, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।	শিল্পী সাধু
৪০.	শরীয়তপুর	দাসের জঙ্গল বন্দর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির গ্রাম+ডাক:দাসের জঙ্গল, উপ: গোসাইরহাট ,শরীয়তপুর।	মিনা রানী দত্ত
৪১.	শরীয়তপুর	চরমালগাঁও সার্বজনীন দূর্গা মন্দির গ্রাম+ডাক:চরমালগাঁও উপজেলা: ডামুড্যা ,শরীয়তপুর	অনিতা রানী
৪২.	শরীয়তপুর	পালং হরিসভা মন্দির, গ্রাম+ডাক: পালং, সদর, জেলা:শরিয়তপুর।	বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী
৪৩.	শরীয়তপুর	শ্রী শ্রী রামঠাকুর সেবা মন্দির, গ্রাম: আটেরপাড়া, ডাক:সাজনপুর ভেদরগঞ্জ, জেলা: শরিয়তপুর।	পূজা দাস
৪৪.	টাঙ্গাইল	গোড়াই গর্ন্ধব্য পাড়া সরকার লক্ষিকান্ত দুর্গা ও রাধাগোবিন্দ জিও মন্দির, পো: গোড়াই	নমিতা সরকার
৪৫.	টাঙ্গাইল	পাটনী পাড়া নাট মন্দির, গ্রাম: পাটনী পাড়া, পো: ভুঞাপুর	রীতা রানী দাস
৪৬.	টাঙ্গাইল	শ্রী শ্রী কালী বাড়ী, গ্রাম: আদালতপাড়া, টাঙ্গাইল পৌরসভা।	সবিতা সরকার

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
৪৭.	টাঙ্গাইল	শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আশ্রম, গ্রাম ও ডাক: চাকদহ, উপ: সখিপুর	অনিতা দেবী সরকার
৪৮.	টাঙ্গাইল	ইসলামপুর কৃষ্ণ মন্দির, গ্রাম: ইসলামপুর পালপাড়া, পো: যদুনাথপুর	রিক্তা রানী ঘোষ
৪৯.	রাজবাড়ী	শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, বিনোদপুর, রাজবাড়ী	মাধবী রানী অধিকারী
৫০.	রাজবাড়ী	বন্যাতৈল সাঃ কাত্যয়নী মন্দির, বালিয়াকান্দি	রীনা রানী সরকার
৫১.	রাজবাড়ী	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির (পুরাতন হরিসভা) , রাজবাড়ী।	অনন্যা সরকার
৫২.	রাজবাড়ী	চামটা সার্বজনীন পূজা মন্দির, চামটা, বালিয়াকান্দি	শ্যামলী শিকদার
৫৩.	রাজবাড়ী	হাটজয়পুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির,হাটজয়পুর, রাজবাড়ী।	পুষ্প রানী মজুমদার
৫৪.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: মোদকপাড়া, ডাক: করিমগঞ্জ	রিমি রানী মোদক
৫৫.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউর আখড়া, গ্রাম: বত্রিশ, পোস্ট: কিশোরগঞ্জ, সদর	মুনা দত্ত
৫৬.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরীবাড়ি মন্দির,গ্রাম: বানিয়াকান্দি, পোস্ট: যশোদল, মেডিকেল কলেজ রোড	নীলা তরফদার
৫৭.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী মৌনি বাবার আশ্রম, গ্রাম: কুলিয়ারচর দাসপাড়া, ডাক:কুলিয়ারচর	দুলাল চক্রবর্তী
৫৮.	কিশোরগঞ্জ	শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর আখড়া, গ্রাম: কটিয়াদী পশ্চিমপাড়া, পোস্ট: কটিয়াদী	সীমা রানী দাস
৫৯.	গোপালগঞ্জ	সাতপাড় উঃপাড়া সার্বঃ হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ মন্দির, গ্রাম +পো-সাতপাড়	অনিতা বিশ্বাস
৬০.	গোপালগঞ্জ	সানপুকুরিয়া উঃপাড়া সার্বঃ শ্রীশ্রী গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম-সানপুকুরিয়া, পো-উত্তর ভেন্নাবাড়ী	নিভা বাকচী
৬১.	গোপালগঞ্জ	মিয়াঝির কান্দি কালী মন্দির, গ্রাম- সিংগা, পো-সিংগা	দূর্গা বিশ্বাস
৬২.	গোপালগঞ্জ	বন্যাবাড়ি সার্বঃ কালী মন্দির, গ্রাম- বন্যাবাড়ী, পো-জোয়ারিয়া	সাথী বিশ্বাস
৬৩.	গোপালগঞ্জ	শ্রী শ্রী গণেশ পাগল কেন্দ্রীয় সেবাশ্রম, গ্রাম- পারকোনা (বটতলা), পো-কোটালীপাড়া	সন্ধ্যা সিংহ
৬৪.	ফরিদপুর	মধ্যপাড়া হাশামদিয়া কালী মন্দির	তপু মালো
৬৫.	ফরিদপুর	চন্ডিপুর সরকার পাড়া সার্বজনীন কালি মন্দির	আখি দাস
৬৬.	ফরিদপুর	চাদপুর মাঝিপাড়া সার্বঃ দুর্গা মন্দির	মীরা রানী মালো
৬৭.	ফরিদপুর	তালমা শ্রী শ্রী জয়দূর্গা সার্বজনীন মন্দির	মিঠু রানী সাহা
৬৮.	ফরিদপুর	ঈশানগোপালপুর কালি মন্দির, সদর	ডলি রানী চক্রবর্তী
ময়মনসিংহ বিভাগ			
৬৯.	ময়মনসিংহ	দূর্গাবাড়ী শরৎ তোরন, জেসিগুহ রোড, দূর্গাবাড়ী, সদর, ময়মনসিংহ।	নূপুর রানী ধর
৭০.	ময়মনসিংহ	সনাতন সংঘ, কেওয়াটখালী, সদর, ময়মনসিংহ	রীমা ঘোষ
৭১.	ময়মনসিংহ	রামজীবনপুর হরিদাস মন্দির, নান্দাইল ইউনিয়ন, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।	নমিতা রানী বর্মন
৭২.	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা বাজার কালী মন্দির, তারাকান্দা, ময়মনসিংহ।	ডলি রানী সরকার
৭৩.	ময়মনসিংহ	বাগানবাড়ী রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দির, কালীপুর, বাগানবাড়ী, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।	সুবর্ণা ভৌমিক
৭৪.	শেরপুর	নয়ানী বাজার কালী মাতার মন্দির, নয়ানী বাজার, শেরপুর।	লিপি দত্ত
৭৫.	শেরপুর	শ্রীশ্রী কালী মাতার মন্দির, রঘুনাথ বাজার, শেরপুর।	শিল্পী রাণী দাস
৭৬.	শেরপুর	মাধবপুর কৃষ্ণ মন্দির, মাধবপুর, শেরপুর সদর, শেরপুর।	মালা চক্রবর্তী
৭৭.	শেরপুর	গৌরাঙ্গাবাড়ী সার্বজনীন মন্দির, লছমনপুর, শেরপুর।	শ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী
৭৮.	শেরপুর	শ্রীশ্রী সার্বজনীন দুর্গা মাতার মন্দির, উত্তর নাকশী, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।	সুবর্না রাণী
৭৯.	জামালপুর	শ্রী শ্রী কৃষ্ণ ও কালী মন্দির, গ্রাম-আরাম নগর বাজার, ডাক-সরিষাবাড়ী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	মাধবী দাস
৮০.	জামালপুর	খড়মা কালী মন্দির, গ্রাম-খড়মা, ডাক-খড়মা, উপজেলা-দেওয়ানগঞ্জ, জেলা-জামালপুর।	ববিতা রানী সাহা
৮১.	জামালপুর	গৌর নিতাই আশ্রম (হরিসভা), গ্রাম-কিংজালা, ডাক-ইসলামপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।	সোমা রানী দত্ত
৮২.	জামালপুর	শিমলাপল্লী কালী ও দুর্গা মন্দির, গ্রাম- শিমলাপল্লী, ডাক-সরিষাবাড়ী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	দিপু রানী দাস
৮৩.	জামালপুর	শ্রী শ্রী গোপীনাথ আশ্রম, গ্রাম-হাসড়া মাজালিয়া, ডাক-মাজালিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	সুরশি রানী
৮৪.	নেত্রকোনা	শ্রী শ্রী জগন্নাথ জিউড় আখড়া, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা।	শেফালী রাণী রায়
৮৫.	নেত্রকোনা	শ্রী শ্রী দশভূজা বাড়ি মন্দির, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।	মঞ্জু রাণী চৌহান
৮৬.	নেত্রকোনা	শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, কুতুবপুর, শ্যামগঞ্জ, পূর্বধলা, নেত্রকোণা।	কবিতা রানী কর্মকার
৮৭.	নেত্রকোনা	জয়নগর কালী মন্দির, জয়নগর, সদর, নেত্রকোণা।	স্নিগ্ধা রায়
৮৮.	নেত্রকোনা	শ্রী শ্রী লোকনাথ মন্দির, বড়ি, বারহাট্টা, নেত্রকোণা।	ইন্দ্রা সরকার

ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নেত্রকোণা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
চট্টগ্রাম বিভাগ			
৮৯.	কক্সবাজার	খুরুশকুল শীল পাড়া হরি মন্দির, খুরুশকুল, সদর	পিংকী শীল
৯০.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী সৎসঙ্গ আশ্রম, বনরুপা, ঘৃতপল্লী, ঝিলংজা, কক্সবাজার পৌরসভা	সনজিতা চৌধুরী
৯১.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী কেন্দ্রীয় কালী মন্দির, ঘোরকঘাটা হিন্দু পাড়া কালী মন্দির, মহেশখালী	স্বপ্না রাণী দে
৯২.	কক্সবাজার	সার্বজনীন শ্রীশ্রী হরি মন্দির, জুম ছড়ি, পি. এমখালী, সদর	সুসমিতা শর্মা
৯৩.	কক্সবাজার	শ্রীশ্রী কৃষ্ণানন্দধাম, ঘোনার পাড়া, কক্সবাজার পৌরসভা	করবী দে
৯৪.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী জেলেপাড়া বিশ্বনাথ মন্দির, রিজার্ভ বাজার, রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	পিংকি দাশ
৯৫.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী দশভূজা দূর্গামার্তৃ মন্দির, দক্ষিন কালিন্দীপুর রাঙ্গামাটি সদর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	মনি দেবনাথ
৯৬.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী হরি মন্দির, কয়লার ডিপো, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	নিশি মল্লিক
৯৭.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালী মন্দির, বাঙ্গালহালিয়া, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	সুব্রত দে
৯৮.	রাঙ্গামাটি	শ্রী শ্রী হরি মন্দির, রাজস্থলী, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।	লক্ষী চক্রবর্তী
৯৯.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী অখন্ড মন্ডলী মন্দির, খাগড়াপুড় হাদুকপাড়া, খাগড়াছড়ি সদর।	নিত্য নতুন ত্রিপুরা
১০০.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী শ্যামা কালী মন্দির, আনন্দনগর, খাগড়াছড়ি সদর।	কান্তা চক্রবর্তী
১০১.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী দূর্গা বাড়ী, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি সদর।	শর্মিলা দে
১০২.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ন মন্দির, বাজাররোড, খাগড়াছড়ি সদর।	সংগীতা চৌধুরী
১০৩.	খাগড়াছড়ি	শ্রীশ্রী রাজশ্যামা কেন্দ্রীয় কালি মন্দির, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।	নেলী বালা দে
১০৪.	নোয়াখালী	শ্রী শ্রী দক্ষিনেশ্বরী কালী মন্দির, গ্রাম- নরউত্তমপুর, কালী হাট, কবিরহাট, নোয়াখালী।	মুক্তা রাণী বৈষ্ণব
১০৫.	নোয়াখালী	বলাই চাঁদ গোস্বামী আখড়া, গ্রাম- বিনোদপুর, পোঃ- বিনোদপুর, সদর, নোয়াখালী।	মিনা রাণী গোস্বামী
১০৬.	নোয়াখালী	ওমরপুর শ্রী শ্রী শিব মন্দির, গ্রামঃ-ওমরপুর, চাপরাশির হাট, কবিরহাট, নোয়াখালী।	কাঞ্চন রানী দাস
১০৭.	নোয়াখালী	মুসাপুর কালী মন্দির, গ্রাম-বংমালা, পো-মুসাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।	মীরা রাণী দেবী
১০৮.	নোয়াখালী	একলাশপুর পালবাড়ী শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দির, গ্রামঃ- একলাশপুর, পোঃ একলাশপুর বাজার, বেগমগঞ্জ।	চন্দনা কর্মকার
১০৯.	লক্ষীপুর	শ্রী শ্রী সমসেরাবাদ মনসা বাড়ি, সমসেরাবাদ,লক্ষীপুর।	অনুরাধা কর
১১০.	লক্ষীপুর	শ্রীশ্রীরামঠাকুর সেবা মন্দির, কামারহাট, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।	পিংকী রানী কর্মকার
১১১.	লক্ষীপুর	সোনাপুর সনাতন হরিসভা, গ্রামঃ বাশঘর, রামগঞ্জ, লক্ষীপুর।	গৌরী রানী সাহা
১১২.	লক্ষীপুর	শ্রী শ্রী মধুসুদন জিউ আখড়া, ক্যাম্পেরহাট,রায়পুর, লক্ষীপুর।	শিখা মিশ্র
১১৩.	লক্ষীপুর	শ্রী শ্রী গোবিন্দ মহাপ্রভু জিও আখড়া, দালাল বাজার, লক্ষীপুর।	শিউলি বালা দেবী
১১৪.	ফেনী	শ্রী শ্রী কালী মন্দির কমপ্লেক্স, দক্ষিণ সহদেবপুর, ফেনী সদর, ফেনী।	প্রিয়াংকা মল্লিক
১১৫.	ফেনী	সার্বজনীন শ্রী শ্রী রক্ষা কালীবাড়ী মন্দির, দক্ষিণ সহদেবপুর, ফেনী সদর, ফেনী।	প্রিয়াসী রানি দাস
১১৬.	ফেনী	শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, সুলতানপুর, ফেনী পৌরসভা, ফেনী সদর, ফেনী।	সুমি সেন
১১৭.	ফেনী	শ্রী শ্রী জয় কালী মন্দির, ট্রাংক রোড, ফেনী সদর, ফেনী।	সবিতা রানী শর্মা
১১৮.	ফেনী	রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, তুলাবাড়িয়া, ফেনী সদর, ফেনী।	পাপড়ি রানী পাল
১১৯.	চাঁদপুর	সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দির, কোওরকান্দি, ইন্দুরিয়া, মতলব উত্তর, চাঁদপুর ।	প্রিয়াংকা সরকার
১২০.	চাঁদপুর	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, অমূল্য মাস্টারের বাড়ি, লামচরী ,খাদেরগাঁ,মতলব দক্ষিণ,চাঁদপুর।	কৃষ্ণ কমল সরকার
১২১.	চাঁদপুর	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, চরমেশা, সাহেব বাজার, চাঁদপুর সরদ, চাঁদপুর ।	রুপালী রানী দাস
১২২.	চাঁদপুর	চরহরিগোপ শ্রী শ্রী হরি মন্দির, মতলব বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর।	মিতা রানী
১২৩.	চাঁদপুর	শ্রী শ্রী জগন্নাথ ধাম, সাচার বাজার, সাচার, কচুয়া, চাঁদপুর।	লতা রানী সাহা
১২৪.	কুমিল্লা	সার্বজনীন রাম সুন্দর রায় দুর্গা মন্দির, দুলালপুর, হোমনা, কুমিল্লা।	রুহি চন্দ্র বর্মন
১২৫.	কুমিল্লা	সার্বজনীন রাধা গোবিন্দ মন্দির, পূর্ব মাটিয়ারা, বাজার চোয়ারা	পলি রানী পাল
১২৬.	কুমিল্লা	শ্রীশ্রী কালি মন্দির, লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ।	লিসু রানী সাহা
১২৭.	কুমিল্লা	শ্রী শ্রী কালি মন্দির, ১৪নং নবীপুর (পূর্ব), বাখরনগর	মুক্তা রানী চক্রবর্ত্তী
১২৮.	কুমিল্লা	বেওলাইন হরিসভা রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বেওলাইন, বরুড়া, কুমিল্লা।	প্রমীলা রাণী দেবনাথ

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
জেলা প্রশাসন, চাঁদপুর

চাঁদপুর জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
১২৯.	চট্টগ্রাম	শ্রীশ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম, প্রেমতলা ৫নং ওর্য়াড, পৌরসভা, সীতাকুন্ড,	অর্চনা রাণী দেবী
১৩০.	চট্টগ্রাম	শ্রীশ্রী রামঠাকুর ও জয়বাবা লোকনাথ কুঞ্জ মন্দির,আফিনার গলি, টেরীবাজার, কতোয়ালী	প্রমা বসু
১৩১.	চট্টগ্রাম	শ্রীমৎ স্বামী সদানন্দ গোস্বামী সমাধি মন্দির, উত্তর কাট্টলী, আকবরশাহ	লিপি শীল
১৩২.	চট্টগ্রাম	শ্রীশ্রী আনন্দ বাজার দূর্গা মন্দির, হালিশহর, মনিরনগর আনন্দবাজার, চট্টগ্রাম।	চম্পা জলদাস
১৩৩.	চট্টগ্রাম	শ্রীশ্রী শ্মশান কালী মঠ,সিংহরিয়া, মির্জারহাট, ভুজপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।	মুন্নী দেবী
১৩৪.	বান্দরবান	শ্রীশ্রী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় কালী মন্দির, আলীকদম, বান্দরবান।	সুর্পনা শর্মা
১৩৫.	বান্দরবান	শ্রীশ্রী কেন্দ্রীয় হরি মন্দির,লামা, বান্দরবান।	ফাল্গুনী দে
১৩৬.	বান্দরবান	মেরাখোলা সার্বজনীন হরি মন্দির, হিন্দুপাড়া,লামা,বান্দরবান।	ময়না রানী নাথ
১৩৭.	বান্দরবান	রুমা উপজেলা কেন্দ্রীয় শ্রীশ্রী হরি মন্দির, রুমা, বান্দরবান।	তৃষা দাশ
১৩৮.	বান্দরবান	শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকুল চন্দ্র সৎসঙ্গ আশ্রম, রোয়াংছড়ি বাস স্টেশন সংলগ্ন, বান্দরবান।	মুকুল দে****
১৩৯.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী বলাই সাধুর আশ্রম, হরষপুর, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সত্যরঞ্জন ভট্রাচায্য
১৪০.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রী শ্রী রঘুনাথ জিউর মন্দির, কান্দিপাড়া, সদর,ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিউটি রানী সূত্রধর
১৪১.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী দূর্গা মন্দির, আমোদাবাদ,আখাউড়া,ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	দীপ্তি রাণী দাস
১৪২.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রী শ্রী রাধাগোপিনাথ জিউর মন্দির, চান্দুরা, বিজয়নগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	সোনিয়া রানী গোপ
১৪৩.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	শ্রীশ্রী রাধামাধব আশ্রম, মলাইশ, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।	রাধামোহন রায়
		খুলনা বিভাগ	
১৪৪.	কুষ্টিয়া	হরিনারায়নপুর সার্বজনীন বারোয়ারী মন্দির কুষ্টিয়া।	লক্ষ্মী রানী সাহা
১৪৫.	কুষ্টিয়া	শ্রী শ্রী পাগল গতিনাথ আশ্রম, ঝাউদিয়া, কুষ্টিয়া।	আকাশ শর্মা
১৪৬.	কুষ্টিয়া	হাজরাহাটি কালী মন্দির, হাজরাহাটি, কুষ্টিয়া।	বিজলী রানী দেবনাথ
১৪৭.	কুষ্টিয়া	মিললাইন সার্বজনীন পূজা মন্দির, কুষ্টিয়া।	ঐশ্বর্য্য সরকার
১৪৮.	কুষ্টিয়া	খলিসাকুন্ডি দাসপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, কুষ্টিয়া।	প্রশান্ত কুমার
১৪৯.	চুয়াডাঙ্গা	ক্যানেলপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।	রুমা রানী দাস
১৫০.	চুয়াডাঙ্গা	শ্রীশ্রী আমতলা দুর্গা মন্দির, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।	চন্দনা চক্রবর্ত্তী
১৫১.	চুয়াডাঙ্গা	বেলগাছী সার্বজনীন পূজা মন্দির, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা, চুয়াডাঙ্গা।	কুমারী স্বপ্না দেবী
১৫২.	চুয়াডাঙ্গা	কালীদাসপুর আদিবাসী কালী মন্দির, দর্শনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।	যুথি রানী কবিরাজ
১৫৩.	চুয়াডাঙ্গা	ডুগডুগি সার্বজনীন রাধাগোবিন্দ মন্দির দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা।	শ্যামলী রানী ঘোষ
১৫৪.	মেহেরপুর	শ্রী শ্রী রাম মন্দির বারাদি, সদর, মেহেরপুর।	অর্চনা রানী
১৫৫.	মেহেরপুর	শিমুলতলা কালী মন্দির, গাংনী, মেহেরপুর।	সিতারা রানী
১৫৬.	মেহেরপুর	ভোমরদাহ দাসপাড়া কালী মন্দির, গাংনী, মেহেরপুর।	শ্রীমতি হিমা রানী দাস
১৫৭.	মেহেরপুর	বকুলতলা মন্দির হালদারপাড়া, সদর, মেহেরপুর।	পলি কুরী
১৫৮.	মেহেরপুর	পিরোজপুর বারোয়ারী দূর্গা মন্দির সদর, মেহেরপুর।	লক্ষি রানী দাস
১৫৯.	খুলনা	শ্রীশ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মহেশ্বরপাশা ঋষিপাড়া,ডাক-কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা	পিংকি সরকার
১৬০.	খুলনা	পটিয়াবান্দা জরাই সরাইতলা সার্বজনীন মন্দির, পটিয়াবান্দা, ডাক: ফুলতলা, খুলনা	দিপা রানী মন্ডল
১৬১.	খুলনা	রংপুর পূর্ব-দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন মাতৃ মন্দির, শিমুলতলা, রংপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা	লাভলী ঢালী
১৬২.	খুলনা	কাঞ্চননগর সার্বজনীন পূজা মন্দির, গ্রাম+ডাক : কাঞ্চনগর, ডুমুরিয়া, খুলনা	পঙ্কজ কুমার রায়
১৬৩.	খুলনা	বড়বাড়ী সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: বড়বাড়ী, উত্তরবেদকাশি, কয়রা, খুলনা	প্রিয়াংকা মৃধা
১৬৪.	ঝিনাইদহ	চিথলিয়াপাড়া বারোয়ারি পুজা মন্দির ডাক- হরিণাকুন্ডু, ঝিনাইদহ	দেবী রানী বিশ্বাস
১৬৫.	ঝিনাইদহ	কালীগঞ্জ সার্বজনীন কালীবাড়ি মন্দির,ডাক-নলডাঙ্গা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	চম্পা রানী মজুমদার
১৬৬.	ঝিনাইদহ	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ রাস মন্দির, দক্ষিণ শিকারপুর, ডাক-মুনুড়িয়া, সদর, ঝিনাইদহ	হৃষিকেশ বিশ্বাস
১৬৭.	ঝিনাইদহ	কলেজপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	টুম্পা রানী বিশ্বাস
১৬৮.	ঝিনাইদহ	চাচড়া সাহাপাড়া মালোপাড়া সাহা মন্দির, ডাক-আলীগঞ্জ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ	স্মৃতি দত্ত
১৬৯.	নড়াইল	আগদিয়ারচর সনাতন মন্দির ও মহাশশ্মান, গ্রাম- আগদিয়ারচর, ডাক- আগদিয়া, নড়াইল	চন্দনা বিশ্বাস
১৭০.	নড়াইল	রামনগরচর সার্বজনীন কালী মন্দির, গ্রাম-রামনগরচর,ডাক-আগদিয়া-শিমুলিয়া	বিউটি রানী বিশ্বাস
১৭১.	নড়াইল	শ্রী শ্রী সর্বমঙ্গলা কালী মন্দির, জমিদারবাড়ী নড়াইল,নড়াইল সদর, নড়াইল	শিউলী রানী দাস
১৭২.	নড়াইল	জামরিলডাঙ্গা সার্বঃ দূর্গা মন্দির, গ্রাম: জামরিলডাঙ্গা, ডাক: পেড়লি, উপজেলা: কালিয়া	উজ্জ্বল কুমার মজুমদার
১৭৩.	নড়াইল	মির্জাপুর সার্বজনীন গীতা বিদ্যাপীঠ, গ্রাম: মির্জাপুর, ডাক-মির্জাপুর, নড়াইল সদর, নড়াইল	গোপাল বিশ্বাস
১৭৪.	বাগেরহাট	উত্তর মঘিয়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির	হেমাঙ্গিনী বিশ্বাস
১৭৫.	বাগেরহাট	শ্রী শ্রী হরবিলাশ বাবার ধাম ও মন্দির	রীতা রায়
১৭৬.	বাগেরহাট	শ্রী শ্রী পুটিয়া শীতলাবাড়ী সার্বজনীন মন্দির	রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
১৭৭.	বাগেরহাট	হালিশহর পূর্বপাড়া সার্বজনীন মন্দির	সুলতা চৌধুরী
১৭৮.	বাগেরহাট	বাসাবাটি মধ্যপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	বিশাখা সাহা
১৭৯.	মাগুরা	বাটিকাডাঙ্গা বৈদ্য বাড়ী সার্বজনীন নামযজ্ঞ মন্দির, কলকলিয়া পাড়া, মাগুরা।	সুমা শিকদার
১৮০.	মাগুরা	গোপিনাথপুর নতুন গিরিধারী আশ্রম, গ্রাম: গোপিনাথপুর, ডাক: গাংনালিয়া।	হিমানি বালা
১৮১.	মাগুরা	বরইচারা শ্রীশ্রী সার্বজনীন কালী মন্দির, গ্রাম: বরইচারা, ডাক: বরইচারা।	কাজল কর
১৮২.	মাগুরা	হুদা শ্রীপুর সার্বজনীন কালী মন্দির, গ্রাম: শ্রীপুর হুদা, ডাক: হাজরাতলা ।	শিলা মুখার্জী
১৮৩.	মাগুরা	বাজার রাধানগর রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: পূর্ব নারায়ণপুর, ডাক : মহম্মদপুর।	সরমা মৈত্র
১৮৪.	যশোর	মুলগ্রাম কাসারীপাড়া সার্বঃ দূর্গা মন্দির, গ্রামঃ মুলগ্রাম, ডাকঃ নতুন, কেশবপুর, যশোর।	কাকলী রানী মন্ডল
১৮৫.	যশোর	কালিচরনপুর সার্বঃ দূর্গা মন্দির, গ্রামঃ কালিচরনপুর, ডাকঃ আড়ুয়া, কেশবপুর, যশোর।	পিপাসা মল্লিক
১৮৬.	যশোর	চাঁচড়া বর্মণ পাড়া শ্রী হরি মন্দির, গ্রামঃ চাঁচড়া ডাকঃ চাঁচড়া, সদর, যশোর।	প্রশান্ত কুমার বর্মন
১৮৭.	যশোর	ষষ্টীতলাপাড়া সার্বঃ পূজা মন্দির, যশোর পৌরসভা, সদর, যশোর।	সমাপ্তি রানী দাস

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
১৮৮.	যশোর	হিদিয়া হিছামতি লেবুগাতি সার্বজনীন মন্দির, গ্রাম: হদিয়া, অভয়নগর, যশোর।	লতিকা বিশ্বাস
১৮৯.	সাতক্ষীরা	আশাশুনি দক্ষিন পাড়া কালী মন্দির, আশাশুনি	সুব্রত কুমার মন্ডল
১৯০.	সাতক্ষীরা	তালবাড়ীয়া সার্বজনীন কালী মন্দির, শ্যামনগর	শিখা মন্ডল
১৯১.	সাতক্ষীরা	নবাতকাটি সার্বজনীন কালী মন্দির, সদর	বিউটি সরকার
১৯২.	সাতক্ষীরা	হরিনগর সার্ব: শ্রী শ্রী কৃষ্ণ মন্দির, শ্যামনগর	স্বপ্না রানী মন্ডল
১৯৩.	সাতক্ষীরা	কৃষ্ণনগর সার্বজনীন বাসন্তী মন্দির, তালা	বিশাখা মন্ডল
		রাজশাহী বিভাগ	
১৯৪.	রাজশাহী	হরিজন শিবমন্দির, হেতেমখাঁ হরিজনপল্লী, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	মেথী রানী প্রামানিক
১৯৫.	রাজশাহী	শিবরামপুর শিব মন্দির কমিটি ,শিবরামপুর ,জমসেতপুর, তানোর ,রাজশাহী।	শ্রী মতি রাজো বালা
১৯৬.	রাজশাহী	কাঁঠালবাড়ীয়া কালি মন্দির ,কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।	ঝর্ণা রানী
১৯৭.	রাজশাহী	শ্রী শ্রী পাঁচু মন্ডল আখড়া মন্দির. ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া ,রাজশাহী	চামেলী রানী
১৯৮.	রাজশাহী	চৌদুয়ার শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, চৌদুয়ার, গোদাগাড়ি, রাজশাহী।	সান্তনা রানী
১৯৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চরজোতপ্রতাপ শিবতলা শিব মন্দির, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	অমিতা দাস
২০০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	লাহারপুর গনেশ জননী পূজা মন্দির, লাহারপুর, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	সুমিতা রানী সাহা
২০১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জামালপুর শিব মন্দির, পার্বতীপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	অনিতা রানী
২০২.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চরজোতপ্রতাপ দুর্গামাতা ঠাকুরানী মন্দির, শিবতলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	সৌরভ দাস
২০৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	দুর্গা ও রাধা গোবিন্দ মন্দির, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।	অনুভা রানী
২০৪.	বগুড়া	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ ও কালীমাতা মন্দির, গ্রাম: বাঘমারা, উপজেলা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া।	লক্ষী রানী মাহাতো
২০৫.	বগুড়া	জগন্নাথপাড়া মহাপ্রভুর মন্দির, গ্রাম: জগন্নাথপাড়া, পো:+উপজেলা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া।	শ্যামলী কর্মকার
২০৬.	বগুড়া	চকজোড়া আদি কালীবাড়ী মন্দির, গ্রাম: চকজোরা, পো:বেজোরা, উপ: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া।	স্বপ্না রানী
২০৭.	বগুড়া	মহিচরণ দক্ষিণপাড়া হরি মন্দির, গ্রাম: মহিচরণ ,পো: মহিচরণ, উপ: সোনাতলা, জেলা: বগুড়া।	শাপলা রানী
২০৮.	বগুড়া	হাঠুয়া জগৎদ্ধাত্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: হাঠুয়া, ডাকঘর+, উপ: নন্দীগ্রাম, জেলা: বগুড়া।	লতা রানী
২০৯.	জয়পুরহাট	কেন্দ্রীয় শিব মন্দির (হরিবাসর)	কাকলী রানী পাল
২১০.	জয়পুরহাট	মাধাইনগর হাটখোলা পূজা মন্দির	রীনা রানী কুন্ডু
২১১.	জয়পুরহাট	দমদমা শ্রীশ্রী জয়কালী মন্দির	মিতু রানী দাস
২১২.	জয়পুরহাট	ঐতিহ্যবাহী কাশিয়াবাড়ী কালী মন্দির	শ্রাবনী রানী
২১৩.	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি রেলওয়ে কুলিপট্রি দুর্গা মন্দির	শিল্পী রানী
২১৪.	পাবনা	সুজানগর বারোয়ারী হরিবাসর মন্দির,সুজানগর,পাবনা	বিথী রানী কর্মকার
২১৫.	পাবনা	শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, বেড়া, পাবনা	সমা রানী কুন্ডু
২১৬.	পাবনা	আরামবাড়িয়া রায়পাড়া বারোয়ারী দুর্গা মন্দির ঈশ্বরদী,পাবনা	পল্লবী রানী মন্ডল
২১৭.	পাবনা	শ্রী শ্রী বিষ্ণু মন্দির,ফরিদপুর,পাবনা	দিপ্তী গোস্বামী
২১৮.	পাবনা	শ্রী শ্রী মহাদেব মন্দির,সদর,পাবনা	সীমা রানী সাহা
২১৯.	নাটোর	শ্রীশ্রী কালী মাতার মন্দির, হালসা বাজার, নাটোর।	মিতু বালা
২২০.	নাটোর	বিরোপাড়া শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গোপালপুর,লালপুর, নাটোর।	রিমা মানী
২২১.	নাটোর	শেরকোল বাজার দুর্গা মন্দির, শেরকোল বাজার, সিংড়া নাটোর।	পলি সাহা
২২২.	নাটোর	শ্রী শ্রী ভদ্রা কালী মাতার মন্দির, পালপাড়া বড়গাছা, নাটোর সদর, নাটোর।	টুম্পা রানী কুন্ডু
২২৩.	নাটোর	লালোর শ্রী শ্রী কালী মন্দির, লালোর সিংড়া ,নাটোর।	রিমা সমাজদার
২২৪.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালিমাতা মন্দির, ভিকমপুর, ৬নং ধানগড়া, ঘুড়কা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	বিথীকা রানী কুন্ডু
২২৫.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালী মন্দির, গ্রাম: চালা, ডাক: সোহাগপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।	প্রীতি রানী সরকার
২২৬.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির, ধুবিল, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।	স্মৃতি বালা মন্ডল
২২৭.	সিরাজগঞ্জ	শ্রীশ্রী কালী মন্দির, বাড়ীয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	সীমা বালা
২২৮.	সিরাজগঞ্জ	সার্বজনীন কালী মাতা ও রাধা গোবিন্দ মন্দির, গ্রাম: শ্রীকৃষ্ণপুর, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।	কাজলী রানী

নীলফামারী জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

নওগাঁ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
২২৯.	নওগাঁ	সাপাহার সাহাপাড়া দূর্গা মন্দির	জনতা রানী
২৩০.	নওগাঁ	দেলুয়াবাড়ী কালী মাতা মন্দির	শীলা রানী
২৩১.	নওগাঁ	বান্দাইখাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গ্রাম: বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।	দীপা রানী সাহা
২৩২.	নওগাঁ	শিবগঞ্জ মদনমোহন জিউ মন্দির	মনিকা মহন্ত
২৩৩.	নওগাঁ	ঘোষপাড়া ফাইভ স্টার ক্লাব মন্দির	সনক কুমার ঘোষ
		রংপুর বিভাগ	
২৩৪.	কুড়িগ্রাম	গয়ারী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির	নারায়ন চন্দ্র সরকার
২৩৫.	কুড়িগ্রাম	শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম	অনন্যা রানী পাল
২৩৬.	কুড়িগ্রাম	আঙ্গারিয়া বড়বাড়াইটারী চতুর্ভুজ নারায়ন দেবোত্তর মন্দির	ভক্তি রানী দাস
২৩৭.	কুড়িগ্রাম	পূর্ব ছড়ার পাড় কালী মন্দির	দয়া রানী রায়
২৩৮.	কুড়িগ্রাম	নমদাসপাড়া শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির	সুব্রত কুমার দাস
২৩৯.	পঞ্চগড়	দারারহাট বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: দেবীডুবা, দেবীগঞ্জ,পঞ্চগড়	হিমানী রানী রায়
২৪০.	পঞ্চগড়	ভেলাপুকুরী শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: ভেলাপুকারী,ময়দানদিঘী, বোদা, পঞ্চগড়	পুষ্প রানী
২৪১.	পঞ্চগড়	বড়দাপ উত্তর ঘোষপাড়া হরি মন্দির, গ্রাম: বড়দাপ, রাধানগর, পঞ্চগড়	সুচিত্রা রানী ঘোষ
২৪২.	পঞ্চগড়	উৎকুড়া শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, গ্রাম-উৎকুড়া, ইউপি-কালিয়াগঞ্জ, বোদা, পঞ্চগড়	সুধা রানী
২৪৩.	পঞ্চগড়	ডাঙ্গাপাড়া শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: ডাঙ্গাপাড়া, বোদা,পঞ্চগড়	মন্টু চন্দ্র সরকার
২৪৪.	ঠাকুরগাঁও	ফরিদপুর সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: ফরিদপুর, ডাক: বৈরাগী হাট, ঠাকুরগাঁও সদর	কৃষ্ণা রানী সরকার
২৪৫.	ঠাকুরগাঁও	বড়ধাম শ্রী শ্রী বিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: উত্তর ঠাকুরগাঁও, ডাক: ঢোলার হাট, ইউ: আকচা, ঠাকুরগাঁও সদর	জ্যোতিকা রানী রায়
২৪৬.	ঠাকুরগাঁও	ডিএসকে দুর্গা মন্দির, গ্রাম: দোপাইল, ডাকঘর: বৈরচুনা, ইউ: বৈরচুনা, উপজেলা : পীরগঞ্জ	শিউলি রানী দোপাইল
২৪৭.	ঠাকুরগাঁও	ঠাকিঠুকি সরস্বতী মন্দির, গ্রাম: ঠাকিঠুকি, ডাকঘর: আমগাঁও, ইউ: আমগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও	বন্যা রানী
২৪৮.	ঠাকুরগাঁও	শালটুলী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, সৈয়দপুর, পীরগঞ্জ	জয়ন্তী রানী রায়
২৪৯.	দিনাজপুর	চকবাজার হরিসভা, গ্রাম - চকবাজার, পোঃ চুড়িপট্টি, সদর, দিনাজপুর।	মুক্তি রানী মাহাতো
২৫০.	দিনাজপুর	বড়ইল বনকালী মন্দির গ্রাম-বড়ইল, সদর, দিনাজপুর।	মুকুল চন্দ্র রায়
২৫১.	দিনাজপুর	শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ মন্দির, গ্রাম- দঃ মুশিদহাট, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর।	লিপি রানী রায়
২৫২.	দিনাজপুর	জামিলাপুর সরস্বতী মন্দির, গ্রাম- জামিলাপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	জয়ন্তী রানী
২৫৩.	দিনাজপুর	সনাতন পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গ্রাম- সুজালপুর কলেজপাড়া, ডাক- বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	পুতুল দেব নাথ
২৫৪.	নীলফামারী	মেনি বটতলা সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির	লতা রানী রায়
২৫৫.	নীলফামারী	পুটিমারী অধিকারীপাড়া পুরাতন শ্রীশ্রী হরি মন্দির	কল্যানী মৈত্র
২৫৬.	নীলফামারী	পূর্ব খুটামারা সার্বজনীন শ্রীশ্রী হরি মন্দির	মুক্তি রানী রায়
২৫৭.	নীলফামারী	মাগুড়া দোলাপাড়া বড়বাড়ী হরি মন্দির	গৌরী সরকার
২৫৮.	নীলফামারী	রশিদপুর মাস্টারপাড়া শ্রীশ্রী বিষ্ণু মন্দির	স্বপ্না রানী রায়
২৫৯.	রংপুর	ছিলিমপুর গিরিবালা সার্বজনীন মন্দির, গ্রামঃ দানিশনগর, ডাকঃ পীরগঞ্জ, পীরগঞ্জ, জেলাঃ রংপুর।	হেরেন পাহান
২৬০.	রংপুর	পশ্চিম সাহাপুর কালী মন্দির, গ্রামঃ পশ্চিম সাহাপুর পোঃ বদরগঞ্জ, উপজেলাঃ বদরগঞ্জ, রংপুর।	ত্রিসন্ধ্যা রায়
২৬১.	রংপুর	বালাকোয়ার সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরি মন্দির, গ্রামঃ বালাকোয়ার, পোঃ রংপুর সদর, জেলাঃ রংপুর।	প্রিয়াংকা সাহা
২৬২.	রংপুর	কিসমত ঘাটাবিল মণ্ডলপাড়া বারোয়ারী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: মণ্ডলপাড়া, বদরগঞ্জ, জেলা : রংপুর।	তনু রায়
২৬৩.	রংপুর	পক্ষিফান্দা ভক্তিপ্রভা রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাম-পক্ষিফান্দা, উপজেলা-সদর, রংপুর।	ছন্দা রানী
২৬৪.	লালমনিরহাট	মেঘারাম সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, গ্রাম: মোগলহাট, ডাকঘর: লালমনিরহাট	প্রশান্ত সেন
২৬৫.	লালমনিরহাট	তিস্তা দাসপাড়া সার্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: তিস্তা দাসপাড়া, ডাকঘর: তিস্তা, ইপি:৮নং গোকুন্ডা	পিংকি রানী
২৬৬.	লালমনিরহাট	কেন্দ্রীয় শ্রী শ্রী কৃষ্ণ মন্দির, গ্রাম: আরাজী দেওডোবা, ডাকঘর: আদিতমারী	সান্তনা রানী
২৬৭.	লালমনিরহাট	উত্তর ঘনেশ্যাম মাঝিপাড়া কালী মন্দির, গ্রাম: সুন্দ্রাহরি (মাঝিপাড়া), ডাকঘর: তুষভান্ডার	নিয়তি রানী
২৬৮.	লালমনিরহাট	বটতলা কাচারী দূর্গা মন্দির, গ্রাম: পঃ বেজগ্রাম, ডাকঘর: হাতিবান্ধা	নিলীমা রানী রায়
২৬৯.	গাইবান্ধা	বাসুদেব বাড়ী সার্বজনীন জিউ মন্দির	মিতা দত্ত
২৭০.	গাইবান্ধা	শ্রী শ্রী কালীবাড়ী মন্দির	বনলতা চক্রবর্তী
২৭১.	গাইবান্ধা	আমলাগাছী দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির	শিউলী রানী
২৭২.	গাইবান্ধা	ভেলারায় দাসপাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির	পপি রানী
২৭৩.	গাইবান্ধা	পশ্চিম রাধাকৃষ্ণপুর সাবজনীন কালি মন্দির	বিথীকা রানী
		বরিশাল বিভাগ	
২৭৪.	পটুয়াখালী	শ্রী শ্রী সাঃ হরিস্থান ও হরি মন্দির, কর্মকার পট্টি, ৪নং ওয়ার্ড, গলাচিপা	পপি পাল
২৭৫.	পটুয়াখালী	রনোগোপালদী সার্বঃ বেলতলা মন্দির, গ্রা+পো-রনোগোপালদী, দশমিনা	স্বর্না দেবনাথ
২৭৬.	পটুয়াখালী	উলানিয়া হাট পূজা মন্দির, রতনদি, গলাচিপা	শিখা রানী কর্মকার
২৭৭.	পটুয়াখালী	হরিদেবপুর মাঃ বিদ্যালয় সংলগ্ন পূজা মন্দির, গ্রা-গোলখালী, গলাচিপা	অপু রানী নাগ
২৭৮.	পটুয়াখালী	শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, তিতাস সিনেমা হল সংলগ্ন, সদর	মনিষা রানী
২৭৯.	বরগুনা	শ্রীশ্রী বনমালী কালী ও দুর্গা মন্দির, মহাসড়ক, সদর, বরগুনা।	নয়ন
২৮০.	বরগুনা	সার্বজনীন শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির, চল্লিশ ঘর, বেতাগী, বরগুনা।	অনীতা রানী
২৮১.	বরগুনা	পঁচাকোড়ালিয়া সার্বজনীন রাধা গোবিন্দ মন্দির, পঁচাকোড়ালিয়া বাজার, তালতলী, বরগুনা।	পুতুল রানী
২৮২.	বরগুনা	পশ্চিম কাঠালতলী সার্ব: শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, কাঠালতলী, পাথরঘাটা, বরগুনা।	মনিকা রানী
২৮৩.	বরগুনা	চালিতাবুনিয়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দির চালিতাবুনিয়া	নিপা রানী
২৮৪.	ভোলা	শ্রীশ্রী জয়কালী মাতার মন্দির, (অচ্যুতানন্দ সংস্কৃত ও গীতা স্কুল), দ: কুতুবা, বোরহানউদ্দিন, ভোলা।	তনু রাম দে
২৮৫.	ভোলা	শ্রীশ্রী নিত্যনন্দ মন্দির, উত্তর জয়নগর, দৌলতখান, ভোলা।	পলি রানী

ক্রমিক	জেলার নাম	শিক্ষাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা	শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের নাম
২৮৬.	ভোলা	বাপ্তা শক্তি সংঘ শ্রীশ্রী দূর্গা মন্দির, বাপ্তা, ভোলা।	সুখি রানী দে
২৮৭.	ভোলা	ইলিশা কোট কাচারী কালী ও দূর্গা মন্দির, ভোলা।	অনিতা রানী
২৮৮.	ভোলা	শ্রীশ্রী গৌর নিতাই আশ্রম, ভাওয়াল বাড়ি, রবীন্দ্র পল্লি, ৫ নং ওয়ার্ড, বোরহানউদ্দিন	চৈতী রানী দে
২৮৯.	পিরোজপুর	কুমারখালী সাঃ শিববিষ্ণু মন্দির, গ্রাম: কুমারখালী, ডাক: সদর, সদর	মালা চক্রবর্তী
২৯০.	পিরোজপুর	শ্রীগুরু সংঘ কেন্দ্রীয় আশ্রম, কাউখালী বন্দর, কাউখালী	কনিকা রায়
২৯১.	পিরোজপুর	সাঃ বাংলাদেশ সেবাশ্রম, মঠবাড়ীয়া বন্দর, মঠবাড়ীয়া	ঝর্ণা রানী
২৯২.	পিরোজপুর	দুর্গাকাঠী সঃ শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম+ডাক: দুর্গাকাঠী, নেছারাবাদ	মিতা মজুমদার
২৯৩.	পিরোজপুর	দঃ শিয়ালকাঠী সাঃ শ্রীশ্রী রাধামাধব মন্দির, গ্রাম: দঃশিয়ালকাঠী, ডাক: ভান্ডারিয়া	সুর্বনা রানী মন্ডল
২৯৪.	বরিশাল	সাঃ শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রাঃ ঐচারমাঠ, দিঘীবালী, পোঃ মোল্লাপাড়া, আগৈলঝাড়া,বরিশাল।	লীলা রাণী বাড়ৈ
২৯৫.	বরিশাল	মাছরং সার্বজনীন শ্রী শ্রী হরিসভা ও দূর্গা মন্দির, গ্রামঃ মাছরং, পোঃ বানারীপাড়া বন্দর, বানারীপাড়া।	শ্যামলী রাণী রায়
২৯৬.	বরিশাল	মহাশ্মশান, কাউনিয়া, বরিশাল সদর, বরিশাল।	বাধন মালাকার
২৯৭.	বরিশাল	ধর্ম্মরক্ষিনী সভা, কালী বাড়ী রোড, বরিশাল সদর, বরিশাল।	রমা মজুমদার
২৯৮.	বরিশাল	জয় গুরু মন্দির ও আশ্রম(কর্মকার বাড়ী সংলগ্ন), উজিরপুর পৌরসভা, উজিরপুর, বরিশাল	অমৃত লাল বেপারী
২৯৯.	ঝালকাঠি	সা: শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ মন্দির, গ্রা: কানুনিয়া, পো: শ্রীমন্তকাঠী, রাজাপুর, ঝালকাঠি।	দিপা হালদার
৩০০.	ঝালকাঠি	শ্রী শ্রী মদন মোহন ঠাকুর আখড়াবাড়ি, সত্য চরণ রোড, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।	সঞ্চিতা সাহা
৩০১.	ঝালকাঠি	শ্রী শ্রী রক্ষাকালী মন্দির, কালীবাড়ি, কাফড়কাঠি, ঝালকাঠি।	নন্দিতা মন্ডল
৩০২.	ঝালকাঠি	কৃত্তিপাশা বাজার সা: রাধাগোবিন্দ মন্দির,কৃত্তিপাশা, ঝালকাঠি।	শান্তনা রানী
৩০৩.	ঝালকাঠি	শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রম,পশ্চিম বিন্নাপাড়া, গাবখান, ধানসিঁড়ি, ঝালকাঠি।	রবীন্দ্রনাথ মিস্ত্রী
সিলেট বিভাগ			
৩০৪.	সিলেট	শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জিউর মন্দির, মির্জাজাঙ্গাল, মনিপুরী রাজবাড়ী, সিলেট	চামেলী রানী দাস
৩০৫.	সিলেট	শ্রীশ্রী কালীবাড়ী মন্দির, লাউতা, বাহাদুরপুর,বিয়ানীবাজার, সিলেট।	কৃষন শুক্ল বৈদ্য
৩০৬.	সিলেট	শ্রীশ্রী নাম ঠাকুর বানী আশ্রম, গ্রাম: দিঘলী, ডাক: গোবিন্দগঞ্জ, বিশ্বনাথ, সিলেট।	সুবর্না দাশ
৩০৭.	সিলেট	শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ মন্দির, জাফলং চা বাগান, গোয়াইনঘাট, সিলেট।	অরুনা নায়েক
৩০৮.	সিলেট	শ্রীশ্রী গোপিনাথ জিউর আশ্রম, গ্রাম+ডাক: বালাগঞ্জ, বালাগঞ্জ, সিলেট।	অর্পনা রানী তালুকদার
৩০৯.	মৌলভীবাজার	সার্বজনীন দূর্গা বাড়ি, গ্রাম- ঘোড়াচাঁও ১০নং নাজিরাবাদ, সদর।	রত্না বিশ্বাস
৩১০.	মৌলভীবাজার	শ্রী শ্রী নিতাই গৌড় জিউড় আখড়া, গ্রাম- অলহা, ইউনিয়ন- আমতৈল, ৭নং ওয়ার্ড, সদর।	মন্থ বৈদ্য
৩১১.	মৌলভীবাজার	ক্লিভডন চা বাগান সাবর্জনীন শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির, ইউপি ৪ নং জয়চন্ডী ,ডাক-রঙ্গিরকুল, কুলাউড়া।	নিপা রানী কৈরী
৩১২.	মৌলভীবাজার	শ্রী শ্রী সার্বর্জনীন কালী মন্দির, গ্রাম- আলীনগর চা বাগান, ইটাখোলা, কমলগঞ্জ।	রুপচাঁন কৈরী
৩১৩.	মৌলভীবাজার	শ্রী শ্রী গৌরনিতাই মন্দির, দেওড়াছড়া চা বাগান (বেমারীটিলা), ডাক- চৈত্রঘাট, কমলগঞ্জ।	সাবিত্রী রানী রবিদাস
৩১৪.	সুনামগঞ্জ	পূর্ব নতুনপাড়া সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, পৌরসভা, ওয়ার্ড নং- ০৬, সুনামগঞ্জ।	সুপর্না বনিক
৩১৫.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী কালীবাড়ি নাট মন্দির, পৌরসভা ওয়ার্ড নং-০৫, সুনামগঞ্জ।	জবা ঘোষ
৩১৬.	সুনামগঞ্জ	সৎসঙ্গ আশ্রম, মজলিশপুর, পৌরসভা ওয়ার্ড নং-০৬, দিরাই।	গীতা বণিক
৩১৭.	সুনামগঞ্জ	শ্রী শ্রী কালী মন্দির, জগন্নাথপুর, পৌরসভা জগন্নাথপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, জগন্নাথপুর।	তৃনা রানী দাস
৩১৮.	সুনামগঞ্জ	রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম বাহাড়া, শাল্লা।	মৌসুমী রানী তালুকদার
৩১৯.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট মন্দির, গ্রাম: সুচীউড়া, ডাক: ব্রাক্ষণডোরা	রতি অগ্নিহোত্রী দাস
৩২০.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: কৃষ্ণপুর, ডাক: বুড়িশ্বর, লাখাই, হবিগঞ্জ	মনিকা রানী রায়
৩২১.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের আখড়া, গ্রাম: কাদিরগঞ্জ, ডাক: কাদিরগঞ্জ	পাপিয়া বৈষ্ণব
৩২২.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির, গ্রাম: দারাগাঁও চা বাগান, ডাক: রশিদপুর	শ্রীমতি কাহার
৩২৩.	হবিগঞ্জ	শ্রীশ্রী দুর্গা মন্দির, গ্রাম: আন্দিউড়া, ডাক: আন্দিউড়া	শুক্লা রাণী শীল

পটুয়াখালী জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

সুনামগঞ্জ জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

প্রকল্পের জেলাভিত্তিক কর্মশালার তথ্য

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদে সকল জেলায় একটি করে কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা রয়েছে। "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে মশিগশি প্রকল্পের ভূমিকা" শিরোনামে এ জাতীয় কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে। কর্মশালা আয়োজনের চেকলিস্ট ও নির্দেশনা প্রধান কার্যালয় থেকে প্রদান করা হয়েছে। কর্মশালায় ০৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। প্রাপ্ত সুপারিশমালা থেকে প্রকল্পের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অবগত হয়ে ডিপিপিতে সংযোজন করা সম্ভব হবে।

কর্মশালা আয়োজন সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক	জেলার নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ	ক্রমিক	জেলার নাম	অনুষ্ঠানের তারিখ
১.	গাজীপুর	১৯/০৬/২০২৩	৩২.	টাঙ্গাইল	১২/০৬/২০২৪
২.	ফেনী	২১/০৬/২০২৩	৩৩.	ভোলা	১২/০৬/২০২৪
৩.	কক্সবাজার	২০/১১/২০২৩	৩৪.	কুমিল্লা	১২/০৬/২০২৪
৪.	খাগড়াছড়ি	২১/১১/২০২৩	৩৫.	সাতক্ষীরা	১২/০৬/২০২৪
৫.	চাঁদপুর	২৩/১১/২০২৩	৩৬.	জামালপুর	৩০/১২/২০২৪
৬.	বাগেরহাট	২৫/১১/২০২৩	৩৭.	চুয়াডাঙ্গা	০২/০১/২০২৫
৭.	মাদারীপুর	২৯/১১/২০২৩	৩৮.	ময়মনসিংহ	১৬/০১/২০২৫
৮.	নেত্রকোনা	০২/১২/২০২৩	৩৯.	পিরোজপুর	২৬/০২/২০২৫
৯.	জয়পুরহাট	০৬/১২/২০২৩	৪০.	ঝালকাঠি	২৭/০২/২০২৫
১০.	পাবনা	০৫/০২/২০২৪	৪১.	লক্ষ্মীপুর	১২/০৩/২০২৫
১১.	রাজশাহী	১১/০৩/২০২৪	৪২.	ঢাকা	২১/০৪/২০২৫
১২.	নারায়ণগঞ্জ	২১/০৩/২০২৪	৪৩.	পটুয়াখালী	২৪/০৪/২০২৫
১৩.	কুড়িগ্রাম	২৭/০৪/২০২৪	৪৪.	গোপালগঞ্জ	১৪/০৫/২০২৫
১৪.	গাইবান্ধা	০৬/০৫/২০২৪	৪৫.	যশোর	১৪/০৫/২০২৫
১৫.	মানিকগঞ্জ	০৯/০৫/২০২৪	৪৬.	ঠাকুরগাঁও	১৫/০৫/২০২৫
১৬.	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১২/০৫/২০২৪	৪৭.	দিনাজপুর	১৯/০৫/২০২৫
১৭.	কুষ্টিয়া	১৩/০৫/২০২৪	৪৮.	নরসিংদী	২০/০৫/২০২৫
১৮.	সিরাজগঞ্জ	১৪/০৫/২০২৪	৪৯.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২১/০৫/২০২৫
১৯.	সুনামগঞ্জ	১৪/০৫/২০২৪	৫০.	পঞ্চগড়	২১/০৫/২০২৫
২০.	নোয়াখালী	১৫/০৫/২০২৪	৫১.	ফরিদপুর	২২/০৫/২০২৫
২১.	কিশোরগঞ্জ	১৬/০৫/২০২৪	৫২.	ঝিনাইদহ	২৪/০৫/২০২৫
২২.	নড়াইল	১৬/০৫/২০২৪	৫৩.	শরিয়তপুর	২৬/০৫/২০২৫
২৩.	মাগুরা	১৯/০৫/২০২৪	৫৪.	নাটোর	২৭/০৫/২০২৫
২৪.	শেরপুর	২৩/০৫/২০২৪	৫৫.	সিলেট	২৯/০৫/২০২৫
২৫.	লালমনিরহাট	২৩/০৫/২০২৪	৫৬.	রাজবাড়ী	২৯/০৫/২০২৫
২৬.	বগুড়া	২৩/০৫/২০২৪	৫৭.	রাঙ্গামাটি	৩১/০৫/২০২৫
২৭.	মৌলভীবাজার	২৬/০৫/২০২৪	৫৮.	মুন্সিগঞ্জ	০৩/০৬/২০২৫
২৮.	জাতীয় কর্মশালা (প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত)	২৭/০৫/২০২৪	৫৯.	জাতীয় কর্মশালা (প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত)	২৫/০৬/২০২৫
২৯.	বরগুনা	৩০/০৫/২০২৪	৬০.	হবিগঞ্জ	২৮/০৬/২০২৫
৩০.	বরিশাল	০৪/০৬/২০২৪	৬১.	নওগাঁ	২৯/০৬/২০২৫
৩১.	মেহেরপুর	১২/০৬/২০২৪			

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের জাতীয় কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক সুপারিশমালা উপস্থাপন

শরীয়তপুর
জেলা কর্মশালা
২০২৩

শরীয়তপুর জেলা কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের মুন্সীগঞ্জ জেলা কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব ফাতেমা তুল জান্নাত, জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জসহ অন্যান অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের ঢাকা জেলা কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন

প্রকল্পের সিলেট জেলা কর্মশালায় অতিথিবৃন্দসহ অংশগ্রহণকারীগণ

নরসিংদী জেলা কর্মশালা-২০২৩

প্রকল্পের নরসিংদী জেলা কর্মশালায় গ্রুপভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় “মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে প্রকল্পের ভূমিকা” শিরোনামে প্রধান কার্যালয়ের জাতীয় কর্মশালা গত ২৫/০৬/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ২০০জন অংশগ্রহণকারী ০৫টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন।

কর্মশালার সুপারিশমালা

(গ্রুপ-ক)

১। **বিষয়:** নৈতিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের কারিকুলাম সমৃদ্ধকরণে সুপারিশমালা প্রণয়ন।

সুপারিশসমূহ

১. বেদ, উপনিষদ, চন্ডী থেকে গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
২. ছবিযুক্ত বর্ণমালার কার্ড প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
৩. সকল প্রকার শিক্ষা উপকরণে প্রকল্পের নাম ও (Logo) সংযুক্ত করা যেতে পারে।
৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলনা সামগ্রী সংযোজন করা যেতে পারে।
৫. প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৬. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য নৈতিক শিক্ষামূলক গল্পের বই সংযুক্ত করা যেতে পারে।
৭. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা এক বছরের পরিবর্তে দুই বছরে উত্তরন করা যেতে পারে।
৮. সকল শিক্ষাকেন্দ্রে সঠিক উচ্চারন, ছন্দ ও সুরের অনুশীলনের জন্য সাউন্ড সিস্টেম সংযোজন করা যেতে পারে।
৯. সহজ ধর্মীয় শিক্ষা বইয়ের যোগ ব্যায়ামের অধ্যায়টি আরও সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।
১০. ভক্তিমূলক সংগীত, প্রার্থনা ও কীর্তন অনুশীলনের জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে ১টি করে হারমোনিয়াম ও তবলা সরবরাহ করা যেতে পারে।
১১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজি বর্ণ লেখা ও ছোট শব্দ গঠন শেখার জন্য ইংরেজি অনুশীলন খাতা দেয়া যেতে পারে।
১২. রামায়ণ ও মহাভারত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় মুদ্রিত বই দেয়া যেতে পারে।
১৩. প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্তরভিত্তিক শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা যেতে পারে।
১৪. ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স ৬-১৩ করা যেতে পারে।
১৫. ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক উভয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা বলা, উচ্চারণ ও লেখা অন্তর্ভূক্তকরণ।
১৬. বিভিন্ন মুনী-ঋষিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন করা যেতে পারে।
১৭. গীতা সংকলনে শ্লোকের শব্দার্থ সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং কিছু অতিরিক্ত শ্লোক অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
১৮. নৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারনে প্রকল্পের জনবল স্থায়ীকরণ।
১৯. প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

(গ্রুপ-খ)

২। **বিষয়:** মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ (অসুবিধাসমূহ) নির্ধারণ এবং উত্তরণের উপায়।

চ্যালেঞ্জ বা অসুবিধাসমূহ

১. প্রকল্প স্বভাবতই নির্ধারিত সময়কাল ব্যাপী পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পরবর্তী প্রকল্প গ্রহণ, অনুমোদন সময় সাপেক্ষ এবং প্রশাসনিক জটিলতা রয়েছে।
২. শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বা মন্দিরের অবকাঠামোগত সমস্যা নির্ধারিত ক্লাসরুম না থাকা।
৩. দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের স্বল্পতা।
৪. শিক্ষকগণের সম্মানী ভাতার স্বল্পতা।
৫. মনিটরিং এর ক্ষেত্রে সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণের যাতায়াত ভাতার স্বল্পতা।
৬. শিক্ষকগণের যাতায়াত ও আপ্যায়ন ভাতা স্বল্পতা।
৭. উপজেলাভিত্তিক ফিল্ড সুপারভাইজার না থাকায় জেলা থেকে কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করার সমস্যা।
৮. অফিস পরিচালন ব্যয় যথাযথভাবে পরিশোধের নিমিত্তে জেলা পর্যায়ে প্রকল্পের ব্যাংক হিসাব ও বরাদ্দ না থাকা।

৯. নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মজুরী স্বল্পতা।
১০. শিক্ষার্থীদের টিফিন, স্কুল ব্যাগ, উপবৃত্তি না থাকা।
১১. পাহাড় ও হাওড় অঞ্চলে মোটর সাইকেলের পাশাপাশি লঞ্চ ও স্পীডবোটের ভাতা না থাকা।
১২. মন্দির তথা শিক্ষাকেন্দ্রের অবকাঠামোগত সমস্যা।
১৩. প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন এর স্থলে ২০ জন করা।
১৪. শিক্ষাকেন্দ্রে প্রয়োজনে/শিক্ষকের মাতৃত্বকালীন সময়ে বিকল্প শিক্ষকের ব্যবস্থা না থাকা।
১৫. প্রকল্পের জনবল স্থায়ী না হওয়া।

সুপারিশসমূহ

১. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে ফাউন্ডেশনে রূপান্তর করা।
২. প্রকল্পের কর্মরত অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলকে স্থায়ীকরণ।
৩. নিরাপত্তা প্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মুজুরি বৃদ্ধি।
৪. শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি।
৫. সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মাস্টার ট্রেইনার এবং ফিল্ড সুপারভাইজারগণের যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধি করা।
৬. শিক্ষকগণের যাতায়াত ও আপ্যায়ন ভাতা বৃদ্ধি।
৭. শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ এর স্থলে ২০ জন করা।
৮. প্রতিটি জেলায় আলাদা ব্যাংক হিসাব এবং বরাদ্দ প্রেরণ।
৯. শিক্ষকগণের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১০. শিক্ষার্থীদের ড্রেস, টিফিন, উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা।
১১. নির্ধারিত ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা।
১২. মন্দিরের অবকাঠামো উন্নত করা।
১৩. পাহাড় ও হাওড় অঞ্চলের মনিটরিং খাতে টিএ/ডিএ বৃদ্ধি করা।
১৪. কেন্দ্র মনিটরিং এর বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।
১৫. বার্ষিক ক্রীড়া ও উত্তম শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নির্বাচনে বরাদ্দ বৃদ্ধি।
১৬. আসবাবপত্র, মোটর সাইকেল এবং সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের কম্পিউটার প্রদান।

(গ্রুপ-গ)

৩। **বিষয়:** মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের সুভলভোগী নির্ধারণ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে সুফলভোগীদের করণীয়।

সুফলভোগী: শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, মন্দির কমিটি, সনাতনী সম্প্রদায়।

সুপারিশসমূহ

১. অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মত স্কুলে পাঠাবে।
২. শিক্ষকরা সময়মত শিক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।
৩. কেন্দ্র শিক্ষক বাল্যবিবাহ ও মাদক প্রতিরোধে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের মাঝে সচেতনতা তৈরি করবেন।
৪. সনাতন সম্প্রদায়ের বিত্তশালীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকবে পিছিয়ে পড়া অবহেলিত জনগোষ্ঠীর জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রে সাউন্ড সিস্টেম, স্কুল ব্যাগ, নাস্তা ইত্যাদি সরবরাহ করা।
৫. কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষাকেন্দ্র চলাকালীন কেন্দ্রসমূহ মনিটরিং করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও কেন্দ্র শিক্ষককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
৬. প্রতি মাসে কেন্দ্র শিক্ষকের দায়িত্ব থাকবে অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও কেন্দ্রে শিক্ষার্থী বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।
৭. শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ ভবিষ্যত প্রজন্মকে সামাজিক ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে উৎসাহিত করবে।
৮. কেন্দ্র শিক্ষক শিশুদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সত্য-মিথ্যা ও গুরুজনভক্তি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।
৯. প্রকল্পের শিক্ষা উপকরনের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপকরন সংগ্রহপূর্বক সেগুলো অতিরিক্ত উপকরণ হিসেবে শিক্ষাকেন্দ্রে ব্যবহার করা।
১০. কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে অন্যান্য শিক্ষার্থী-শিক্ষককে জানানো বা উন্নতির সুযোগ দেখলে তাও জানানো এবং নিজেও সমাধানে অংশ নেওয়া।

(গ্রুপ-ঘ)

৪। **বিষয়:** সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের প্রত্যাশা ও করনীয়।

সুপারিশসমূহ

১. প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষাস্তরে 'বেদ' শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
২. নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন ও মৎস্য চাষ পদ্ধতির বিষয় ধর্মীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা।
৩. অনগ্রসর ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন।
৪. সনাতনী জনগোষ্ঠীর অভিভাবকদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৫. ধর্মীয় শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক করা।
৬. বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে এলাকার সংশ্লিষ্ট মন্দির কমিটির মাধ্যমে ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করা।

করণীয়

১. ধর্মীয় শিক্ষা স্তরে সরাসরি প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' অধ্যয়নের ব্যবস্থা এবং বাধ্যতামূলককরণ।
২. ধমীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য মৎস্য, কৃষি, পশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে সরাসরি প্রশিক্ষণ ও আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩. অনগ্রসর ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে মূল শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষায় তাদের আরো বেশি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৪. প্রতি ৬ মাস অন্তর উপজেলাভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ক সভা, সমাবেশ, সেমিনার আয়োজন করা।
৫. ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য উপস্থিতির আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা।
৬. সর্বোপরি প্রকল্পের উদ্দেশ্য শতভাগ বাস্তবায়নে সফল এ কার্যক্রমকে "রাজস্ব" খাতে স্থানান্তর করা।

(গ্রুপ-ঙ)

৫। **বিষয়:** মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্রের মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে করণীয় এবং প্রত্যাশা।

সুপারিশসমূহ

১. ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
২. ধর্মীয় গ্রন্থাদির সংখ্যা যেমন-বেদ, উপনিষদ ইত্যাদির প্রয়োগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এলক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে একটি করে মন্দিরভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা যেতে পারে।
৩. শুদ্ধ উচ্চারণ,পূজা পদ্ধতি ইত্যাদির উপর বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. ধর্মীয় শিক্ষা শিশু স্তরের বয়সসীমা ৬-১৪ বছর এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ১৬ থেকে তদুর্ধ্ব করা যেতে পারে।
৫. প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে ধর্মীয় ভাবাবেগ/কীর্ত্তন আরও বৃদ্ধি করতে হারমোনিয়াম, তবলা ও সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা যেতে পারে।
৬. শিক্ষাকেন্দ্রে চলমান পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি যোগ-ব্যায়াম, প্রানায়াম এর জন্য কমপক্ষে ১০ মিনিট সময় কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
৭. শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত-শিক্ষাকেন্দ্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজনপূর্বক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৮. ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে পাঠদানের সময়সূচি ২.৩০ ঘন্টা থেকে ২.০০ ঘন্টা করা যেতে পারে।
৯. ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রে রামায়ণ ও মহাভারত কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
১০. ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য উত্তরীয়/নামাবলি এবং তিলক সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
১১. মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শিক্ষামূলক বিভিন্ন উপাখ্যান কারিকুলামে অধিক সংখ্যায় অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
১২. হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীন মন্দির সংস্কার প্রকল্পের মাধ্যমে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয় এমন দুর্বল শিক্ষাকেন্দ্র অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংস্কার করতে হবে।
১৩. ধর্মীয় শ্লোকসমূহ শুদ্ধভাবে শিখতে শ্লোকসমূহ ভেঙ্গে ভেঙ্গে আয়ত্ত্ব করতে ব্যাকরণ কৌশল সম্বলিত পুস্তক সরবরাহ করা যেতে পারে।
১৪. ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার নিরবচ্ছিন্ন করতে জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
১৫. প্রকল্পে সুফলভোগী ও অংশীজনদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময়মূলক মাসিক সভা করা যেতে পারে।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচিতি

১৯৮৩ সালের ৬৮ নম্বর অধ্যাদেশ বলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।
১ অক্টোবর ২০১৮ সালের ৪২ নম্বর আইন অধ্যাদেশ রহিতক্রমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণসহ সার্বিক কল্যাণ সাধন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমন্বিতভাবে কার্য পরিচালনা।

ট্রাস্টের কার্যাবলি:

(ক) হিন্দুধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় এবং শ্মশান প্রতিষ্ঠা, সংস্কার, সংরক্ষণ , উন্নয়ন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনায় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;
(খ) হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
(গ) হিন্দুধর্মীয় অনুসারীদের দেশে-বিদেশে তীর্থভ্রমণে সহায়তা প্রদান;
(ঘ) হিন্দু ধর্মীয় উৎসব পালনে সহায়তা প্রদান;
(ঙ) দুঃস্থ হিন্দুদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;
(চ) ট্রাস্টের সর্বক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
(ছ) ধর্মীয় শাস্ত্র ও সংস্কৃত ভাষা বিষয়ে পুরোহিত ও সেবাইতগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
(জ) হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য অনুদান , পুরস্কার, পদক ও বৃত্তি প্রদান;
(ঝ) প্রাচীন তীর্থস্থান ও পীঠস্থান চিহ্নিতকরণ এবং উহাদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান;
(ঞ) হিন্দু ধর্মীয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহাদের উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান;
(ট) দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ;
(ঠ) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সামাজিক , সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ,বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতাবোধ, সহিষ্ণুতা , সহমর্মিতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে সহযোগিতা প্রদান;
(ড) হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থাবলি প্রণয়ন, অনুবাদ এবং সাময়িকী বা প্রচারপত্র প্রকাশকরণ;
(ঢ) হিন্দুধর্মীয় ইতিহাস, আদর্শ, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি , আইন, ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং এতদুদ্দেশ্যে সম্মেলন, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, সেমিনার, প্রদর্শনীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি আয়োজন;
(ণ) হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত সমৃদ্ধ লাইব্রেরি ও ডিজিটাল অথ্যভাণ্ডার স্থাপন;

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পঞ্চদশ ট্রাস্টি বোর্ড পরিচিতি

ছবি	নাম ও ঠিকানা	পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা
	ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন মাননীয় উপদেষ্টা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)	চেয়ারম্যান	সমগ্র বাংলাদেশ
	এ.কে.এম. আফতাব হোসেন প্রামাণিক সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (পদাধিকার বলে)	সদস্য	সমগ্র বাংলাদেশ
	শ্রী তপন চন্দ্র মজুমদার ১৩৭/২ ডাঃ গলি, বড় মগবাজার, ঢাকা	ভাইস-চেয়ারম্যান	সমগ্র বাংলাদেশ, ঢাকা মহানগর (উ.) ও উপজেলাসমূহ, চট্টগ্রাম মহানগর (উ.), চট্টগ্রাম (উ.), কুমিল্লা ও গাইবান্ধা

ছবি	নাম ও ঠিকানা	পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা
	শ্রী নিতাই চন্দ্র ঘোষ ১১১ বনগ্রাম, সূত্রাপুর, ঢাকা	ট্রাস্টি	ঢাকা মহানগর (দ.), মুন্সীগঞ্জ ও নরসিংদী
	শ্রী মিল্টন বৈদ্য আমগ্রাম, রাজৈর, মাদারীপুর	ট্রাস্টি	মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর
	শ্রী শ্যামল হোড় রেজিস্ট্রিপাড়া, টাঙ্গাইল	ট্রাস্টি	টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা
	শ্রী দীপক কুমার পালিত ২৭ সতীশ বাবু লেইন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	চট্টগ্রাম মহানগর (দ.), চট্টগ্রাম (দ.) ও বান্দরবান
	এডভোকেট পার্থ পাল চৌধুরী বাহারীপুর, ফেনী	ট্রাস্টি	ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও নোয়াখালী
	শ্রী পরিমল কান্তি শীল হিন্দুপাড়া, চর মহেশখালী, কক্সবাজার	ট্রাস্টি	কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি
	শ্রী সন্তোষ দাশগুপ্ত দ. ব্রাক্ষ্মণডেঙ্গা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	ট্রাস্টি	নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর
	শ্রীমতী তাপসী দত্ত নারায়ণপুর, বাঘা, রাজশাহী	ট্রাস্টি	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	এডভোকেট ইন্দ্রজিত সাহা ষ্টেশন রোড, কয়লাপট্টি, সিরাজগঞ্জ	ট্রাস্টি	সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও বগুড়া
	শ্রী সত্যানন্দ দত্ত সিএডি ব্যারাক, খালিশপুর, খুলনা	ট্রাস্টি	খুলনা, সাতক্ষীরা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর

ছবি	নাম ও ঠিকানা	পদবী	দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা
	শ্রী সমীর কুমার বসু মিঠাপুর, নড়াইল	ট্রাস্টি	নড়াইল, মাগুরা ও যশোর
	শ্রী ভানুলাল দে ১১১ অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল	ট্রাস্টি	বরিশাল দক্ষিণ (৫ উপজেলা) ও শরীয়তপুর
	শ্রী গৌতম চন্দ্র বনিক ৫১ মনোহরপট্টি, ঝালকাঠী	ট্রাস্টি	ঝালকাঠী, বরগুনা, বাগেরহাট ও নীলফামারী
	শ্রী সঞ্জয় গুপ্ত আগৈলঝারা, বরিশাল	ট্রাস্টি	বরিশাল উত্তর (৫ উপজেলা), পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ও ভোলা
	শ্রী অশোক মাধব রায় হাসপাতাল সড়ক, হবিগঞ্জ	ট্রাস্টি	হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার
	শ্রী সুদীপ রঞ্জন সেন ৭৯ পূর্বায়ন, শিবগঞ্জ, সিলেট	ট্রাস্টি	সিলেট, সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া
	অধ্যাপক পরিতোষ চক্রবর্তী প্রফেসরপাড়া, বদরগঞ্জ, রংপুর	ট্রাস্টি	রংপুর, দিনাজপুর, ও জয়পুরহাট
	শ্রী সত্যজিৎ কুমার কুণ্ডু ঘোষপাড়া, ঠাকুরগাঁও	ট্রাস্টি	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট
	শ্রীমতী মন্টি রানী সরকার হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	ট্রাস্টি	ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা
	শ্রী স্বপন কুমার দাস কালিকাপুর, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর	ট্রাস্টি	জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

শিশুকাল থেকে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরসমূহের মাধ্যমে গোপালগঞ্জে মোট ২৩৩ টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এর মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেনির মানুষকে শিক্ষা প্রদান করছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম।

শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে দরকারী শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। এস্তরে সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের জন্য গান, ছড়া, কবিতা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে। ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে সুস্থ মানবজাতি হিসেবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে ভিত্তি প্রদান করা হয়। এ নৈতিক শিক্ষা দ্বারা সে তার পরবর্তী জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিশুদের শিক্ষা প্রদান যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে করা হয়। এ প্রকল্পের প্রায় ৯০% শিক্ষক মহিলা হওয়ায় নারীর ক্ষতায়নসহ বেকার সমস্যা দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো প্রদান করা এই প্রকল্পটির চলমান সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করা হলে সমাজ আরো সুফল পেত বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ একধাপ থেকে অন্য ধাপে স্থানান্তরের সময় শিক্ষকদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ থাকে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সঙ্গে নিয়েও সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমটি প্রশংসার দাবী রাখে। প্রকল্পটিকে উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হলে সমাজ এই প্রকল্প থেকে আরও বেশি সুফল পেত।

পরিশেষে এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

Baidya

(মিল্টন বৈদ্য)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি অত্যন্ত সুনামের সাথে এ জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে অদ্যাবধি চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলছে। জেলায় ৯৯টি প্রাক-প্রাথমিক, গীতা বয়স্ক ২৬টি এবং গীতা শিশু ২০টিসহ মোট ১৪৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। শুরুতে এর কলেবর ছোট থাকলেও বর্তমানে প্রকল্পটি ৩টি স্তরের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তরটি সব থেকে পুরানো এবং বিস্তৃত। সারাদেশে একেবারে তৃণমূলের সনাতনী জনগোষ্ঠী থেকে শহুরে জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সনাতন ধর্মের মানুষই এ প্রকল্পের উপকারভোগী। এ প্রকল্প শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধ এবং মানবিক বোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে ভূমিকা রাখছে। শিক্ষকগণ মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা প্রদান করে আসছে যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষকরা পাঠদানের পাশাপাশি নিয়মিত কেন্দ্র মনিটরিং সভাও করছেন। আমাদের সমাজে মহিলারা অনেকাংশে সুবিধাবঞ্চিত। যার মূল কারণ হলো তাদের অর্থ উপার্জনের উৎস কম থাকা। এই প্রকল্পের সিংহভাগ শিক্ষক হচ্ছেন মহিলা যার ফলে সমাজে নারীদের সম্মান ও আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার পথটি সুগম হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে, নৈতিকতা সম্পন্ন ও মানবিক জাতি গঠনে, সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নসহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিপুল চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি ও বাচ্চাদের টিফিনের ব্যবস্থা, আরও শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করা, পোশাক সরবরাহ করা, মন্দির প্রাঙ্গনের অবকাঠামোর উন্নয়ন, সুপেয় পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা, উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার গুণগত মান ভাল হবে। হিন্দু কমিউনিটি তথা দেশের সার্বিক কল্যাণে কার্যক্রমটি চালু রাখা অতীব প্রয়োজন। মন্দির প্রাঙ্গণে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট মন্দিরের কর্মচাঞ্চল্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে সমাজে অশেষ ভূমিকা রাখবে। সর্বোপরি ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনায় প্রতিটি শিশু উজ্জীবিত হোক। আমি প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(শ্যামল হোড়)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত গণশিক্ষা, শিশু শিক্ষা ও মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সনাতনী সমাজের জন্য এক গর্বের অর্জন। শিক্ষা কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়; এটি মানুষের চরিত্র, নৈতিকতা ও মানবিকতার ভিত্তি নির্মাণের এক মহৎ প্রক্রিয়া। এ উপলব্ধি থেকেই মননীয় সরকার, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয়, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, যা সত্যিই প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী উদ্যোগ।

ট্রাস্টের আওতাধীন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো শিশুদের জীবনের প্রথম ধাপেই এমন শিক্ষা প্রদান করে যা তাদের মন ও চরিত্রে অমলিন ছাপ ফেলে-
ক। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সনাতনী আচার-অনুশাসন
খ। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা
গ। সাধারণ জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা
ঘ। সৎ, বিনয়ী ও পরোপকারী হওয়ার প্রেরণা

আমরা বিশ্বাস করি, শুধুমাত্র ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার নয়, প্রকৃত অর্থে মানুষ তৈরি করাই এই কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। মাননীয় সরকারের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা এই পথচলাকে আরও শক্তিশালী করেছে, যা সনাতনী সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আলোকিত, নৈতিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

এই মহৎ কার্যক্রম কেবল শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে না; এটি মন্দিরভিত্তিক ধর্মীয় ও নৈতিক চর্চার মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন ও ঐতিহ্যের ধারাকে আরও সুদৃঢ় করছে, যা আগামী দিনের বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

(দীপক কুমার পালিত)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাষ্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম দক্ষিণ ও বান্দরবান জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পযায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের প্রধান কাজ। এই কার্যক্রমের আওতায় তিন স্তরের শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। অত্র প্রকল্পে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্মত শিক্ষার কথা বলা আছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের সব থেকে ভাল মাধ্যম হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা। উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে হবে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরের আঙ্গিনা ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা,শরীর চর্চা, বাস্তব সম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হচ্ছে। এছাড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে পবিত্র গীতার জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হচ্ছে। অত্র প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সর্বসাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচার সহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে বিরাট ভূমিকা রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি।। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা ও মননশীলতাকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপয়োগি শিক্ষাপ্রদান করছে যেটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমানে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

চাঁদপুর জেলার মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর সাফল্য অত্যন্ত দৃশ্যমান ও প্রশংসনীয়। আমাদের জেলার গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিশুই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলো শুধু পড়াশোনার স্থান নয়, বরং সামাজিক-নৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্র হিসেবেও কাজ করছে।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, নৈতিকতা ,পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ গড়ে উঠছে, যা একটি আলোকিত সমাজ গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পাশাপাশি, স্থানীয় মন্দিরগুলোর সদস্যগণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এই কেন্দ্রগুলোকে একটি নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সকল শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। চাঁদপুর জেলার এই কর্মসূচির সুফল আরও বিস্তৃত হোক এই প্রত্যাশা রাখি।

নোয়াখালীতে এই প্রকল্পের আওতায় ৫৮টি প্রকা-প্রাথমিক, ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্র চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে দলিত শ্রেণি অক্ষর জ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়নকে প্রাধান্য দিয়ে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসেবে আমি বিভিন্ন সময় স্কুল পরিদর্শন করেছি। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও মন্দির কমিটি এই কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যপকভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং প্রকল্পটি চলমান রাখার জন্য দাবী জানিয়েছেন। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য আর্শীবাদ বলে আমি মনে করি। এই প্রকল্পটি কোমলমতি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সরাসরি সহযোগীতা করে আসছে। আমি মনেকরি এই প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশের পাড়া মহল্লায় ব্যপকভাবে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রকল্পটি ৬ষ্ঠ পর্যায় শেষে ৭ম পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে আসতে যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সরকার তা আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

(এ্যাড.পার্থ পাল চৌধুরী)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
চাঁদপুর, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চল।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটির মাধ্যমে সারা দেশের ন্যায় কক্সবাজার জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমুহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধমীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে গীতাজ্ঞান প্রদানের দাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বৈষম্যবিরোধী বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কক্সবাজার জেলা কার্যালয়ের পাশাপাশি সম্মানিত ট্রাস্টি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের যথাযথ দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলায় ৪৩টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৮টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৭১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় রাঙ্গামাটি জেলায় ২৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৫টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ০৮টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র সহ সর্বমোট ৪০টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠির শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আশা করছি “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে।

আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের ক্রমাগত অগ্রগতি ও সাফল্য আমাদের সকলের কাম্য।

22.06.25

(শ্রী পরিমল কান্তি শীল)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

মানবতাবোধ জাগ্রতকরণে নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। শিশুর শৈশবকাল থেকে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে জেলায় ৬০টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৭টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক), ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) সহ মোট ৮৯টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রমটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে এবং সনাতন ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে প্রাণ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, জ্ঞানভিত্তিক, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে প্রকল্প অফিস সবসময় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি জেলা পর্যায়ে ট্রাস্টিগণের সাথে সমন্বয় করে সনাতন জনগোষ্ঠীদের ট্রাস্টের বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রাপ্তিতে প্রকল্প অফিস সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রকল্পটি সমাজে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সম্প্রীতি স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(সন্তোষ দাশগুপ্ত)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নারায়ণগঞ্জ জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

আমার এই আত্মাকে শুদ্ধ করো প্রভু
শুদ্ধ আত্মায় শুদ্ধতা ছড়িয়ে পড়ুক-
নর্দমায় ফুটুক ফুল। সুগন্ধে তৈরী হোক
শতকোটি ভূবন!

২০২৪ সাল আমাদের দেশের জন্য ঐতিহাসিক বছর। আমার জন্য এই বছরটির ডিসেম্বর মাস আরও বিশেষ অর্থ বহন করে। কারণ ২০২৪ সালের ২রা ডিসেম্বর হতে আমি রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাপাইনবাবগঞ্জ-এই চারটি জেলার হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত অন্যতম প্রধান প্রকল্প 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। রাজশাহী জেলায় ৭৯টি, নওগাঁ জেলায় ১৫৫টি, নাটোর জেলায় ৭২টি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় ৪৬টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এই প্রকল্পটির ৭ম পর্যায় নতুনকে আহ্বান জানানোর দ্বারপ্রান্তে। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় চেতনা, আত্মশুদ্ধি ও জীবনবোধ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষাও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সনাতন ধর্ম-যে ধর্ম প্রকৃতিকে ধারণ করে প্রকৃতিকে ভালোবেসে প্রকৃতির মাঝেই বাঁচতে শেখায়, সে ধর্ম বিকাশে কোন সরকারী প্রতিষ্ঠান নেই। সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা চর্চা ও বিকাশে দেশে ভঙ্গুর মন্দির ব্যতিত উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। এই সকল মন্দিরগুলোর বারান্দায় মূলত শিক্ষা গ্রহণ চলে-অনেক মন্দিরের দেয়াল নেই। বর্ষা আসলে ভিজতে হয়। শীতকালে ঠান্ডা বাতাস এবং গরমকালে রৌদ্রের তাপে অতীষ্ট হতে হয়। এই অবকাঠামোগত অসুবিধা পীড়া দিয়ে চলেছে দীর্ঘ সময়।

এত কষ্ট স্বীকার করেও প্রকল্পের গীতা শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করে সকলের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। এই গীতা শিক্ষা চর্চা বৃদ্ধির জন্য এলাকাভেদে শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং সঠিক উচ্চারণসহ ধর্মীয় বিজ্ঞান গ্রন্থ গীতা পাঠ চর্চার জন্য শিক্ষকগণের উপযুক্ত ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

ভাবতে ভালো লাগে যখন দেখি প্রকল্পের ৮৬ ভাগ শিক্ষক নারী। তারা নিজ বাড়ীর কাছাকাছি থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে পারছেন। এটা যেমন সুবিধা নারীর জন্য আবার সঠিক সময়ে সঠিকভাবে পাঠদান করার দায়িত্বহীনতাও প্রকাশ পায়। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির অভিযোগ এক অপরের আগ্রহহীনতার ক্ষেত্র তৈরী করে যা কোন মতেই কাম্য নয়। নিয়মিত পর্যবেক্ষন এবং পরিদর্শনের সীমাবদ্ধতা এবং সেগুলোর সঠিক কারণ খুঁজে বের করে সমাধান করা, প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক তৈরী রাখা উচিত পরবর্তী প্রকল্প বাস্তবায়নে।

দক্ষ ও আন্তরিক জনবল বৃদ্ধি, শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এই প্রকল্পের গতি বেগবান করতে পারবে বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি এই কার্যক্রমের সার্বিক সফলতা আন্তরিকতার সাথে কামনা করছি।

Tapasi Datta

(শ্রীমতী তাপসী দত্ত)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি” ২০০৩ সাল হতে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কল্যাণে এ প্রকল্প প্রাক-প্রাথমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি।

শিশু শিক্ষাস্তরে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। এ স্তরে সাধারণ শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি চিত্তবিনোদনের জন্য গান, ছড়া, কবিতা ও ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্কদের নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে সুস্থ মানবজাতি হিসাবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে ভিত্তি প্রদান করা হয়। এই নৈতিক শিক্ষা দ্বারা সে তার পরবর্তী জীবনকে সুন্দরভাবে সাজাতে পারে। এই প্রকল্পের ৮০% শিক্ষক মহিলা হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বেকার সমস্য দুরীকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অত্র জেলায় এ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের কেন্দ্র পরিদর্শন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষক সমন্বয় সভা সহ সকল কর্মকান্ডে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠির মাঝে প্রসারিত হচ্ছে। আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

(এ্যাড. ইন্দ্রজিত সাহা)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও বগুড়া জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত চলমান প্রকৃতির একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সারাদেশে মন্দির আঙিনাকে ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এ ০৩ স্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে খুলনা জেলায় ২৮৭ টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। তন্মধ্যে ১৯৮টি প্রাক-প্রাথমিক, ৪৯ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ৪০ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। শিক্ষাকেন্দ্রগুলো শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় গড়ে তোলা, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান, আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা সমাজ থেকে সহিংসতা দূর করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার সম্প্রসারণ ঘটায়।

প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন (SDGs) বাস্তবায়ন এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি মনে করি প্রকল্পটির কার্যক্রম যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে ভবিষ্যতে সরকারের এ মহতী উদ্যোগের আরও বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটবে। পরিশেষে এ কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি এবং আগামীতে প্রকল্পটি সরকারের উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(সত্যানন্দ দত্ত)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
খুলনা, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার আলো ছড়িয়ে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সারা দেশব্যাপি পরিচালিত হচ্ছে "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প। সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ প্রকল্পটি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে ২০০১ সালে অনুমোদিত হয়ে নিরক্ষরমুক্ত, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ৭,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পের অধীনে বছরে ২,২২,০০০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক এবং ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক স্তরে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। আমি খুলনা বিভাগের নড়াইল, যশোর ও মাগুরা এই ০৩টি জেলার ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। দায়িত্ব পালনকালে এই প্রকল্পের কার্যক্রম অতি কাছ থেকে আমি অবলোকন করেছি এবং অনুভব করেছি যে এই প্রকল্পের কর্মপরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রকল্পটি প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় কাজ করে যাচ্ছে এবং এরই একটি বহিঃপ্রকাশ পেয়েছি যশোর জেলা কর্মশালায় তাদের সুন্দর অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যমে। মাঠ পর্যায়ে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আলাদা কোন অফিস না থাকায় প্রকল্পের জনবল নিবেদিত কর্মী হয়ে প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি ট্রাস্টের বিভিন্ন কাজ আন্তরিকতা ও দায়িত্বের সাথে পালন করে আসছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রমের সুন্দর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন যখন দেখি শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের একটি শিশু সুন্দর সুর ও ছন্দে পবিত্র গীতাপাঠ ও বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র পাঠ করে। এভাবে কার্যক্রম চালিয়ে গেলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রাকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে নিতে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং একই সাথে প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

(সমীর কুমার বসু)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
নড়াইল, মাগুরা ও যশোর জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

“গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান” অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প যা ২০০৩ সাল থেকে প্রায় দুই দশকের বেশী সময় ধরে বরিশাল জেলায় চলমান রয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে বলে আমি জানি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য আশির্বাদপুষ্ঠ এ প্রকল্পে আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে বর্তমানে গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিশুদের ছড়া, গান, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তি সহ গীতার শ্লোক বলা দেখে আমি খুবই আনন্দিত ও বিমোহিত। বর্তমান সময়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের যে পরিনতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাব। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়। গীতা শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানের আলোয় সমাজ আলোকিত হতে পারে। আমার জানামতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কার্যক্রমে প্রায় ৯০% মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি এ কার্যক্রম সমাজে আলোকিত মানুষ বিনির্মাণে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে চলছে। আমি এবং আমার পরিবার (অমৃত পরিবার) শুরু থেকেই বরিশালে এই কার্ক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছি এবং ভবিষ্যতেও এই প্রকল্পের কল্যাণে সার্বিকভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। অমি এ কার্যক্রমের উত্তরোত্তর সফলতা, অগ্রগতি ও স্থায়িত্ব কামনা করছি।

(ভানু লাল দে)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বরিশাল দক্ষিণ ও শরীয়তপুর জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনের প্রত্যয় নিয়ে “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প যা ২০০৩ সাল হতে শুরু হয়। ঝালকাঠি জেলায় এই কার্যক্রমটি ২০১১খ্রি. হতে শুরু হয় এবং বর্তমানে চলমান আছে। প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পর্যায় বর্তমানে ঝালকাঠি জেলায় ৫১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে যার মধ্যে ৩৪টি প্রাক-প্রাথমিক, ১০টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এবং ০৭টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। অত্র প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে বলে আমি জানি। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য আশির্বাদপুষ্ঠ এ প্রকল্পে আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ ছাড়া অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আলোকিত মানুষ তৈরিতে বর্তমানে ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এ প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিশুদের ছড়া, গান, গল্প বলা, কবিতা আবৃত্তিসহ গীতার শ্লোক বলা দেখে আমি খুবই আনন্দিত ও বিমোহিত। বর্তমান সময়ে সমাজে নৈতিক অবক্ষয়ের যে পরিণতি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার প্রধান কারণ হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের অভাব। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত হয়। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে সেই জ্ঞানের আলোয় সমাজ আলোকিত হতে পারে। আমার জানামতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কার্যক্রমে প্রায় ৯০% মহিলা শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে। এ ছাড়া আমার জানা মতে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যাবতীয় কার্যক্রম জেলা পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই সরকার সম্পাদন করে থাকেন। জেলায় সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও একজন ফিল্ড সুপারভাইজার কর্তৃক শিক্ষাকেন্দ্র নিয়মিত মনিটরিং করা সহ জেলার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক মোবাইল/টেলিফোনের মাধ্যমে নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র মনিটরিং করা হচ্ছে বলে জানা যায়। এ ছাড়া দ্বি-মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভায় মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটর কর্তৃক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। আমার জানামতে ঝালকাঠি জেলার মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার মান অত্যন্ত সন্তোষজনক। সর্বোপরি এ কার্যক্রম সমাজে আলোকিত মানুষ তৈরি করে অসাম্প্রাদায়িক চেতনায় উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। সর্বোপরি আমি অত্র প্রকল্পের উত্তোরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি, পাশাপাশি অত্র প্রকল্পটি যাতে চলমান থাকে এবং স্থায়িত্ব পায় সে ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করছি এবং এ প্রকল্পের মূল চালিকা শক্তি মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকবৃন্দ যারা রয়েছেন তারা বর্তমানে যে সম্মানী পাচ্ছেন তা চলমান সমাজ ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন না হওয়ায় সম্মানীভাতা বৃদ্ধির জোর সুপারিশ করছি।

(গৌতম চন্দ্র বণিক)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঝালকাঠি, বরগুনা, বাগেরহাট ও নীলফামারী জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার বীজ প্রষ্ফুটিত করা হচ্ছে যা একটি শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পিরোজপুর জেলায় ১৬০ টি মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এই তিন ক্যাটাগরীতে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। আমি ট্রাস্টি হিসেবে এই কার্যক্রমের সাথে আমার সার্বক্ষনিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশংসার এবং প্রত্যাশার জায়গা সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এই কার্যক্রমটি। তাই তাদের চাহিদার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া এই কার্যক্রমটি যেহেতু একটি শিক্ষা কার্যক্রম এবং এর সাথে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে তাই এই কার্যক্রমটি চলমান রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং এই নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানব সম্পদ তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম। তবে তা যদি হয় দুর্নীতি মুক্ত এবং শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে যদি শিক্ষকরা সঠিকভাবে সরকারি নিয়ম মেনে নিয়োগ পায় এবং আশানুরূপ ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত হয়, কিন্তু বিগত সরকারের রেখে যাওয়া দুর্নীতি, দলীয়করণ ও আত্নীয়করণ নিয়োগ ও অপ্রয়োজনীয় কেন্দ্র যেখানে ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিতি সন্তোষজনক নয় এই সব ত্রুটি দুর করতে পারলে এবং কাঙ্খিত ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিত হলে এই প্রকল্পের মাধ্যেমে হিন্দু ধর্ম প্রচার, প্রসার এবং সনাতনীদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রচারে মাইলফলক হিসেবে এই প্রকল্প কাজ করবে। মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে এ কার্যক্রমটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের রাজস্বখাতে নেয়ার জন্য সদাশয় সরকারের দৃষ্টি কামনা করছি। কার্যক্রমটি অসাম্প্রদায়িক স্মার্ট বাংলাদেশ বির্নিমানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। আমি এ কার্যক্রমের আরো গতিশীলতা প্রত্যাশা করছি।

আমি এই কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

30/6/2025

(সঞ্জয় গুপ্ত)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বরিশাল উত্তর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি অন্যতম সফল প্রকল্প। প্রকল্পটি শিক্ষা ধর্ম সম্প্রীতি, মশিগশি প্রকল্পের মূলনীতি এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে দেশব্যাপি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মন্দিরের আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক), শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৭,৪০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পটি ২০০২-২০০৩ অর্থসাল থেকে শুরু করে ২০২৪-২০২৫ অর্থসাল পর্যন্ত চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমের সার্বিক বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২০২৫ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । সমগ্রদেশে পরিচালনার অংশ হিসেবে হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের অধীনে মোট ২৪৪টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ১৬৯টি, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ৩৩টি ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ৪২টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। এছাড়াও হবিগঞ্জ জেলায় মোট ১৮২টি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। এর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক ১২৯টি, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ২২টি, ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ৩১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সনাতন জন গোষ্ঠির মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সম্প্রদায়িক সম্পৃতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পটি মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটির উপজেলা পর্যায়ে মনিটরিং ও সুপারভিশন ব্যবস্থা আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, প্রকল্পের একজন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ঠ এলাকার ট্রাস্টির একজন প্রতিনিধি স্বমন্বয়ে উপজেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন।

মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(অশোক মাধব রায়)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

আমি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি পদের দায়িত্ব গ্রহণের পরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের সিলেট জেলায় পরিচালিত ১২৭ টি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষকগণের দ্বিমাসিক সমন্বয় সভা, উত্তম শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণী সভায় গিয়েছি। আমি কেন্দ্র শিক্ষকগণের সুযোগ-সুবিধার খোঁজ-খবর নিয়েছি। শিক্ষকরা জানিয়েছে তাদের সম্মানী বর্তমান উর্ধ্বগতির বাজার মূল্যের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। এছাড়া অধিকাংশ মন্দিরে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শ্রেণীকক্ষ বা উপযুক্ত স্থান নেই। শৌচাগার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলে সুব্যবস্থা নেই। তাই আমি প্রকল্পের ৭ম পর্যায়ের ডিপিপিতে কেন্দ্র শিক্ষকগণের মাসিক সম্মানী ভাতা সময়োপযোগী বৃদ্ধি ও কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট মন্দিরের অবকাঠামো সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখার সুপারিশ জানাই। আমি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রকল্পের সিলেট জেলা কর্মশালা আয়োজনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলাম। উক্ত কর্মশালায় সিলেট জেলা প্রশাসন ও সিলেটের প্রগতিশীল হিন্দু ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত অধিকাংশ বক্তা সনাতন ধর্মীয় শিশু ও বয়স্কদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত ও বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রকল্পটি অধিকতর উন্নত পরিকাঠামোতে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখা এবং এর জনবল ধাপে ধাপে রাজস্ব খাতভূক্ত করার সুপারিশ করেছেন। আমি এ প্রকল্পের সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি।

(সুদীপ রঞ্জন সেন)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সিলেট, সুনামগঞ্জ ও বাহ্মণবাড়ীয়া জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ন শিক্ষামুলক প্রকল্প। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, তাদের শিক্ষা, ধর্ম ও নৈতিকতার বিস্তারে প্রকল্পটি অনেক বছর যাবৎ কাজ করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক স্তরে বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলায় শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যেমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক গুনাবলী বিকশিত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের অধিকাংশ মহিলা শিক্ষক হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে পরিবার ও সমাজে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পটি আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত চলমান থাকবে এবং তারপর ৭ম পর্যায় প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আমি সরকারের এই প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(অধ্যাপক পরিতোষ চক্রবর্তী)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
রংপুর, দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

অসাম্প্রদায়িক চেতনার দেশ বাংলাদেশ। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্তের বাংলাদেশে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হাত ধরে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের শুভ সূচনা হয়েছিল ২০০৩ সালে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। ২০০৩ সালে সারা বাংলাদেশে ২১ টি জেলায় এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছিল। তার মধ্যে ঠাকুরগাঁও জেলা একটি। বর্তমানে এই শিক্ষা সারা বাংলাদেশে প্রতিটি উপজেলায় প্রসারিত হয়েছে জেনে খুব ভালো লাগছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত সহ অন্যান্য নৈতিক শিক্ষা পাচ্ছে ফলে মানবিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থার প্রথাগত ধারনাকে বদলে দিতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। যেকোন প্রকাশনা পাঠকের জ্ঞানের পিপাসা পূরণ ও কৌতুহলী মনের জিজ্ঞাসাকে নিবৃত করতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সুস্পষ্ট তথ্য তুলে ধরা হবে বলে আমি আশা করি। প্রতিবেদনটি প্রকল্পের ভাবমূর্তি ও কাজের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করছি। এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও জেলাসহ পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিকে বারবার পর্যায়ক্রমে না নিয়ে স্থায়ী কাঠামো দেওয়ার জন্য জোর সুপারিশ করছি এবং প্রকল্পটির সকল কর্মকর্তা কর্মচারী সহ সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(সত্যজিৎ কুমার কুন্ডু)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৫টি পর্যায় সফলভাবে শেষ হয়ে প্রকল্পটি বর্তমানে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে সুনামের সহিত বর্তমানে সারা দেশে চলমান রয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলায় ১১৩টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য এ প্রকল্পটি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় আমার কর্ম এলাকা কিশোরগঞ্জ জেলায় ৭১টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ২০টি ধর্মীয়শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১০৪টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোণা জেলায় ১২৯টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনের জন্য এ প্রকল্পটির বিশেষ অবদান রয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে এবং মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম প্রকল্পটি ধর্মীয় জ্ঞান প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর পক্ষে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নেত্রকোণা জেলায় একাধিক উপজেলা মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করি, পরিদর্শনকালে পাঠদানের মান অত্যন্ত সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। জেলা কার্যালয়ের সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড-সুপারভাইজারগণ নিয়মিত শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করছেন। অত্র প্রকল্প চলমান থাকলে শিশুদের মেধা ও মননের বিকাশসহ সত্যিকারের মানুষ হবার পথটি আরো সুগম হবে বলে মনে করি।

আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি। পাশাপাশি অত্র প্রকল্পটি যাতে চলমান থাকে এবং স্থায়িত্ব পায় সে ব্যাপারে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা কামনা করছি।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

Monti

(মন্টি রানী সরকার)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়
ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি মহোদয়ের অভিমত

শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়-এটি মানুষের অন্তর্নিহিত সৎগুণ, নৈতিকতা ও মানবিকতা বিকাশের চাবিকাঠি। প্রকৃত শিক্ষা মানুষের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, তাকে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। শৈশব থেকেই এই যাত্রা শুরু হয়, তবে শিক্ষার আলোকশিখা প্রজ্বলিত হতে পারে যেকোন বয়সে, যেকোন সময়ে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ; আজকের কোমল হৃদয়ের শিশুরাই আগামী দিনের সোনার বাংলার নির্মাতা। তাই তাদের গড়ে তুলতে হলে চাই নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও মানবিকতার সুনির্মিত শিক্ষা।

যদি শৈশব থেকেই শিশুদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা যায়, তবে তারা ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদে পরিণত হবে। এই মূল্যবোধ বিকাশে ধর্মীয় শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। ধর্মের শিক্ষা শুধু নৈতিকতা শেখায় না, বরং সমাজের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অসৎ প্রবণতা প্রতিরোধ এবং মানবিক সহাবস্থান সৃষ্টিতে পথপ্রদর্শক হয়।

আমি জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত ট্রাস্টি হিসেবে এই চার জেলার মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। বিশেষ করে জামালপুর জেলায় বর্তমানে ৪৭টি কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে ১৭টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্র, ৫টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু (গীতা) কেন্দ্র এবং ২৫টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক (গীতা)।

প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রগুলো শিশুদের শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে দিচ্ছে; আর গীতা শিক্ষা কেন্দ্রগুলো নৈতিকতা, শিষ্টাচার, চরিত্র গঠন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। গীতার মর্মবাণী শিক্ষার্থীদের উদার, মহৎ ও সত্যনিষ্ঠ হতে শেখায়; মিথ্যা ও অসত্যকে বর্জন করে সৎ ও সঠিক পথ অনুসরণের শক্তি জোগায়। এই শিক্ষা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক।

জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এখানকার কার্যক্রমগুলোর অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করি। গত ৩০ ডিসেম্বর-২০২৪ জামালপুর জেলা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আমি কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার বিকাশ এবং গীতা শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেছি এবং অনান্য জেলাগুলোতে বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে উপরোক্ত বিষয় সমূহে পরামর্শ প্রদান করি।

সবদিক বিবেচনায়, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শুধু একটি শিক্ষা প্রকল্প নয় এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জ্ঞান, নৈতিকতা, মানবিকতা ও দেশপ্রেমে সমৃদ্ধ করার এক আলোকবর্তিকা। এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রামসহ সারা দেশে একটি সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও প্রগতিশীল সমাজ গড়ে উঠবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ভূমিকা আরো সুদৃঢ় ও প্রসারিত হবে বলে আমি আশাবাদী।

(স্বপন কুমার দাস)
ট্রাস্টি
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামালপুর, শেরপুর, রাজবাড়ী ও কুড়িগ্রাম জেলা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে জেলা, উপজেলা প্রশাসনের মতামত/অভিমত

জেলা প্রশাসক ময়মনসিংহ এর মতামত

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রকল্পের ময়মনসিংহ জেলা কার্যালয়ের অধীনে ৭৬টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ২২টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠীর মাঝে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এছাড়াও এসডিজি বাস্তবায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটির ভূমিকা অপরিসীম।

এই প্রকল্পের ৯০% শিক্ষক নারী, যার মাধ্যমে সমাজের নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে, পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চা ও অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠির শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই সময়ের সাথে সংগতি রেখে ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং কমিটির সভা, প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখাসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা মনিটরিং কমিটির সভাপতি হিসেবে এই জেলার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের খোঁজ খবর রাখা হচ্ছে। জেলার সকল শিক্ষাকেন্দ্রেই নিয়মিত পাঠদান হয় ও পাঠদানের মান সন্তোষজনক।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(মুফিদুল আলম)
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
ময়মনসিংহ।

জেলা প্রশাসক হবিগঞ্জ এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। হবিগঞ্জ জেলায় ১২৯টি প্রাক-প্রাথমিক, ২২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ৩১টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

নৈতিক শিক্ষার প্রসারে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রগুলো সাধারণ হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে, যা স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষার্থীদের পাঠদান গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। নিয়মিত জেলা মনিটরিং কমিটির সভার মাধ্যমে প্রকল্পের সকল তথ্যাদি সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করছেন, যার মাধ্যমে শিক্ষক ও অভিভাবকরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(ড. মোঃ ফরিদুর রহমান)
জেলা প্রশাসক
হবিগঞ্জ।

জেলা প্রশাসক মাদারীপুর এর মতামত

ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ একটি সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দ্বারা বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি মাদারীপুর জেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। শিশুদের মানসিক বিকাশ, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা গঠনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বিশেষভাবে কার্যকর।

মাদারীপুর জেলায় বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা স্তরে মোট ৯৩টি শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এসব কেন্দ্রে শিশুদের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে, যা তাদের জ্ঞান, চরিত্র গঠন এবং সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতির চেতনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এ প্রকল্পের অধিকাংশ শিক্ষক নারী, যা নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। একইসঙ্গে, এই প্রকল্প বেকার সমস্যা নিরসন এবং সমাজের সর্বস্তরে নৈতিক শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মাদারীপুর জেলায় মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে শিক্ষার আলো, নৈতিকতা ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(মোছাঃ ইয়াসমিন আক্তার)
জেলা প্রশাসক
মাদারীপুর।

জেলা প্রশাসক শেরপুর এর মতামত

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঠিক পথে চলার পথ দেখাচ্ছে।

এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কোমলমতি শিশুদের মানবিক বিকাশে ‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম’ প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শিশুর নৈতিকতার বিকাশ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রসারিত হচ্ছে, যা সত্যিকার অর্থেই শিশুদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমে ৮০% নারী শিক্ষক রয়েছে যা নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত এলাকাসমূহে শিক্ষার্থীদের পাঠদান গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(তরফদার মাহমুদুর রহমান)
জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
শেরপুর।

জেলা প্রশাসক ঝিনাইদহ এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” একটি চলমান প্রকল্প। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষের ধর্মীয়, মানবিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ জেলায় ১০১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান, যার মধ্যে ৭১টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ১৭টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক)।

প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। সনাতন জনগোষ্ঠীর মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নৈতিক গুণাবলীর সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

এছাড়া প্রকল্পের শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% এর অধিক নারী, যা নারীর উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের জীবনমান উন্নত করেছে। তাই প্রকল্পটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তথা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, এসডিজি বাস্তবায়ন, সর্বোপরি নৈতিক ও মানবিক জ্ঞান সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রকল্পটির সকল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি সর্বদাই বিরাজমান।

(মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল)
জেলা প্রশাসক
ঝিনাইদহ
ও
সভাপতি
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
ঝিনাইদহ জেলা মনিটরিং কমিটি।

জেলা প্রশাসক নওগাঁ এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এই প্রকল্পের প্রধান কাজ। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মর্যাদাপূর্ণ এ প্রকল্পটি-৫ম পর্যায় সফল বাস্তবায়ন শেষে বর্তমানে-৬ষ্ঠ পর্যায়” চলমান রয়েছে। বিগত ২২ বছর ধরে এ প্রকল্পের জনবল ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপি সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করণসহ হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে আসছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, জ্ঞানভিত্তিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি অসামান্য অবদান রাখছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় নওগাঁ জেলায় ১০৭টি প্রাক-প্রাথমিক, ২২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ২৬টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র সহ মোট ১৫৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও নৈতিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে।

এরই ধারাবাহিকতায় গীতা শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্বসাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। অত্র প্রকল্পের ৮০ শতাংশ শিক্ষক নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন,নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অনগ্রসর অবহেলিত শিক্ষা বঞ্চিত এলাকা সমূহে পাঠ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোপরি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পের ভূমিকা অপরিসীম।

একজন প্রকৃত মানুষ গঠনে নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ প্রকল্পের মাধ্যমেই সম্ভব নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শুদ্ধপাঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পৌঁছে দেওয়া। তাই এই শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি টেকসই রূপ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমি আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

২৫|০৬|২৫

(মোহাম্মদ আব্দুল আউয়াল)
জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
নওগাঁ।

জেলা প্রশাসক ভোলা এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম” গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। বর্তমানে প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) সহ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রকল্পের প্রধান কাজ। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরণে, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝড়ে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪-৬ বছরের শিশুদেরকে পাঠদানের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। সকল শিশুকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয় বিধায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণের পথ প্রশস্থ হয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬-১০ বছরের স্কুলগামী ও ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার পাশাপাশি বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ন মহাভারত এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতাবোধ জাগ্রত হচ্ছে।

ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ থেকে তদূর্ধ্ব বয়সের স্কুলগামী শিক্ষার্থী, ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থী, শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞান প্রদানসহ পবিত্র গীতা ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতন করা হয়।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা, শরীরচর্চা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় চর্চা মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চিন্তা আমাদের অন্তরে আদর্শ নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্প সমাজ থেকে সকল ধরনের সহিংসতা দূরীকরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ভোলা জেলা কার্যালয়ের অধীন সকল শিক্ষকের মধ্যে ৮০ ভাগেরও বেশি মহিলা শিক্ষক হওয়ায় প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি হিন্দু সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করেছে এবং মন্দিরসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। আমার জানা মতে ভোলা জেলার মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম অত্যন্ত সুন্দরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা কামনা করি।

(মো: আজাদ জাহান)
জেলা প্রশাসক
ভোলা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ঢাকা এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পের অধীন ঢাকা জেলায় ২৪০টি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে যার মধ্যে ১৬৭ টি প্রাক-প্রাথমিক, ৩৫ টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ৩৮ টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্র। চলমান ২৪০ টি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটিতে ১ জন করে শিক্ষক রয়েছে যার মধ্যে ২২৪ জন নারী শিক্ষক। ২০২৪ সালে প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে ঢাকা জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বাছাই করা হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কর্মদক্ষতা সন্তোষজনক মর্মে পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া প্রতি ছয় মাস পরপর নিয়মিতভাবে জেলা ও উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভার মাধ্যমে প্রকল্পের সকল তথ্য সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। আমি প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

১৭/০৬/২০২৫

(মোছাঃ ফুয়ারা খাতুন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), ঢাকা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) লক্ষ্মীপুর এর মতামত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষাকার্যক্রম ৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত শিক্ষামূলক একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় লক্ষ্মীপুর জেলায়ও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয়শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয়শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ ও কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙিনা ব্যবহার করে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে ধর্মীয় সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, গীতাপাঠ, খেলাধুলা, শরীরচর্চাসহ জাতীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শিশু থেকে বয়স্ক সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা দিয়ে সময়োপযোগী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রম মনিটর করে আসছে। লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রাক-প্রাথমিক ২৯টি, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ০৭টি এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ০৮টি শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৪৪টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন,কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মচর্চার সুযোগ এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আলোকিত মানুষ তৈরি ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

৩০.০৬.২৫

(সম্রাট খীসা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
লক্ষ্মীপুর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চাঁদপুর এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়”শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প । প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র,ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাই প্রকল্পটির প্রধান কাজ। চাঁদপুর জেলাতেও প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনা করে আসছে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে চাঁদপুর জেলাতে ৫৮ টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৮ টি ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র (বয়স্ক) ও ১২ টি ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র (শিশু) চলমান রয়েছে। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে ১ জন শিক্ষক পাঠদান করছেন। মোট ৮৮ জন শিক্ষকের মধ্যে ৭৮ জন মহিলা শিক্ষক কর্মরত রয়েছে,যা নারীর ক্ষমতায়নে সুযোগ সৃষ্টি করছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত প্রকল্পটি মনিটরিং করছেন। জেলাতে জেলা মনিটরিং কমিটি সভা এবং উপজেলাতে উপজেলা মনিটরিং কমিটি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রকল্পটি সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সকল বয়সের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার এক অনন্য মাধ্যম। সেই দিক থেকে “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প” সরকারের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

আলোকিত মানুষ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে এ প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

৩০/০৮/২৫

(মো: এরশাদ উদ্দিন)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), চাঁদপুর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নরসিংদী এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে, যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। নরসিংদী জেলা কার্যালয়ের আওতায় মোট ৭৫টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। এর মধ্যে ৫১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ১৪ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক ও ১০ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আর্দশ ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি এবং অবহেলিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের এ প্রকল্পটি সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নে এক বড় ভূমিকা পালন করছে।

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটির মাধ্যমে সমগ্র দেশে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় প্রাক প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষাস্তরে নৈতিক শিক্ষা প্রদানই প্রকল্পের প্রধান কাজ। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র শিক্ষকগণ নিয়োজিত রয়েছেন। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা তাদেঁর অন্যতম দায়িত্ব। প্রকল্পের আওতায় শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য করে তোলার জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণের দ্বারা প্রকল্পের কারিকুলাম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভের মাধ্যমে শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও যাচাইকরণে শিক্ষকগণের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কেন্দ্র শিক্ষকগণ নিয়োজিত রয়েছেন। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। আমি এই প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(আবু তাহের মো: সামসুজ্জামান)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
নরসিংদী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সিরাজগঞ্জ এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি” ২০১২ সাল হতে এ জেলায় কার্যক্রম শুরু করেছিল। তারই ধরাবাহিকতায় এ পর্যন্ত সফলভাবে প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় সমাপ্ত হয়ে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪ জেলায় মন্দিরভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের আর্শিবাদপুষ্ট এ প্রকল্প প্রাক-প্রাথমিক পাঠদানের পাশাপাশি কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে বলে মনে করি। প্রকল্পের অধীন জেলাতে ৬২টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ১১টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৮৯টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রতি শিক্ষাকেন্দ্রে ০১জন শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিত পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিশু শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করছে যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং উন্নত জীবন যাপন সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠির মাঝে প্রসারিত হচ্ছে। আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

(গনপতি রায়)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)
সিরাজগঞ্জ।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) ব্রাহ্মণবাড়িয়া এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল হতে শুরূ হয়ে বর্তমানে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু), ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিন স্তরে প্রতিদিন ২.৩০ ঘন্টা ব্যাপী ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মন্দির আঙ্গিনা ব্যবহার করে পাঠদান পরিচালনা করা হয়।

প্রকল্পটির অধিকাংশ শিক্ষাকেন্দ্র প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে ৩০ জন শিক্ষার্থীকে এক বছরের শিক্ষা কার্যক্রম শেষে কেন্দ্র শিক্ষকের তত্ত্বাবধানেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেনিতে ভর্তি করা হয়। ফলে প্রকল্পটি তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর, কম সচেতন জনগোষ্ঠীর শিশুদেরকে মূলধারার শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটির মূল সৌন্দর্য হলো নৈতিক শিক্ষার প্রসারে তার ভূমিকা। ছোট ছোট শিশুরা যখন মন্দিরের মতো পবিত্র স্থানে একটি ধর্মীয় আবহে তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তিটি তৈরি করে তখন এসব শিশুদের জীবনে বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। ৪-৫ বছর বয়সেই শিশুরা সাবলীলভাবে গীতার শ্লোক বলতে পারছে এবং সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন আচার, রেওয়াজের অনুশীলন করতে পারছে। যা ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরি ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ৯১টি প্রাক-প্রাথমিক, ৩৮টি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ১২৯টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ সহ একটি ইনক্লুসিভ সমাজ বিনির্মাণে প্রকল্পটি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। জেলা কার্যালয়ের সুপারভিশনের মাধ্যমে কেন্দ্র শিক্ষককে নিয়মিত গাইডলাইন দেয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সবধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

আমি এই প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করছি।

(তাহমিনা আক্তার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কক্সবাজার এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় কক্সবাজার জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষাথী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমুহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়। এছাড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধমীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে গীতাজ্ঞান প্রদানের দাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের মনিটরিং করছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম- ৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার ০৯টি উপজেলায় ৪৩টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৮টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ২০টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রসহ মোট ৭১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান আছে।

আমার জানামতে এ জেলার শিক্ষাকেন্দ্র সমূহের পাঠদানের মান সন্তোষজনক। এই প্রকল্পের ৮৫% শিক্ষক নারী, যার মাধ্যমে সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এই প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে।

আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করে চলমান রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

(সাইদুজ্জামান চৌধুরী)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
কক্সবাজার।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) চুয়াডাঙ্গা এর মতামত

"মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি যুগোপযোগী প্রকল্প। প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে অদ্যবধি মাঠ পর্যায়ে খুবই গুরুত্ব ও সফলতার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সুনাগরিক হতে হলে আমাদের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন। সেগুলো হলো: ১) বুদ্ধি ২) বিবেক ৩) আত্মসংযম। বুদ্ধি, বিবেককে জাগ্রত করার জন্য আমাদের প্রকৃত শিক্ষার প্রয়োজন। এই প্রকল্পটি ছোট ছোট কোমলমতি শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিকভাবে প্রদান করছে। যা একটি শিশুকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। মন্দিরের আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র একজন দক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে আগামীতে তারা সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে সমাজ ও দেশকে সেবা করবে। প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সব ধরণের সহযোগিতা প্রদান করেছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার ০৪টি উপজেলাতে মোট ২৬ টি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে। এর মধ্যে ১৮ টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৩ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ০৫ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সনাতনী সম্প্রদায়, হিন্দুধর্মীয় নেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রকল্পটি সুনাম, সফলতা ও গুরুত্ব পাচ্ছে। ফলে সনাতনধর্মাবলম্বীরা আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মন্দিরমুখী হচ্ছে।

পরিশেষে, আমি প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি। ভবিষ্যতে যেন এটি আরো সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়, এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

২৩/০৫/২০২৫

(নয়ন কুমার রাজবংশী)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)
চুয়াডাঙ্গা।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রাজশাহী এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটির মাধ্যমে রাজশাহী জেলায় ৫৪ টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এবং ১০ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশুসহ মোট ৭৯ টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের তৃণমূল পর্যায়ের সুবিধাবঞ্চিত কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাস্তব সম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশংসার এবং প্রত্যাশার জায়গা সৃস্টি করেছে। প্রান্তিক সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এই কার্যক্রমটি। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে রাজশাহী জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

৩০/০৫/২০২৫

(টুকটুক তালুকদার)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(শিক্ষা ও আইসিটি)
রাজশাহী।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) গাজীপুর এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মীবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার বীজ প্রস্ফুটিত করা হচ্ছে যা একটি নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রমের আওতায় গাজীপুর জেলায় ১০১টি মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু (গীতা), ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক (গীতা) এই তিনটি ক্যাটাগরিতে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রসংসার ও প্রত্যাশার জায়গা সৃষ্টি করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংঙ্গীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও বাস্তবসম্মত পাঠ গ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। ধর্মীয় বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে অক্ষরজ্ঞান প্রদানের পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা ও ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রকল্পের ধর্মীয় গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের গীতা জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে গীতা শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্বসাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বির্নিমাণে ভূমিকা রাখছে। সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির মধ্যে এ কার্যক্রম ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এটি সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতার মাধ্যমে মানসিক ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এবং এ প্রকল্পে শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% নারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় নারীদের কর্মসংস্থানের সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে জেলায় আরো অনেক বেশী কেন্দ্রের চাহিদা রয়েছে. পরবর্তী পর্যায়ে চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। জেলার সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক।

সর্বাগ্রে আলোকিত মানুষ এবং উন্নত সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ সোহেল রানা)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
(শিক্ষা ও আইসিটি)
গাজীপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, পিরোজপুর এর অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার বীজ প্রস্ফুটিত করা হচ্ছে যা একটি শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পিরোজপুর সদর উপজেলায় ২২ টি মন্দির প্রাঙ্গনে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক এই তিন ক্যাটাগরীতে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা মনিটরিং কমিটির সভাপতি হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক এ কার্যক্রম তদারকি করা হয়। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে প্রশংসার এবং প্রত্যাশার জায়গা সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এই কার্যক্রমটি। এছাড়া এই কার্যক্রমটি যেহেতু একটি শিক্ষা কার্যক্রম এবং এর সাথে নৈতিক শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে তাই এই কার্যক্রমটি চলমান রাখা যেতে পারে।

আমি এই কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

২৯/০৬/২৫

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পিরোজপুর
ও সভাপতি, উপজেলা মনিটরিং কমিটি
সদর, পিরোজপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উলিপুর, কুড়িগ্রাম এর অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির ১ম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি জেলায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ৫টি পর্যায় ধারাবাহিকভাবে সফল সমাপ্তির পর বর্তমানে ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে এবং সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় চর্চার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে, প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিন স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারন শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় ১২ টি প্রাক-প্রাথমিক, ০২টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ০৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান আছে। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রের ৩০ জন শিক্ষার্থীকে ০১ জন শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করছে। ফলে, মন্দির প্রাঙ্গনগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সনাতন ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাস্তব সম্মত পাঠগ্রহণ করছে । শুদ্ধভাবে শ্রীমদ্ভগবদগীতার শ্লোকসমূহ এবং অন্যান্য মন্ত্রসমূহ চর্চার সুযোগ বিস্তৃত হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে জাতীয় দিবস সমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করে থাকে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটি শিশু শিক্ষার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করেছে, যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝড়ে পড়া রোধ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। প্রকল্পের শতকরা ৭০/৮০ ভাগ শিক্ষক নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও সরকারের এই কার্যক্রমটি অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। ফলে, এসডিজি বাস্তবায়নে এবং নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে প্রকল্পটি সহায়তা করছে।

আমি প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা ও মঙ্গল কামনা করছি।

২২.০৬.২৫

(নয়ন কুমার সাহা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, হবিগঞ্জ এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সনাতন জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কাজ করে যাচ্ছে।

সনাতন ধর্মের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্পটি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। সার্বিক বিবেচনায় এ প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের সফলতা ও উন্নতি কামনা করছি।

(রঞ্জন চন্দ্র দে)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চিলমারী, কুড়িগ্রাম এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে কোমলমতি সনাতন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাশাপাশি সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হচ্ছে । ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র ১০ থেকে তদুর্ধ্ব বছর বয়সী সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা ও সনাতন ধর্মীয় জ্ঞান চর্চার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে গীতার মর্মবাণী প্রচার করে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু ও শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন এবং সময়োপযোগী শিক্ষা দানের মাধ্যমে দক্ষ ও আধুনিক ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বিনির্মানে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। চিলমারী উপজেলায় উক্ত প্রকল্পের আওতায় ০৫টি প্রাক- প্রাথমিক, ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) সর্বমোট ০৭টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে ঝউএ বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষা চর্চার সুযোগ এবং অনগ্রসর ও দুর্গম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

২৬/০৬/২৫

(সবুজ কুমার বসাক)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চিলমারী, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, সিরাজগঞ্জ এর অভিমত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন তাদের শিক্ষা ধর্ম ও নৈতিকতার বিস্তারে প্রকল্পটি কাজ করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু), ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) স্তরে সুনামের সাথে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন আধুনিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে অন্যদিকে গীতা শিক্ষার মাধ্যমে তাদের নৈতিক গুনাবলী বিকশিত হচ্ছে।

(মোঃ মনোয়ার হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, কিশোরগঞ্জ এর অভিমত

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই অংশ হিসেবে কিশোরগঞ্জ জেলাতেও প্রকল্পটি সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাস্তব সম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্র জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করেন। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর অক্ষরজ্ঞান দানের সাথে সাথে তাদের কর্মমুখী শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন। প্রকল্পের গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীকে গীতাজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে সর্ব সাধারনের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মানে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুণগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে, যা জাতীয় লক্ষ্য 'রুপকল্প ২০২৫' বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উপজেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগীতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় ১১টি প্রাক-প্রাথমিক, ২টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ৪টি ধর্মীয়শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরী হয়েছে।

আমি আশা করছি 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠন সহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ এরশাদ মিয়া)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সদর, কিশোরগঞ্জ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, সাতক্ষীরা এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই কার্যক্রমের আওতায় তিন ধরণের শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে আসছে।নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তিতে এবং ঝরে পড়া রোধ করতে প্রকল্পটি কাজ করছে। সাতক্ষীরা সদর উপজেলায় ২৩ টি প্রাক প্রাথমিক, ০৩ টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ০৩ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র রয়েছে। শিশুর শিক্ষা জীবনের ভিত তৈরী হয় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। ফলে শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়া উপযোগী হয়ে ওঠে এবং শিশুর শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পায়। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলা হয়েছে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের একমাত্র মাধ্যম হল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালিত ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যপক সাড়া ফেলেছে। এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রে গীতা শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সনাতন সম্প্রদায়ের মানুষজন ধর্মীয় চর্চার সুযোগ পাচ্ছে। মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে গীতা শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি ২০০৩ সালে শুরু হয়ে অদ্যাবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে পরিচালিত হয়ে আসছে। ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। অমি এ প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

(শোয়াইব আহমাদ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, জামালপুর এর অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ, যা মন্দিরকে কেন্দ্র করে একটি মানবিক ও শিক্ষাবান্ধব সমাজ গঠনে বিশেষ অবদান রাখছে। জামালপুর সদর উপজেলায় এই কর্মসূচি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাধ্যমে ধর্মীয় পরিবেশে শিশুরা আনন্দঘন ও নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে।

এই প্রকল্পের আওতায় শুধু প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রই নয় বরং শিশু ও বয়স্কদের জন্যও ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন কোমলমতি শিশুরা চারুকলা, গান, নাচ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক আচরণের পাঠ নিচ্ছে; অন্যদিকে বয়স্করা গীতা পাঠ ও ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক বিকাশে অংশ নিচ্ছেন। ফলে মন্দিরভিত্তিক এই শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে সমাজে আন্তঃপ্রজন্ম সংযোগ এবং মূল্যবোধ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এই কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারীর ক্ষমতায়ন। প্রকল্পে সরাসরি সম্পৃক্ত প্রায় ৮০ শতাংশ শিক্ষক নারী। যারা নেতৃত্ব, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিশুদের শিক্ষায় অসামান্য ভূমিকা রাখছেন। এটি শুধু নারীর ক্ষমতায়ন নয়, বরং নারীর নেতৃত্বে সমাজ উন্নয়নের একটি মডেল হিসেবেও বিবেচিত হতে পারে।

মন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই শিক্ষা কার্যক্রম ধর্মীয় মূল্যবোধ, সহনশীলতা, সামাজিক সম্প্রীতি ও নৈতিকতাভিত্তিক প্রজন্ম গঠনে ভূমিকা রাখছে। এটি একটি অনন্য উদাহরণ, যেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সমাজ উন্নয়নের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

আমি এই মহৎ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, অভিভাবক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও মন্দির পরিচালনা কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। উপজেলা প্রশাসন ভবিষ্যতেও এই প্রকল্পের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

(জিন্নাত শহীদ পিংকি)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জামালপুর সদর, জামালপুর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, নওগাঁ এর অভিমত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক উদ্যেগ। এই প্রকল্পটি শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করছে না, বরং একটি অসাম্প্রদায়িক জ্ঞানভিত্তিক এবং মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনেও অসামান্য অবদান রাখছে।

নওগাঁ সদর উপজেলায় এই প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে প্রাক্-প্রাথমিক ১২টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ০২টি এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ০৬টি সহ মোট ২০টি শিক্ষাকেন্দ্র সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠদান অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে চলমান। সম্প্রতি উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত নওগাঁ জেলা কর্মশালায় গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের চমৎকার গীতাপাঠ উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করেছে, যা এই প্রকল্পের সফলতার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলো শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধে এবং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। একই সাথে, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্রগুলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের গীতা ও অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের মাধ্যমে উপাসনালয়ে বসে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করেছে,যা ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতি সাধনে সহায়ক।

এই প্রকল্পের ৮০% এর বেশি শিক্ষক নারী হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন,নিরক্ষরতা দূরীকরণ,বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক জ্ঞানসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য অবদান রাখছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রকল্প শিশুদের মানসিক ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের প্রকৃত মানুষ হওয়ার পথ সুগম করছে। এটি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শুদ্ধ পাঠকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্তরের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে পৌঁছে দিচ্ছে। এই শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখা অত্যন্ত জরুরি,যাতে শিশুরা আধুনিক পাঠদানের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষায় আলোকিত হয়ে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করি।

২৫/০৬/২৫

(মোঃ ইবনুল আবেদীন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
নওগাঁ সদর, নওগাঁ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধুনট, বগুড়া এর অভিমত

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পকটি একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পটি সারা দেশের ন্যায় বগুড়া জেলাতেও প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ধর্মীয় উপাসনালয়ে জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, বাস্তবসম্মত পাঠগ্রহণ করছে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পালন করা হচ্ছে। এছড়াও প্রকল্পের ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে গীতাজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। আর শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জন করে সর্বসাধারণের মাঝে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পে কর্মরত শিক্ষকগণ নিজের দক্ষতা, সক্ষমতা, মননশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা প্রদান করে আসছে যা, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে এবং নিয়মিত প্রকল্পের কার্যক্রমের খোঁজ খবর রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় বগুড়া জেলার ১২টি উপজেলায় ৮২টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৬টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ১৯টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১১৭টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ধুনট উপজেলায় ০৯টি প্রাক-প্রাথমিক, ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) এবং ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১১টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে।

প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারত্ব দূরীকরণের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে। আশা করছি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্পটি অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। আলোকিত মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের ক্রমাগত অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(খৃষ্টফার হিমেল রিছিল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধুনট, বগুড়া।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পবা, রাজশাহী এর অভিমত

অদ্য ২৮.০৫.২০২৫ তারিখে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার শ্রী শ্রী শিবকালী মাতা মন্দির, (ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্রটি পরিদর্শন করা হয়। শিক্ষক, মন্দির কমিটি এবং অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি সন্তোষজনক। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার প্রসারে এ সকল শিক্ষা কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্র শিক্ষক ও মন্দির কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

২৮০৫২০২৫

(আরাফাত আমান আজিজ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পবা, রাজশাহী।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সাফল্যের সাথে ৫টি পর্যায় অতিক্রম করে ৬ষ্ঠ পর্যায় চলমান। অত্র প্রকল্পের গাইবান্ধা জেলা কার্যালয়ের আওতায় ফুলছড়ি উপজেলায় ০৫টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ০৩টি প্রাক-প্রাথমিক, ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ০১টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলায় প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এলাকার সনাতন সম্প্রদায়ের আশার আলো। শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী হয়ে উঠছে, তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। পরিদর্শন পূর্বক ও সনাতন সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। তাছাড়া শিক্ষকদের শতভাগ নারী যা নারীর ক্ষমতায়নে ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেলে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি দৃঢভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রকল্পের উত্তোরত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

(জগৎ বন্ধু মন্ডল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলছড়ি, গাইবান্ধা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর, বরগুনা এর অভিমত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সাফল্যের সাথে ৫টি পর্যায় অতিক্রম করে ৬ষ্ঠ পর্যায় পার করছে। অত্র প্রকল্পের বরগুনা জেলা কার্যালয়ের আওতায় সদর উপজেলায় ১৫টি শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে ০৮টি প্রাক-প্রাথমিক, ০৪টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) ও ০৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। বরগুনা সদর উপজেলায় প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। এলাকার সনাতন সম্প্রদায়ের আশার আলো। শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা যেমন প্রাথমিকে পড়ার উপযোগী হয়ে গড়ে উঠছে তেমনি নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে। সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের সাথে কথা বলে এর সত্যতা পাওয়া যায়। তাছাড়া, শিক্ষকদের শতকরা ৯৩ ভাগই নারী যা নারীর ক্ষমতায়নে ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখছে।

পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পেলে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার্থীরা বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়ায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি প্রকল্পের উত্তরোত্তর সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

(মোঃ ইয়াছিন আরাফাত রানা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বরগুনা সদর, বরগুনা।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন অংশীজনদের মতামত/অভিমত

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুদের সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দুধর্মাবলম্বী শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষার্থীদের গীতা জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন, দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়নে প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি এই প্রকল্পে প্রায় ৯০% মহিলা শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় যা নারীর ক্ষমতায়নে এবং নারীর আত্মকর্মসংস্থানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা স্তরটি সব থেকে পুরানো এবং বিস্তৃত। একেবারে তৃণমূল জনগোষ্ঠী থেকে শহরের জনগোষ্ঠী পর্যন্ত সকল পর্যায়ের সনাতন ধর্মাবলম্বী এ প্রকল্পের উপকারভোগী। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থী ঝড়ে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষর জ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পটির কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে। প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি ও সাফল্য ধরে রাখার জন্য হিন্দুধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে সমাজের বিত্তশালী ও দানশীল ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার আহবান জানাই। তাছাড়া সারাদেশে গীতা শিক্ষা প্রসারের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা গীতা কেন্দ্র বাড়ানো প্রয়োজন। গীতা শিক্ষা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি কার্যকর সর্বজনীন নীতিমালা প্রণয়ন করাও জরুরী বলে আমি মনে করি।

এডভোকেট আনন্দ মোহন আর্য্য
(সাবেক জিপি)
হিন্দুধর্মীয় শিক্ষানুরাগী
জেলা মনিটরিং কমিটি
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
টাঙ্গাইল।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালেয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী চলমান রয়েছে। তদ্রুপ মুন্সীগঞ্জ জেলাতে ও ৪৯টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র ও ১০টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। আমি জেলা মনিটরিং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে মুন্সীগঞ্জ জেলার শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত আছি। প্রকল্পটির শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যন্ত চমৎকার,যুগোপযোগী ও মানসম্মত। আমি জেলা মনিটিরং কমিটির একজন সদস্য হিসেবে গত ১১/০২/২০২৫খ্রিঃ তারিখে সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ডসুপারভাইজারকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি প্রাক-প্রাথমিক ও দুটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করি। পরিদর্শনের সময় আমি দীর্ঘক্ষণ শিশুদের সাথে মতবিনিময় করার পাশাপাশি তাদের কর্মদক্ষতা উপভোগ করি। এত অল্প বয়সে শিশুদের ছড়া, গান, কবিতা আবৃত্তি ও মাহাত্মসহ গীতার শ্লোক বলা দেখে আমি খুবই আনন্দিত ও বিমোহিত হই। প্রকল্পের এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা অর্জন করছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থান, সনাতন ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় চর্চার সুযোগসহ অবহেলিত অঞ্চলসমূহে পাঠদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তবতার নিরীক্ষে শিক্ষকদের সম্মানীভাতা বৃদ্ধি করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ করছি।

আমি “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(অভিজিৎ দাস ববি)
সদস্য জেলা মনিটরিং কমটি, মুন্সীগঞ্জ
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় ও
সভাপতি
লক্ষ্মী নারায়ণ জিউর মন্দির
ইদ্রাকপুর, মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। সরকার যে সকল সম্প্রদায় ও সকল জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করছে প্রকল্পটি তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলায় ১০২টি প্রাক-প্রাথমিক, ২৭টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু, ৩৭ টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার মহান কাজটি "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" প্রকল্পটি প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় আলোকিত করে তাদেরকে আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখছে। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি, সামাজিক অবক্ষয় রোধ তথা মাদকমুক্ত সমাজ ও আদর্শ নাগরিক গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। যেহেতু প্রকল্পের ৮০ ভাগ শিক্ষক নারী সেক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থাপন সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে । মন্দিরভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে মন্দিরসমূহের কলেবর বৃদ্ধি, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার, গীতা শিক্ষার প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থাপন সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আমি অত্র প্রকল্পের সাফল্য ও অগ্রগতি কামনা করছি।

এ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা ও সরকারের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি।

(অধ্যাপক শান্তি রঞ্জন ভৌমিক)
বিশিষ্ট নজরুল গবেষক
ও
জেলা প্রশাসকের মনোনিত প্রতিনিধি
জেলা মনিটরিং কমিটি, কুমিল্লা।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক তিনটি স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের মাঝে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করছে। প্রকল্পটি প্রতি বছর ১ জানুয়ারি বই উৎসব পালন ও বছরে দুইবার জেলা মনিটরিং মিটিং করে থাকে।

জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসেবে আমি সর্বদা এই প্রকল্পের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এই প্রকল্পের প্রধান কাজ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেও প্রকল্পটির কার্যক্রম সুন্দরভাবে দৃশ্যমান। অত্র জেলায় এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়োগ, কেন্দ্র পরিদর্শন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও উত্তম শিক্ষক শিক্ষার্থী নির্বাচনসহ সকল কর্মকান্ডে আমার সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে। প্রকল্পের শিক্ষকের মধ্যে ৮০% নারী শিক্ষক হওয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষার কারণে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধ গীতার শ্লোক, দেব-দেবীর প্রণাম মন্ত্র, উচ্চারণ করে থাকে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের গীতা পাঠ গ্রামবাসীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগাতে সাহায্য করে। কোমলমতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণের পদচারণায় মন্দিরগুলোতে পূর্ণার্থীর সমাগম বৃদ্ধি পেয়ে উপাসনালয়গুলো আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

প্রকল্পটি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে সাড়া জাগিয়েছে। আমি মনে করি প্রকল্পটি সর্বদা চলমান থাকবে ও স্থায়ী রূপ লাভ করবে এবং প্রকল্পটির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

৩০।০৬।২৫

(প্রকাশ চন্দ্র শীল)
বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ইতিহাস
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, নাটোর এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষামূলক একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের নাটোর জেলা কার্যালয়ের তিনটি স্তরে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রকল্পের সকল শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গুনগতমান সম্পন্ন এবং সময় উপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা অর্জন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমি এই প্রকল্পটির সার্বিক সাফল্য ও কর্মরত জনবলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

(মোঃ গোলাম নবী)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
নাটোর।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী এর মতামত

শিশুকাল থেকে ধর্ম চর্চার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ও হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা(শিশু) এবং ধর্মীয় শিক্ষা(বয়স্ক) স্তরে পটুয়াখালীতে মোট ৭৯টি শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। শিশু শিক্ষা স্তরে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী এখানে পাঠদান করা হয়। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সন্নিবেশিত এ পাঠক্রম একজন শিশুকে ভবিষ্যতে রোল মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখে।

এ কার্যক্রমের অন্যতম একটি ক্ষেত্র হলো ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন জাতি গঠনে সমাজের অনস্বীকার্য নৈতিক শিক্ষার প্রসার এ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রসারিত হচ্ছে।

এসব শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাজের নারীর ক্ষমতায়নও নিশ্চিত হয়েছে। কারণ এই প্রকল্পের ৮০% শিক্ষকবৃন্দ মহিলা। বেকার সমস্যা সমাধান, সমাজে সংহতি ও সম্প্রীতি স্থাপনে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। নৈতিকতা সম্পন্ন জাতি গঠনে এই প্রকল্পটি ২০০৩ সাল থেকে চলে আসছে।

এই শিক্ষা কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে শিক্ষকবৃন্দের সম্মানি ভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। অত্র জেলায় চলমান শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিরবচ্ছিন্নভাবে নৈতিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রটি উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা যেতে পারে। পরিশেষে এই কার্যক্রমের সার্বিক সাফল্য ও সম্মৃদ্ধি কামনা করছি।

22'0৫.২৫

(মোল্লা বক্তিয়ার রহমান)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পটুয়াখালী।

'মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি শিক্ষামূলক প্রকল্প। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় কিশোরগঞ্জ জেলায় ৭১টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৩টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ২০টি ধর্মীয়শিক্ষা (বয়স্ক) শিক্ষাকেন্দ্র সহ মোট ১০৪টি শিক্ষাকেন্দ্র চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে হিন্দু ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে একবছরের শিক্ষাক্রম শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে এবং সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিতকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে কোমলমতি শিশুদের প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। তাছাড়া হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নির্ধারিত সিলেবাস অনুযারী জাতীয় সংগীত, খেলাধুলা, শরীরচর্চা ও বাস্তবসম্মত পাঠদান করা হয়। প্রতিটি শিক্ষাকেন্দ্রে জাতীয় দিবসসমূহ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে পালন করে। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞানহীন সনাতন ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) পুরুষ ও মহিলারা অক্ষরজ্ঞান লাভের পাশাপাশি কর্মমুখী শিক্ষা, নৈতিক ও ধর্মীয় চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরা গীতা শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জন করে গীতার মর্মবাণী প্রচারসহ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখছে।

প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রতকরণে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। আলোকিত অসাম্প্রদায়িক মানুষ ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনসহ এ প্রকল্পের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও সাফল্য কামনা করছি।

(মজিব আলম)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
কিশোরগঞ্জ।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট এর মতামত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" শীর্ষক প্রকল্পটির ৬ষ্ঠ পর্যায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা চর্চার জন্য সনাতন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রকল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম। মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে মন্দির প্রাঙ্গণগুলো কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কলরবে মুখরিত হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের জেলা মনিটরিং কমিটি, কেন্দ্র শিক্ষক নিয়োগ কমিটি এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী নির্বাচন কমিটির সদস্য হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে সম্পৃক্ত থাকার সুবাদে এই শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে অবগত আছি।

প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম এখন দেশের সকল উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। লালমনিরহাট জেলায় প্রকল্পের ৭৬টি প্রাক-প্রাথমিক, ১৫টি ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ১৮টি ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিন ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে সনাতন ধর্মীয় শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা দান করে। প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়গামী করার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও বয়স্ক কেন্দ্রে সনাতন ধর্মীয় শিশু এবং বয়স্কদের অর্থাৎ সকল বয়সী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ও নৈতিকতা এবং পবিত্র গীতা শিক্ষা দান করছে। কেন্দ্র শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% এর অধিক নারী, তাই নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে গীতা শিক্ষার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের কেন্দ্র সংখ্যা, শিক্ষকদের মাসিক সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

(লিটন দাস)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
লালমনিরহাট।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট এর মতামত

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পটি সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জীবনমান উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক জাতি বিনির্মাণে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ও চর্চার সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আত্মার উৎকর্ষ সাধন ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। সমাজের মানুষের মঙ্গল, ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ,পারস্পরিক হৃদ্যতা, সাম্যতা ও ঐক্য স্থাপনে ধর্মীয় শিক্ষাই হচ্ছে একমাত্র সহায়ক। এ শিক্ষাই পারে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সমাজকে আলোর পথে দিশারী করতে। প্রকল্পটি গীতাশিক্ষা সম্প্রসারনের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে ধর্মীয় পূর্ণতার অবয়ব জাগরণ করেছে। এজন্য সারাদেশে গীতাশিক্ষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষের মধ্যে এ শিক্ষার সুফল দেশকে অপশক্তি, কালিমাময় সমাজ থেকে দূরে থাকতে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রকল্পটি ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

সমাজে স্বাক্ষর জ্ঞানহীন মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে প্রকল্পটি আলো দান করে চলেছে। তারা তাদের নিজেদের চিত্তে, স্বাবলম্বী জীবনযাপন করতে, স্ব-অধিকার আদায়ে জ্ঞান এ কার্যক্রমের মাধ্যমে পাচ্ছে। অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে একটি সমাজের উন্নয়নের কথা কল্পনাও করা যায় না। এজন্য বয়স্ক গীতা শিক্ষা স্তর প্রকল্পটিকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের এ কার্যক্রম সফলভাবে সারাদেশে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে জীবনযাত্রা, ধর্মীয় শিক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও জাতি বির্নিমাণে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। সরকারের এই মহতি উদ্যোগকে সনাতন ধর্মাবলম্বী সমাজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে। আমি জেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসাবে এই উন্নয়ন প্রকল্পটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

(সুকুমার মিত্র)
সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
বাগেরহাট।

প্রকল্প সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, চুয়াডাঙ্গা এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের অধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন শিক্ষামুলক একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের অন্যতম অংশীদার। শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা এই প্রকল্পের প্রধান কাজ। চুয়াডাঙ্গা জেলাতেও প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ এবং কোমলমতি শিশুরা প্রাথমিক অক্ষরজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। প্রকল্পের এ সকল শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা গুনগত মানসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী মূল্যবোধ নির্ভর শিক্ষা অর্জন করছে, যা অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠনে অশেষ ভূমিকা রাখবে। প্রকল্পটির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ধর্মীয় চর্চার সুযোগ এবং অবহেলিত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অঞ্চলসমূহে শিক্ষালাভের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

আমি “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটির সার্বিক উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

২২/০৬/২০২৫

(অহীন্দ্র কুমার মন্ডল)
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
চুয়াডাঙ্গা।

প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সদর, পিরোজপুর এর মতামত

“মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে কোমলমতি শিশুদের অন্তরে নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি তৈরী করা হচ্ছে যা একটি শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য ভূমিকা রাখছে। এই কার্যক্রমের আওতায় পিরোজপুর জেলায় প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) এই তিন ক্যাটাগরীতে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য হিসেবে এই কার্যক্রমের সাথে আমার সার্বক্ষনিক সম্পৃক্ততা রয়েছে। যেহেতু এই কার্যক্রমটি নৈতিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত তাই এই কার্যক্রমটি সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রশংসার এবং প্রত্যাশার জায়গা সৃষ্টি করেছে। প্রান্তিক সনাতনী জনগোষ্ঠীর কাছে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রাপ্তির অন্যতম মাধ্যম এই কার্যক্রমটি। তাই তাদের চাহিদার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমের শিক্ষাকেন্দ্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

আমি এই কার্যক্রমের সফলতা কামনা করছি।

(মোঃ শহীদুল ইসলাম)
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
সদর, পিরোজপুর।

প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত ‘‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়’’ হতে বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকা আকারে বের হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি ৬ষ্ঠ পর্যায়ে পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য থেকে নিবিড়ভাবে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে যা দেখেছি এবং জানতে পেরেছি যে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এতে যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে তেমনিভাবে সনাতনী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহিত হচ্ছে। সামাজিকভাবেও এর প্রভাব পড়েছে, যেমন নিয়ম নিষ্ঠার সাথে দৈনন্দিন প্রার্থনা, পুজা-অর্চনাসহ সমাজিক শৃঙ্খলার মধ্যে সমাজ এগিয়ে যাচ্ছে। পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় বর্তমানে ৪টি কেন্দ্র রয়েছে। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি আশানুরুপ। পাবনা জেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালক মহোদয় এবং তার দপ্তরের ফিল্ড সুপারভাইজার প্রতিমাসে শিক্ষাকেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে থাকেন। আমি আগামীতে ভাঙ্গুড়া উপজেলায় আরও দু একটি কেন্দ্র বৃদ্ধিসহ সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

শুভ কামনায়
পরিমল কুমার সরকার
উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য
ভাঙ্গুড়া, পাবনা।

প্রকল্প সম্পর্কে উপজেলা মনিটরিং কমিটির সদস্য এর মতামত

নৈতিক শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের মানবতাবোধ জাগ্রত হয়। আর যে জাতি মানবতাবোধে যত জাগ্রত, সে জাতি তত উন্নত। সেই উন্নত জাতি গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কার্যক্রম চালু রয়েছে। তারই আলোকে হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট এর মাধ্যমে “মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের দেখা শিক্ষামূলক প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এর দ্বারা সারা দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক, ধর্মীয় শিক্ষা শিশু এবং ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে যা বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ঝড়ে পড়া রোধ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখছে।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ০৯টি উপজেলায় ৬১টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে এই কার্যক্রম চলমান। এর মধ্যে ৪২টি প্রাক-প্রাথমিক, ৮টি ধর্মীয় শিক্ষা শিশু কেন্দ্র এবং ১১টি ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে শুক্র ও শনিবার ব্যতীত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা-সকাল ১১.৩০ প্রাক-প্রাথমিক, বিকাল ৪টা - বিকাল ৬.৩০ ধর্মীয় শিক্ষা শিশু ও ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বছরের শুরুতে সকল শিক্ষার্থীর মাঝে বিনা মূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা বার্ষিক মূল্যায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের তত্ত্বধায়নে নিকটবর্তী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করে। এছাড়াও শিশু এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে অনুরূপ বার্ষিক মূল্যায়ন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। আমাদের মতে মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গন ব্যবহার করে আনন্দঘন পরিবেশে পরিচালিত এই শিক্ষা কারিকুলাম অনেক বেশি আধুনিক এবং যুগোপযোগী, পাশাপাশি এ কার্যক্রম হিন্দুধর্মীয় উপাসনালয় গুলোকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলছে। প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকদের অধিকাংশই মহিলা বিধায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নারীদের স্বাবলম্বীকরণে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান রাখছে। দেশের বেকার সমস্যা সমাধান, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতি আনয়নে এই প্রকল্প প্রশংসার দাবী রাখে।

এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতি আহ্বান রইল যেন এর চাহিদার কথা বিবেচনা করে প্রকল্পে আরো নতুন নতুন মাত্রা যোগ করা হয়।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সফলতা ও সার্বিক উন্নতি কামনা করছি এবং প্রকল্পটি রাজস্বখাতে অন্তর্ভুক্তির জোর দাবি জানাচ্ছি।

(স্বপন ভট্টাচার্য)
সদস্য
উপজেলা মনিটরিং কমিটি
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
খাগড়াছড়ি।

প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট, দিনাজপুর এর অভিমত

‘মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়’ শীর্ষক প্রকল্পটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি সফল প্রকল্প। অত্র প্রকল্পের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) ও ধর্মীয় শিক্ষা (বয়স্ক) কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সাধারণ শিক্ষা দানের পাশাপাশি পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের দিনাজপুর জেলায় ৩৩৪টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে তার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দিনাজপুর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট এর নেতৃবৃন্দের সাথে সমন্বয় করে জেলা কার্যালয়ের মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করে চলেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে পাঠদান চলছে যা কোমলমতি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করছে। প্রকল্পটি ধর্মীয় এবং নৈতিকতার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ জাতি বিনির্মাণে কাজ করে চলেছে।

আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প এবং প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। পরিশেষে প্রকল্পটিকে রাজস্বখাতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

(উত্তম কুমার রায়)
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্ট
দিনাজপুর।

ধর্ম ও রিলিজিয়ন/ফেইথ

অধ্যাপক অরুণ প্রকাশ শিকদার
ভূতপূর্ব বিভাগীয় প্রধান, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা কলেজ

ধর্ম ও রিলিজিয়ন কাকে বলে ও এর মধ্যে পার্থক্য কি আমরা একটু খুঁজে দেখি। ধর্ম কথাটি এসেছে সংস্কৃত ধৃ-ধাতু থেকে ।যার অর্থ হল ধারণ করা। কোন কিছুকে যা ধারণ করে রাখে তাই তার ধর্ম। এটা প্রকৃতি জাত স্বভাব। তা আরোপ করতে হয়না কাউকে শিখাতে হয়না। যেমন জলের ধর্ম তারল্য সে যতক্ষণ তরল ততক্ষণ জল কিন্তু যখন তাপে গ্যাস তখন বাস্প, যখন ঠান্ডায় কঠিন তখন সে বরফ, জল নয়। আবার আগুনের ধর্ম জ্বলা বা অন্যকে জ্বালানো, যখন সে সেই ধর্ম হারায় তখন সে আর আগুন নয়। কোন বস্তু বা বিষয় তার ধর্ম হারালে সে নিজেই ধ্বংস হয়ে যায়। সে আর সে থাকেনা। তেমন মানুষের ধর্ম মনুষ্যত্ব সে যদি তা হারায়, তাহলে সে আর মানুষ থাকেনা। মানুষের মান ও হুস থাকতে হয়। তার মায়া-মমতা স্নেহ-ভালবাসা, জীবে দয়া, সত্য-মিথ্যা বিচার ক্ষমতা ইত্যাদি থাকে বলেই সে অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা সৃষ্টির সেরা। অভিধানে ধর্মের অনেক প্রতিশব্দ বা বানান পাওয়া যায়। যেমন-ধর্ম্ম, ধরম, Religion, Faith,Property, Virtue, Attribute. গুণ, যম ইত্যাদি। তেমন রিলিজিয়ন শব্দের বুৎপত্তি হয়েছে রিলিগেট থেকে অর্থাৎ বেঁধে রাখা (to tie) বা কেউ বলেন লাতিন শব্দ রিলিগো থেকে, যার অর্থ বিশ্বাস। এ পর্যন্ত প্রায় চার হাজারের অধিক রিলিজিয়ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠির উপস্থিতি পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্ম কত গুলি? আসলে ধর্ম আর রিলিজিয়ন সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হলেও আসলে দুটি এক জিনিষ নয়, সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হলেও তাদের আসল প্রকৃতি পাল্টায় না। যেমন তেল আর জল উভয়ই তরল এক হয়ে মিশে গেলেও আলাদাই থাকে প্রকৃতিগতভাবে এক হয় না। রিলিজিয়ন মানুষকে একে অপরের সাথে বেঁধে রাখতে চায় এখানে ঈশ্বর এর প্রতি ভক্তি বা বিশ্বাসের গুরুত্ব অধিক, ধর্ম থেকে। ইষ্ট বা উপাস্য কে গুরত্ব দিতে গিয়ে অন্যদের কে ছোট করা তাদেরকে শত্রুভাবা তাদেরকে নিজ বিশ্বাসের অনুগত করতে সহিংস আচরণ করা ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হয়। রিলিজিয়ন যেহেতু সৃষ্টির আদি থেকে শেষ পর্যন্ত এক থাকেনা তাই সেই বাঁধন ঠিক রাখতে গিয়ে অন্য রিলিজিয়নকে হেয় করা, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো, উপসনালয়ে আঘাৎ করার মত ধর্ম বিরোধী বা সমাজ বিরোধী কাজও করে থাকে। পক্ষান্তরে ধর্ম সারা বিশ্বের মানুষকে এক মনে করে। এবং সকলেই মঙ্গল চায়। কেউ যদি মানুষের মানবিক গুণাবলী না মেনে এর বিচ্যূতি ঘটায় তবে তাকে অসুর বলে। ধর্ম মানুষের মুক্তির কথা বলে, মানবতার কথা বলে, তাই সে কোন রিলিজিয়নকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করেনা কিন্তু রিলিজিয়ন তা করে। ধর্ম যেহেতু প্রকৃতি গত গুণ তাই তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। আর তার রক্ষা বা প্রসারের কোন নিরন্তর প্রচেষ্টারও প্রয়োজন হয় না। সে মনে করে বিশ্ব প্রকৃতির সবাই তার আপন। কিন্তু রিলিজিয়নের টিকে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয় প্রতিনিয়ত বিশেষ শিক্ষায় মনোনিবেশ এবং প্রতিদ্বন্দীদের প্রতিহত করে নিজের কহম বাড়ানো অন্যদের বিনাশ করে আপন বিশ্বাসী লোকদের মধ্যে বন্ধন বাড়ানোর সামাজিক কৌশল অনুসরণ করতে হয় ইত্যাদি।

রিলিজিয়নের একজন প্রবর্তক লাগে একটি একক গ্রন্থ দরকার হয়, কিছু জনসমষ্টি বা অনুসারী দারকার হয় কিন্তু ধর্মের তা লাগেনা। যেমন হিন্দু বা সনাতন একটি ধর্ম এটি রিলিজিয়ন নয়। ড. মহানাম্ব্রতজী হিন্দুধর্মকে কালচার বলেছেন। এর কোন একক গ্রন্থ নেই, কোন একক প্রবর্তক নেই, এমনকি ভুখন্ড বা দেশও নেই। কিন্তু বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ এক একটি রিলিজিয়ন। প্রত্যেকের একক মূলগ্রন্থ একজন প্রবর্তক এবং অনুসারীগণ রয়েছেন। সনাতন যেহেতু একটি ধর্ম তাই সে তার উপর আক্রমণকারী রিলিজিয়নদের ঘৃণা না করে আপন করে নেয়ার চেষ্টা করে যা রবিঠাকুরের ভারত তীর্থ কবিতায় প্রতিফলিত হয়। রিলিজিয়নে নিজের ইশ্বর বা ইষ্টকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করতে হয় বলে, পরকালের লোভ দেয়া বা মৃত্যুর পর পাওয়া যাবে এমন কিছু প্রলোভনে মানুষকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। ভয় ভীতি লোভ ইত্যাদি এই বিশ্বাস ও বেঁধে রাখার কৌশল। মানুষ রিলিজিয়নে কখনও এক হতে পারেনা, কারন তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বিশ্বাস, নিজস্ব ঈশ্বর আলাদা আলাদা। কিন্তু ধর্ম বিশ্বকে এক ছাতার তলায় আনে। ধর্মে সব মানুষের প্রকৃতি এক বলে যে ভাবে চায় সে ভাবে ইশ্বরের সেবা করতে পারে সে স্বাধীনতা আছে। কেউ গাছের, কেউ জীবজন্তুর, কেউ কোন অবয়ব বানিয়ে তার ঈশ্বরের সেবা করতে পারে, কোন বাধা নেই কারন এক ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান। ধর্ম বলে ঈশ্বর এক এবং তিনি সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজিত। তাই হিন্দু ধর্ম বলে, “সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” অর্থ: এই জগতের সব কিছুই ব্রহ্ম। রিলিজিয়ন বলে, ঈশ্বর এক এবং তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অবস্থান আলাদা, কোন বস্তুর মধ্যে তিনি বসে থাকেন না। রিলিজিয়ন হল সম্প্রদায়। ধর্ম প্রতিটি রিলিজিয়নকে সম্মান করে কিন্তু রিলিজিয়ন তা করেনা । ধর্ম মুক্তির কথা বলে, বলে দয়া, ক্ষমা, সুচিন্তা সুবাক্য, ব্যবহার করতে, বলে মানবতার কথা। রিলিজিয়ন বলে, “যারা তোমার ইশ্বরকে বিশ্বাস করেনা তারা তোমার শত্রু, তোমার বিশ্বাস আগে তোমার স্রষ্টা সবার উপরে, তারপর মানবতা”। তাই তাকে টিকে থাকতে হয় নৃসংশতা, বর্বরতা ও ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে ও কঠিন সংগ্রামে। পক্ষান্তরে ধর্মকে যেহেতু সৃষ্টি করতে হয়না এটা প্রকৃতি জাতগুণ তাই একে ঘটাকরে পালনও করতে হয়না। ধর্মের আর একটি দিক কর্তব্য পালন। পরিবারে পিতা মাতা সন্তানের যে যার কর্তব্য পালন ও ধর্ম। মনু আরও দশটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন-

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোয়ংশৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধী বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।। ৬/৯২মনু.

১. ধৃতি-ধৈর্য্য, ২. ক্ষমা-ক্ষমা, ৩. দম- অন্তঃইন্দ্রিয়ের সংযম, ৪. অস্তেয়-চুরি না করা, ৫. শৌচ-দেহমনে পবিত্রতা, ৬.ইন্দ্রিয় নিগ্রহ-একাদশ ইন্দ্রিয়ের সংযম, ৭. ধী-বুদ্ধি বা কর্ম জ্ঞান, ৮. বিদ্যা-আত্মজ্ঞান, ৯. সত্য-সত্যচিন্তা ১০. অক্রোধ-রাগ সংযত করা।

‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ সারাবিশ্বই তোমার আত্মীয়, সনাতন ধর্ম বলে ভালবাসার কথা, অহিংসা পরমধর্ম, তবে যারা ভালবাসা বোঝেনা, যেখানে ধর্মের গ্লানি ঘটে সেখানে আর অহিংসা কাজ করেনা তাই গীতার ৪ অধ্যায়ে ভগবান বলেন-

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৪/৭

সরলার্থঃ যেখানেই ধর্মের গ্লানি অধর্মের উত্থান
দেহধারী হয়ে সেথা করি অধিষ্ঠান।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৪/৮

সরলার্থঃ সাধুদের রক্ষা আর দুষ্টের দমন
যুগে যুগে এসে করি ধর্ম সংস্থাপন।

আমার কাছে ধর্মকে প্রপার্টিস (properties)বলতে বেশি সচ্ছন্দ লাগে। যেমন ভৌত ধর্ম, রাসায়নিক ধর্ম ইত্যাদি। যেমন ধাতব তারের মধ্যে ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ চলে কিন্তু শুকনা কাঠ বা প্লাষ্টিকের মধ্যে চলেনা এটা তার ধর্ম বা ভৌত ধর্ম। আবার মোমবাতির সলতায় আগুন দিলে তা বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে অদৃশ্য কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাস্প উৎপন্ন করে নিজে নিঃশেষ হয় অন্য কিছু হয়না।এটা তার রাসায়নিক ধর্ম। গায়ে চুতরা বা বিচুটির পাতা ডলে দিয়ে তার রাসায়নিক ধর্ম জানা যায় কিন্তু গাদাফুলের পাতা ডললে তা হয়না। তাই প্রত্যেক বস্তু ও শক্তির ধর্ম নির্দিষ্ট সেভাবে মানুষের ধর্ম মানবতা নির্দিষ্ট যা প্রকৃতির পাতায় লেখা কোন ধর্মগ্রন্থের পাতায় নয়। পক্ষান্তরে রিলিজিয়নের অপরনাম ফেইথ (Faith) বা বিশ্বাস আপনি বিশ্বাস করলে আছে না করলে নাই। আপনি তা পরিবর্তন করতে পারেন নিজের পোশাকের মত। আজ এটা করলেন কাল সেটা। কিন্তু ধর্ম পরিবর্তন হয় না। মানুষ বিশ্বাস করলে সে গাছ হয়ে যায় না, সে পাথরও হয় না। তাই ধর্ম আর ফেইথ এক নয়।

আশাকরি ধর্ম ও রিলিজিয়নের (ফেইথের) পার্থক্য কিছুটা হলেও বুঝা গেল। যদি কারও মনে কোন সংশয় বা আপত্তি থাকে তিনি জানাতে পারেন এটা যেহেতু কোন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত নয় তাই পরিবর্তন যোগ্য।

কিছু প্রচলিত মন্ত্র ও শান্তিপাঠ

গায়ত্রী মন্ত্র

ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যাং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি,
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।। (ব্রহ্মগায়ত্রী)

শব্দার্থ-ওঁ=ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। ব্যবহারিক অর্থে। ওঁ=পরব্রহ্মের বীজ। পারমার্থিক অর্থে। ভূঃ=পৃথিবী, ভুবঃ=অন্তরীক্ষ, স্বঃ=আকাশ। আবার ভূঃ=সৎ, ভুবঃ=চিৎ স্বঃ=নিরন্তর আনন্দ। ধ্বনি হিসাবে। সবিতুঃ দেবস্য=সবিতা দেবতার; তৎ বরেণ্যং ভর্গঃ= সেই বরণীয় জ্যোতিঃ; ধীমহি=ধ্যান করি; যঃ নঃ ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ=যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রণোদিত করেন-তিনিই প্রণোদিত করুন।

১। **অর্থঃ** সর্বলোক-প্রকাশক সর্বব্যাপী সেই পূর্ণমন্ডল জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করেছেন।

২। যিনি বিশ্ব জগতের প্রসবিতা, সেই ক্রীড়াময় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বরণীয় জ্যোতির আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের মন বুদ্ধিকে শুভ কর্মে প্রেরণা দিতেছেন-তিনি যেন চিরদিন দিতে থাকেন।

বাংলা শ্লোক

যা থেকে দূরে ছড়ায়ে পড়ছে বিশ্ব আকাশ তারা
সবিতা দেবতা শক্তি জ্যোতির অমিয় করুণা ধারা।
যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি জ্ঞান করেছেন দান
সেই বরণীয় জ্যোতি ধ্যান করি যাচি শুধু কল্যাণ। (প্রবন্ধকার)

(এই মন্ত্র বহুল ব্যবহৃত একটি বেদ মন্ত্র।)

ঋগ্বেদ

ওঁ দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায় সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি-অনশ্নন্ন্যো অভি চাকশীতি।।

ওঁ দ্বা-দুটি, সুপর্ণা-পাখি, সযুজা-একসাথে থাকা, সখায়-সখ্যভাবাপন্ন, সমানং বৃক্ষং-এক বৃক্ষে বা শরীরে, পরিষস্বজাতে আশ্রয় করে থাকেন। তয়োঃ-তাদেরমধ্যে, অন্যঃ-একজন, পিপ্পলং-ঐ বৃক্ষের ফল(কর্ম ফল) স্বাদু-স্বাদ নিয়ে, অত্তি-উপোভোগ বা ভক্ষণ করছেন, অন্য-অন্য, অনশ্নন্-না খেয়ে, অভিচাকশীতি কেবল দেখেন।। (ঋগ্বেদ ১ /১৬৪/২০), শ্বেতাশ্বতর ৪/৬০, মুণ্ডক ৩/১)

এক বৃক্ষের ডালে বসি থাকে দুই পাখি
একসাথে দুই সখা মিত্ররূপে দেখি।
এক জনে খায় ফল মনের হরসে
অন্যজন না খেয়ে শুধু মাত্র দেখে।

ভাবার্থ

শরীর বৃক্ষের মাঝে দুই পাখি থাকে
জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলি তারে ডাকে।
জগতের পাপ পূণ্য জীবাত্মায় করে
সাক্ষীরূপী পরমাত্মা দেখে শুধু তারে। (প্রবন্ধকার-এপি শিকদার)

এই মন্ত্রটিও বেদও বিভিন্ন উপনিষদে ব্যবহৃত হতে দেখা য়ায়।

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ (ঈশ)

ওঁ-সচ্চিনান্দঘন; পূর্ণম্-সবদিক থেকে পূর্ণ, অনন্ত; অদঃ-সেই পরব্রহ্ম; পূর্ণম্-সর্বপ্রকারে পূর্ণ; ইদম্-এই জগৎ; পূর্ণাৎ-সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম ততেই; পূর্ণম্-এই পূর্ণ; উদচ্যতে-উৎপন্ন হয়েছে। পূর্ণস্য-পূর্ণের; পূর্ণম্-এই পূর্ণ; আদায়-নিয়ে নিলেও বা বাদ দিলেও; পূর্ণম্-পূর্ণ; এব-ই; অবশিষ্যতে-অবশিষ্ট থাকে ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

[আধ্যাত্মিক: মানসিক ও শারীরিক শান্তি। আধিদৈবিক: পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় শান্তি ও আধিভৌতিক: হিংস্রপ্রাণী ও কীটপতঙ্গ থেকে শান্তি ।]

অর্থ: পরমব্রহ্ম পূর্ণ, ব্রহ্ম নামটিই পূর্ণ, সকল সূক্ষ্ম স্থুল পদার্থ পূর্ণ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন ও প্রকাশিত। সেই পূর্ণ স্বভাব ব্রহ্ম হতে পূর্ণত্ব গ্রহণ করলেও তিনি অর্থাৎ পরমব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন। তিন ধরনের বাধায় শান্তি হোক (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক)।

বাংলা শ্লোক

পরমব্রহ্ম নামটি পূর্ণ তা থেকে সৃষ্টি সব
সে পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলেও একই থাকে অনুভব।
ত্রিধা বিঘ্নের শান্তি হোক যত ভূতকূলৎভব।

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা:

১৮১১ সালে বিজ্ঞানী অ্যাভোগ্যাড্রো, বস্তুর আনবিক সংখ্যা ও আয়তন নিয়ে একটি প্রকল্প বা ধরণা প্রচলন করেন ২০০ বছর ধরে যা সত্য ও সূত্রে পরিণত হয়েছে।

"স্থির তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের সমআয়তনে সমান সংখ্যক অনু থাকে"।

এবং এস.টি.পিতে তার আয়তন ২২.৪ লিটার।এটির মধ্যে যে সংখ্যক কণা বা অনু থাকে তা নির্দিষ্ট বা পূর্ণ বা এক মোল আর সব আয়তনের অনুর ক্ষেত্রে সেই আয়তন ও সংখ্যা সমান বা পূর্ণ এই সংখ্যা=৬.০২৩ দ্ধ ১০২৩ একে এভোগ্যাড্রোর সংখ্যা বলা হয়। এক মোলের এই পূর্ণ সংখ্যা ভিন্ন পদার্থে সর্বদা সমান থাকে যদিও তাদের ভর ভিন্ন। যেমন-দুই গ্রাম হাইড্রোজেনে এই সংখ্যক অনু থাকে, ১৮ গ্রাম জলেও এই পূর্ণ সংখ্যক অনু ৪৪ গ্রাম কার্বন-ডাইঅক্সাইডেও এই একই সংখ্যক অনু। কোন দিন কেউ গুণে দেখাতে না পারলেও যেখানেই এই সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে তা অন্য যে কোন সূত্রের সঙ্গে মিলে গেছে। তিনি পরমব্রহ্মের সূত্র পড়েছিলেন কিনা জানি না। আবার একটি গ্যাসের পাত্র থেকে যে কোন পরিমাণ গ্যাস বের করে নিলেও বাকী কণাগুলি সম্পূর্ণ পাত্রের আয়তন দখল করে একটুও খালি রাখে না। কঠিন ও তরলের ক্ষেত্রেও এই মোল ধারণা সত্য। অ্যাভোগ্যাড্রো আজও একজন বিস্ময়কর বিজ্ঞানী। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের পাওয়ার করার ক্ষেত্রেও এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখা য়ায়। তাই ব্রহ্মান্ডের যে কোন সৃষ্টি বাদ দিলেও ব্রহ্ম পূর্ণই থাকেন।

শ্লোক-১

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।। (ঈষ-১)

ঈশা-ঈশ্বরের দ্বারা, বাস্যম্-ব্যাপ্ত, ইদম্-এই, সর্বম্-সমস্ত, যৎ কিংচ-যা কিছুই, জগত্যাং-এই দৃশ্যমান জগতে বা অখিল ব্রহ্মাণ্ডে, জগৎ-জড়-চেতন-স্বরূপ জগৎ। তেন-তাঁর দ্বারা, ত্যক্তেন-ত্যাগপূর্বক, ভুঞ্জীথা-একে ভোগ করো, মা গৃধঃ-এতে আসক্ত হয়ো না, কস্যস্বিদ্-কারো নয়, ধনম্-ধন।। ১

অর্থ-এই চলমান বিশ্বে যা কিছু গতিশীল বস্তু আছে তা ঈশ্বরের বাসের জন্য মনে করবে অর্থাৎ ঈশ্বর দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত মনে করবে। ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে। অন্যের সম্পদে লোভ করো না।

১
যাকিছু চলছে এ ব্রহ্মাণ্ডে সবই ঈশ্বর সাথে
ঈশ্বর দ্বারা এ মহাবিশ্ব ঢাকনা দেয়া আছে।
ত্যাগের সঙ্গে ভোগ করো সবে তোমার কিছুই না
পরধনে করোনা লোভ কেউ খুলোনা সে ঢাকনা। (বাংলা শ্লোক-প্রবন্ধকার)

শান্তি পাঠ

ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। (কঠ)

ওঁ-পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, সহ-একসঙ্গে, নাব অবতু-রক্ষা করুন, সহ-এক সঙ্গে, নৌ-আমাদের দুজনকে, ভুনক্তু-পালন করুন, সহ-এক সঙ্গে, বীর্যং-শক্তি বা বল, করবাবহৈ-লাভকরি। তেজস্বি-তেজময়, নাব অধীতম্-পঠিত বিদ্যা, অস্তু-হোক, মা-আমরা, বিদ্বিষাবহৈ পরস্পরকে হিংসা না করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

অর্থ: ব্রহ্মের কাছে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন আমাদের গুরু শিষ্য উভয়কেই সমানভাবে রক্ষা করেন। আমরা যেন উভয়েই সমানভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারি। লব্ধ শিক্ষার তাৎপর্য যেন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। এই শিক্ষা যেন আমাদের কাছে সমান ফলপ্রসূ হয়। আমরা যেন পরস্পরকে হিংসা না করি। আমাদের বিঘ্নগুলির(আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) শান্তি হোক।

[উপনিষদ পাঠের উদ্দেশ্য সত্যকে জানা। গুরু শিষ্য মিলে উভয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা ও সদিচ্ছার সাহায্যে চেষ্টা করলে সফল হওয়া যায়। সত্য জানার মাধ্যমেই আত্ম তৃপ্তি লাভ হয়, তাই মিলিত চেষ্টার উপর জোর দেয়া হয়েছে।]

শান্তিপাঠ

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংস স্তনূভিঃ।
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।। (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)

ভদ্রং-কল্যাণময় বচন; কর্নোভিঃ-কানগুলি দ্বারা; শৃণুয়াম-শুনি; দেবাঃ-দেবগণ; ভদ্রং-কল্যাণ; পশ্যেম্-দেখি; অক্ষভি-চোখ দ্বারা; যযাত্রা-পূজ্য দেবগণ; স্থিরৈ-সুদৃঢ়; অঙ্গৈ-অঙ্গ গুলির; তুষ্টবাংসঃ-ভগবানের স্তুতি করতে আমরা; তনুভিঃ-এবং শরীরগুলি দ্বারা; ব্যশেম-উপভোগ করি; দেবহিতম্-আরাধ্য পরমাত্মার কর্মে আসে; তৎ-তার; যৎ-যে; আয়ুঃ-আয়ু।
অর্থ: হে দেবগণ, আমরা কান দ্বারা যেন কল্যাণপ্রদ বাক্য শুনি। হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চোখ দ্বারা যেন মঙ্গলকর বিষয় দেখি। স্থির দৃঢ় শরীর ও অবয়বের দ্বারা যেন তোমাদের স্তুতি করতে তোমাদের নির্ধারিত আয়ু পাই। আমাদের তিন রকম বিঘ্নের শান্তি হোক।

বাংলা শ্লোক

হে দেবগণ আমরা যেন কল্যাণকর বাক্য শুনি কানে
হে পূজনীয় দেবগণ চোখে যেন মঙ্গল দৃশ্য দেখি সে সনে।
স্থির সুস্থ শরীর দিয়ে তোমার যেন স্তুতি করতে পারি
তোমার দেয়া আয়ু শেষে নির্বিঘ্নে যেন দেহ রক্ষা করি।
ত্রিবিঘ্নের শান্তি হোক এই কামনা ধরি। (মাণ্ডুক্য /প্রবন্ধকার)

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম।
উর্বারুকমিববন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ স্বাহা।
ঋগ্বেদ: ৭.৫৯.১২ ; যজুর্বেদ ৩.৬০; দেবতা-শিব,ঋষি:বশিষ্ঠ

ওঁ-পরম ব্রহ্মের প্রতীক (পবিত্র ধ্বনি), ত্র্যম্বকম্-তিন চোখ বিশিষ্ট শিবকে বোঝানো হয়েছে, যজামহে-আমরা পূজা করি, সুগন্ধিম্-সুগন্ধ যুক্ত, যা শুভ ও পবিত্র গুণে পরিপূর্ণ, পুষ্টি-বর্ধনম্-পুষ্টি প্রদানকারী, উর্বারুকম্-শশা বা ফল, ইব-মত বা যেমন, বন্ধনান্- বন্ধন থেকে, মৃত্যোঃ-মৃত্যুর থেকে, মুক্ষীয়-মুক্ত করুন, মা-না /কখনো নয়, অমৃতাৎ-অমৃত বা অমরত্ব থেকে, স্বাহা-হোম যজ্ঞে ব্যবহৃত সমাপ্তির ধ্বনি।

ভাবার্থ: হে সৃষ্টিকর্তা, ধর্তা ও হর্তা পরমাত্মন! তুমি আমাদের জন্য সুগন্ধিত, পুষ্টিকারক তথা বলবর্ধক ভোগ্য বস্তু দান করো। আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তোমার ভজন করি। হে দেব! আমরা পূর্ণায়ু ও পূর্ণভোগ করেই যেন এই শরীর রূপী বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি।

বাংলা শ্লোক

হে হর্তা কর্তা স্রষ্টা সংহারক পরমাত্মা
তুমি পুষ্টিকারক বলবর্ধক সুগন্ধি দাতা।
আমরা তোমার ভজনা করে ভক্তিসহকারে
মোক্ষলাভে শরীরবন্ধন যেন মুক্ত হতে পারে। (অনুবাদক প্রবন্ধকার)

এই মন্ত্রটি মৃত্যুভয় দূর করতে, রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে, এবং মানসিক ও আত্মিক শান্তির জন্য পাঠ করা হয়।

HINDUISM

Introduction: The religious ideology or philosophy by Hindus since anciant time is known as Hindusiam. This is the only basic religious anciant philosophy in the world. This is the oldest one.

The Origen: The ancient rhythm, the sound Oanker arising out of nature oriented forces of power, the Brammaha, the creator the supreme destination of thinking of the Vaidik Rheeshis, the Viewers by whom the said religious ideology has been devised for worship abiding by some bivine discipline aiming to achieve the etermal and supernatural soul-based peaceful happiness of self-soled healthiness to connect the creation with the creator since ancient time of period named Juga i.e Sattya, Treta, Dwapor, Koli of the very beginning moment of the creation of galaxy tio galaxy including our earth which is made of five basic ingredients namely 1. Augni/the fire 2. Byom/the sky 3. Bayu/the air 4. Earth/ the mati 5. Joal/ the water has been known as Hinduism. That Hinduism has been prevailing through out the creation since first breathing of creation till last breathing i.e destroy or proloy of the creation.

The above ideology of philosophy as best as known as an enriched dharma namely Hindu Dharma followed by the Hindus is known as Hinduism. That Hinduism enriched by the Vaidik Rheeshis or pgilosophy according to the necessity of prevailing time. That's why the Hindusim is always reshuffle able and bears the essence of building up morality, the freedom of thinking, Knowledge, creativeness for the betterment of not only for its followers but also for the creation irrespective of any ideology. That`s why the Hinduism is universal, Imperishable, acceptable, applicable, expressible of once individual views, comprehensive as well as comprehensible to all mankind irrespective of country, creedss, climate, cast, state of statemanship i.e all of these have been imposed upon each molecule of liveng or non living beings or materials. There is a historical background, facts and story that the followers of a divine discipline devised by the Vaidik rheeshis, the viewers, were the inhavitants of the side or the river Sindhu Nad. The Hindu comes from Sindhu due to colloquial use of language for thousands of years together. Howevr these Hindus, the worshipers of followers of Vaidik rheeshis views or pilosophy established and enjoyed an enriched richest oldest and most ancient colourful civilization and culture in regards of religious views statesmanship, socio economic possessions, development of sciences, mathematics, astronomy, astrology, stars, planets and galaxy readings, application of Herbal medicines inventing of physical and mentel treatments of human beings as well as other elements maintaining ecosystem, development of code of life by framing some rules and pratha of customs based on free thinking and choice irrespective of Gotra, gusthi, geographical and climatic or any environmental possessions/situations.

As a whole all of the side above comprises Hinduism and its followers are known as Hindus. At present Hindus are living through out the world mainly in morisus, bharat (India) and Nepal. The co-ordination and liberal acceptation of various paths and views is the magical combination and one of the astonishment of the most liveral religion i.e faith of self belief on once ideologoy honoring others faith with great care and respect and never to deprive any individual from the faith of one`s path is called Sanaton Hindu Dharma.
The main essence of HINDUISM.
H= Humanity (মানবতা)
I= Integrity (সংহতি)
N= Non- Violance (অহিংসা)
D= Devotion (ভক্তি বা অনুরাগ)
U= Up gradation (উৎকর্ষতা)
I= Inspiration (উদ্দীপনা)
S= Surrender to suprene God (স্রষ্টায় আত্মসমর্পণ)
M= Multiple choice of path for prayer (প্রার্থনার বহু মত ও পথ)

Khagendra Nath Talukder

Khagendranath Talukder
Vice-President
Bangladesh Hindu Buddhist Christan Kalyan Front (Central Committee).

পুরুষোত্তম শ্রীশ্রী রামঠাকুর
(শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র)

শিমুল কুমার বিশ্বাস (শ্রী শৈবানন্দ)
কর্মাধ্যক্ষ, শ্রীশ্রী হাজরা ভিটা, নরপতি, শালিখা, মাগুরা।

আমার শ্রীশ্রী রামঠাকুর পূর্ববঙ্গের [বর্তমানে বাংলাদেশের শরিয়তপুর জেলার (সাবেক ফরিদপুর জেলা)] ডিঙ্গামানিক গ্রামে ১২৬৬ সনের ২১ মাঘ (১৮৬০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি) বৃহস্পতিবার সিদ্ধক্ষেত্র পঞ্চবটীতেই জন্মগ্রহণ করেন। ঠাকুরের পিতার নাম রাধামাধব চক্রবর্তী বিদ্যালংকার (একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, বাড়ির পূর্ব পাশে পঞ্চবটী যোগস্থলী নির্মাণ করে সাধন ভজন করতেন), মাতা শ্রীমতি কমলা দেবী (রত্নাগর্ভা)। [শ্রীশ্রী রামঠাকুর জন্মের বিস্ময়কর তথ্য পাওয়া যায় ১২৬৬ সনের বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া অর্থাৎ অক্ষয় তিথিতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন।] তাঁরা ছিলেন চার ভাই ও এক বোন। কালীকুমার (১ম), কালীমণি দেবী (২য়), জগবন্ধু (৩য়) এবং যমজ রাম (৪র্থ) ও লক্ষণ (৫ম)। ধর্মে, কর্মে নিপুণ একটি সংসার। যমজ সন্তান জন্মলগ্নে বিশেষ ঘটনা ঘটে। রামঠাকুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতা কমলা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পর আর একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ধাত্রী, প্রসূতিসহ সকলে প্রথম শিশুটিকেই সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করলেন এবং পরবর্তী (দ্বিতীয়) শিশুটিকে মৃত মনে করে (একটি সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত থাকায়) মাটিতে পুঁতে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তৎমুহূর্তে পিতা পঞ্চবটী হতে চিৎকার করে বলছেন, ওরে তোরা ফেলিস না, তোরা ফেলিস না।' তিনি বাড়ির ভিতর এসে সন্তানের প্রাণ সঞ্চারের ব্যবস্থা করলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যমজ ভ্রাতার জন্ম বৃত্তান্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। জোতিঃশাস্ত্র অনুসারে জাতকের (জন্মগ্রহণকারীর) ক্রন্দন ধ্বনিই (কান্নার শব্দ) প্রকৃত জন্মকাল ও লগ্ন সূচিত করে।

ছেলে বেলায় গ্রামের পাঠশালায় শ্রীশ্রী রামঠাকুরের শিক্ষা গ্রহণ শুরু হয়। পিতা তন্ত্র সাধক ছিলেন বিধায় অল্প বয়সেই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণসহ বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে গভীর মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর মেধা শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। ধর্মীয় আচারাদি তিনি একাগ্রতার সাথে পালন করতেন। নিজেই দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করতেন এবং করতালি দিয়ে কীর্তন করতেন। তখনকার দিনে ঐ অঞ্চলে রামায়ণ গানের বিশেষ প্রচলন ছিলো। ঠাকুরের মা প্রায়ই পুত্রদ্বয়কে সঙ্গে নিয়ে রামায়ণ গান শুনতে যেতেন। একদিন ঠাকুর তার মাকে বললেন, 'মা, রামায়ণ গানে কেবল আমার ও লক্ষণের কথাই বলে।' এক্ষেত্রে বলা যায়, এ রাম-লক্ষণও প্রায় একই সূত্রে গাঁথা রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণের মতো ভ্রাতৃবৎসল। ঠাকুর বালক বয়সে তেমন চঞ্চল ছিলেন না। স্বাভাবিক স্থৈর্য, গাম্ভীর্য ও সরলতাই তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। তিনি সকল কাজকর্ম নিরলসভাবে করতেন তবে অন্তর্জগতের মাঝে সত্যকে উপলব্ধি বা জানার জন্য বিশেষ চেষ্টা রাখতেন।

অল্প বয়সে (প্রায় আট বছর) শ্রীশ্রী ঠাকুরের পিতা রাধামাধবের মৃত্যু হয়। রাধামাধব বিদ্যালংকার শ্রীগুরু (শ্রী ঁমৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন) চরণে মাথা রেখে দেহ ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পর শ্রী ঁমৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে শ্রীমতি কমলা দেবী যমজ পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে যান। কিন্তু তাঁদের সামনেই গুরুদেব শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন দেহ ত্যাগ করেন। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় শ্রীশ্রী ঠাকুরকে বড় স্নেহ করতেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে পিতা শ্রী রাধামাধব ও শ্রী ঁমৃত্যুঞ্জয় ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের মৃত্যুতে শ্রীশ্রী রামঠাকুরের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জীবন-মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা ও প্রশ্ন মনোজগতে ঘুরপাক খেতে থাকে। মাঝে মাঝে উদাস ভাব, থাকেন নিরব, নিথর। তাঁর এ ভাবান্তর সকলকে ভাবিয়ে দিলো।

পিতার মৃত্যুর পর এক শুভ অক্ষয় তৃতীয়ায় যমজ দুই ভাইয়ের একই সাথে উপনয়ন সংস্কার হয়। উপনয়নের পরে তাঁদের সাথে সৌম্য মূর্তি এক সন্ন্যাসীর দর্শন ঘটে। সন্ন্যাসী, মাতা কমলা দেবীর কাছে রাম ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার মনোবাসনা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু মাতা কমলা দেবী সম্মত হলেন না।

মানবের বিধান কি বিধির বিধানকে অতিক্রম করতে পারে? গভীর নিদ্রায় শ্রী রাম ঠাকুর নিদ্রিত। হঠাৎ স্বপ্নযোগে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলেন সৌম্য দর্শন এক সন্ন্যাসী। কানে দিলেন বীজমন্ত্র এবং বললেন, 'বৎস, প্রতিদিন একনিষ্ঠ হয়ে

এই শক্তি মন্ত্র জপ্ করে যাও। মুক্তির পথ তোমার অচিরেই উন্মুক্ত হয়ে যাবে।' তাঁর জীবনে শুরু হলো বিশেষ নতুন অধ্যায়। সিদ্ধ মহাপুরুষের মতো তিনি মাঝে মাঝেই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়তেন। ভাবাবিষ্ট শ্রীশ্রী রামঠাকুর ১৮৭২ সালে সকলের অজ্ঞাতে পরম সত্যকে জানার জন্য গৃহত্যাগী হন। ঠাকুর বালক বয়সে পায়ে হেঁটে বন-জঙ্গল, পাহাড়-নদীর অজানা অচেনা দুর্গম পথ অতিক্রম করে পৌঁছলেন আসামের শ্রীশ্রী কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে। অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রী কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে পৌঁছে স্বপ্নাদিষ্ট গুরুদেবের সিদ্ধ নাম এক মনে জপ করার সময় তিনি পরিস্কার শুনতে পেলেন গম্ভীর গলায় তাঁকে কে যেনো ডাকছে? রাম, রাম ডাক শুনে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হলো না, যে গুরুদেবের সিদ্ধ নাম তিনি স্বপ্নে পেয়েছেন, এই ডাক হলো সেই মহাপুরুষের (পরমগুরু শ্রী অনঙ্গদেব)। গুরুদেবের এ অমোঘ মন্ত্র প্রভাব প্রবল আলোড়ন এনে দেয় শ্রী রামের জীবনে। [যমজ ভ্রাতা রাম-লক্ষ্মণ ছিলেন অবিবাহিত।]

মধ্যপ্রদেশের গহীন অরণ্য মধ্যে গুরু অনঙ্গদেব শ্রী রামঠাকুরকে একটি যোগাসনে স্থিত করে অন্তর্হিত হলেন। সেখানে ঠাকুর প্রায় ১৬ (ষোল) বছর একাসনে ছিলেন এবং বিশেষ শক্তি অর্জন করলেন। বহুদিন পর গুরুদেব ফিরে এলেন এবং এবার যাত্রা শুরু করলেন রহস্যে ঢাকা হিমালয়ের হিম অঙ্গে। পরিভ্রমণ ও দর্শন করলেন যোগেশ্বর আশ্রম, কৌশিকী পর্বত, খরস্রোতা মন্দাকিনী, যোগী, সাধু-সন্তদের সাধনক্ষেত্র, নন্দন-কানন সহ অন্যান্য মনোরম স্থান ও দৃশ্য।

যোগ ও তন্ত্র সিদ্ধির সাধন শেষে গুরুর আদেশে শ্রী রামঠাকুর ফিরে এলেন লোকালয়ে লোক শিক্ষা ও জনহিত ব্রতে। তবে কি নিয়ে ফির্ছেন লোকালয়ে? ফির্ছেন সপ্তলোকের ঠিকানা নিয়ে। শ্রী গুরুদেবের অশেষ কৃপা নিয়ে। জীবন যুদ্ধের জয়ী সাধক আজ রথের সুদক্ষ সারথি।

শ্রীশ্রী রামঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তির যথেষ্ট প্রভাব ও প্রচার রয়েছে তবে স্বল্প পরিসরে জ্ঞাত হই। হুগলীতে থাকা অবস্থায় প্রবল জ্বরে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সমস্ত শরীরে ফোস্কা দেখা দিয়েছে। ডাক্তার (ঠাকুরের ভক্ত) আপ্রাণ চেষ্টা করে সেবা দিলেন সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু কোনো উপশম হলো না বরং অবস্থা আরও অধঃগামী হলো। ডাক্তার ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে নিয়ে আশাহত হলেন। তবে হঠাৎ কোথা থেকে এক ফকির এলেন শিকড় নিয়ে। বললেন বেটে খাওয়াতে হবে। তৎক্ষণাৎই ফকির অদৃশ্য হলেন। ঠাকুর সুস্থ হয়ে উঠলেন শেকড় বাটা খেয়ে এবং সকলে চিন্তামুক্ত হলো। এভাবে বিভিন্ন দৈবিক ঘটনা আমাদের বিভিন্ন জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করে।

দেহ যেমন প্রাপ্তি আছে, তেমনি দেহের নশ্বরতাও আছে। ১৩৫৬ সনের ১৮ বৈশাখ (১৯৪৯ সালের ১লা মে) রবিবার পুণ্য অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে ৯০ বছর বয়সে শ্রীশ্রী রামঠাকুর অগণিত শিষ্য-ভক্তকে কাঁদিয়ে মহাসমাধির গর্ভে দেহ রেখে মিলে গেলেন পরমব্রহ্মে। তিরোধনের প্রায় ৪০ ঘণ্টা পরেও দেহ ছিলো অমলিন, অবিকৃত ও জ্যোতির্ময়। বলে গেলেন, 'কোনো ভাবনা নয়, গুরু সকল অভাব হতে উদ্ধার করবেন, ইহাই গুরুর স্বভাব। গুরু কৃপা হয় সতত হৃদয়ে নাম ধারণ করলে। .... গুরুর মৃত্যু হয় না।'

জয় রাম জয় গোবিন্দ। ঠাকুর সকলের মঙ্গল করুন।

ছোট গল্প

মন দিয়ে পড়বে যে, বড় একদিন হবেই সে

এক গ্রামে ছিল একটি মন্দিরভিত্তিক ছোট্ট স্কুল। সেখানে পড়তো ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে কয়েকজন ছিল খুব নিয়মিত- জয়িতা, শ্যামলী, বিমল আর মিতু। তারা সব সময় বলতো, “আমরা যদি মন দিয়ে পড়ি, তবেই না বড় হবো একদিন!”

ওরা ক্লাসে মনোযোগ দিতো, শিক্ষকের কথা ভালো করে শুনতো। প্রতিদিন মন্দিরে পূজা দিতো, দেব-দেবীর আরাধনা করতো। শুদ্ধ সুরে গীতাপাঠ করতো। কোন একদিন ভগবান তাদের ভালো কাজে খুশি হয়ে আশির্বাদ বর্ষণ করলো। একদিন দেখা গেল, তারা সবাই বড় হয়ে গেছে-জয়িতা ডাক্তার, শ্যামলী লেখক, বিমল ঋষি আর মিতু চিত্রশিল্পী হয়েছে। তারা সবাই বাবা-মা ও গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করেছে। এখন তারা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটায় এবং গ্রামের অবহেলিত মন্দিরগুলো সংস্কার ও বিভিন্ন মন্দিরে পুজা-অর্চনার জন্য দান করে, আর গ্রামের দুঃখি মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়।

কিন্তু যারা নিয়মিত স্কুলে যেত না, পড়াশোনায় মন দিত না-তারা কেউ দিন মজুর, কেউ সবজি বিক্রেতা, কেউ বেকার হয়ে কষ্টে জীবন কাটায়। অনেকেই অসুখে ভুগে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যায়। কেউ কেউ খারাপ পথে চলে যায়। তাদের দেখে বাবা-মা ও গ্রামের মানুষ দুঃখ পায়।

বন্ধুরা, আমরা এই গল্প থেকে শিখি- “সময়মতো মন দিয়ে পড়ালেখা করলে, জীবনে সাফল্য আসবেই। যারা নিয়মিত স্কুলে যাবে শেখার প্রতি আন্তরিক থাকবে আর ভগবানের আরাধনা করবে, তারাই একদিন বড় হয়ে সমাজে আলোকিত মানুষ হবে।

(মো: আব্দুল ওয়াদুদ শেখ)
ফিল্ড সুপারভাইজার
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
জেলা কার্যালয়, বগুড়া।

প্রকল্প সম্পর্কে কেন্দ্র শিক্ষক এর অনুভূতি

আমি সুভাশীষ সাহা খোকন, হিন্দুধর্মীয় কল্যান ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গনশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের কুষ্টিয়া জেলার শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির গীতা শিক্ষা কেন্দ্রের সূচনালগ্ন থেকে অর্থাৎ ২০১৮ সাল থেকে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছি। ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে আমার গীতার জ্ঞান সামান্য। তাই প্রথম অবস্থায় আমাকে অনেক সমস্যার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু ২০১৯ সালে বিভাগীয় পর্যায়ে গীতা শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়। ২২-২৬মে সেখানে কুষ্টিয়া জেলা প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহন করি। এর পরে আমাদের কুষ্টিয়া জেলা অফিস থেকে বিভিন্ন সময় প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও ফিল্ড সুপারভাইজারের দিক নির্দেশনার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকা বই পাঠের মাধ্যমে পাঠদান কৌশল অনুসরন করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় দুই বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হই। এছাড়া প্রতি বছর আমার কেন্দ্র থেকে দুই-তিন জন শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়। বিষয়টি অতি গৌরবের। ব্যক্তিগত জীবনে আমি একজন ব্যবসায়ী অথচ আমি আমার শিক্ষার্থীদের নিয়ে মাসে যখন প্রার্থনা বা বনভোজন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করি, তখন আমি এদের মধ্যে যে খুশি দেখতে পাই সেই খুশি মনে হয় স্বর্গের সুখের মত। পরিশেষে একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। কিছুদিন আগে আমাদের স্কুলের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়ী বেড়াতে যাই এবং সেই জায়গাতে একজনের সাথে পরিচয় হয় এবং জানতে পারি, সে ধর্ম বিরোধী ও অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত। আমি তাকে নিয়ে সারাদিন আমাদের সাথে রাখলাম এবং কথা বললাম, পরে আমার স্কুলে ভর্তি করলাম। তিনি শিক্ষা গ্রহন করে এখন একজন ধার্মিক ভক্ত ও বর্তমানে নিরামিষ আহার করে এবং আমাকে পন্ডিত স্যার বলে ডাকেন, তাকে দেখে আমার মন প্রশান্তিতে ভরে ওঠে যে, আমি একটা ভালো কাজ করতে পেরেছি। সেদিন থেকে আমি আরও ধর্ম ও স্কুলের প্রতি সময় দিতে থাকি। আমি স্কুলে যে শান্তি পাই, সেই শান্তি অন্য কোথাও পাই না। এটা আমার কাছে মনে হয় স্বর্গ সুখের থেকেও বড় কিছু।

সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠির জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বয়স্ক কেন্দ্র সরকারের এক অসাধারণ সহযোগিতার ফসল। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, পাশাপাশি প্রকল্পটি রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

খোকন সাহা

(সুভাশীষ সাহা খোকন)
কেন্দ্র শিক্ষক
শ্রী শ্রী গোপীনাথ জিউর মন্দির, কুষ্টিয়া।

বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই একটাই স্বপ্ন দেখে জীবনে কিছু করতে হবে, কিছু হতে হবে। জীবনে এই কিছু করার ইচ্ছা শক্তির পর সব থেকে যা প্রয়োজন হয় তা হলো অনুপ্রেরণা। আর এই অনুপ্রেরণা দিয়েছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম । ২০০৬ সাল থেকে শুরু হয় মন্দিরভিত্তিকের সাথে পথ চলা। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তিগুলোর মধ্যে একটি হল মন্দিরভিত্তিকে শিক্ষকতা করা। কোমলমতি শিশুদের হাতেখড়ি হয় আমার পাঠদানের মাধ্যমে। ছোট ছোট শিশুদের মুখের নির্মল ভাষার দ্বারা যখন তারা গীতার শ্লোক বলে আত্মতৃপ্তি তৈরি হয় নিজের মধ্যে। শিশুদের ০৭টি বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষা অঙ্গনে স্বর্তঃফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপি শিক্ষনের বীজ রচনা করার লক্ষ্যে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথে আমিও একজন সহযাত্রী। এটা আমার জীবনের পরম প্রাপ্তি। ২০১১ ও ২০১৮ সালের শিক্ষাবর্ষে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হই। এছাড়াও ২০১৬ সালে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রধান কার্যালয়ে নির্বাচিত শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষন হয়। মৌলভীবাজার জেলার নির্বাচিত ২জন শিক্ষকদের মধ্যে আমিও একজন। এছাড়াও বিভিন্ন বুনিয়াদি প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের শ্রদ্ধেয় স্যারদের সহযোগিতায় আজ আমি পরিপূর্ণ । কোভিড-১৯ এর সময় সাপ্তাহিক সমবেত প্রার্থনা এবং অনলাইন ও হোমভিজিটের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সফল হই। কেন্দ্র মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে সার্বিক চলার পথ আরও সহজতর হয়ে উঠে আমার। আমার একজন ছাত্র বর্তমানে সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। সত্যিকারের সাফল্যের সাথে পেশাগত কৃতিত্ব এবং ব্যক্তিগত সুস্থতার মধ্যে ভারসাম্য জড়িত থাকে, উদ্দেশ্য এবং তৃপ্তির অনুভূতি জাগায়। সবাই আমার জন্য আর্শীবাদ করবেন আগামীর দিনগুলো মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সাথেই পথ চলতে পারি।

সুভদ্রা ঊর্মিলা পুরকায়স্থ
৩০/০৯/২৫

(সুভদ্রা উর্মিলা পুরকায়স্থ)
কেন্দ্র শিক্ষক
শ্রী শ্রী গোপাল জিউড় আখড়া
শাপলাবাগ, আ/এ, উপ-শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

প্রকল্প সম্পর্কে কেন্দ্র শিক্ষক এর অনুভূতি

আমি নমিতা সরকার। বর্তমানে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, মন্দিরভিত্তিক শিশু গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের টাঙ্গাইল জেলাধীন মির্জাপুর উপজেলার “গোড়াই গন্ধর্ব্যপাড়া সরকার লক্ষীকান্ত দুর্গা ও রাধাগোবিন্দ মন্দিরে” প্রাক প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। শৈশব থেকেই লেখালেখি ও ছবি আকাঁর পাশাপাশি শিক্ষকতা পেশার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম। মাধ্যমিকের গন্ডি পেরুনোর পূর্বেই বিবাহিত জীবনে পদার্পন, সাংসারিক জীবনের কর্মকরেও লেখাপড়া চলমান রেখেছিলাম। সর্বময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন গর্ভধারিণী মা ও স্বামী। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় থেকেই কোমলপ্রাণ শিশুদের পড়ালেখা করাতাম এক অনন্য ভালোবাসা থেকে। পাশাপাশি আমার লেখালেখি চলমান ছিল। আমি যখন দশম শ্রেণিতে পড়ি তখন আমার একটি কবিতা মা আমেনা সাহিত্য একাডেমি লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে ২০২১ সালে জাতীয় পত্রিকা সময়ের আলো “অজ” নামে একটি শিশুতোষ ছড়া প্রকাশ পায়। আমার লেখা প্রথম কাব্যগ্রন্থে ‘‘গোপন রঙে ফোটে স্বার্থের ফুল” বুনন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি শিশুতোষ ছড়ার বই “খোকার ঘুঁড়ি” দেশ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়।

সৌভাগ্যবশত: মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ২০১৮ সালের নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং নির্বাচিত হই। শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আমাকে একটি প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনার এই পেশায় সম্মানীভাতা অতি সামান্য এর উপর আপনার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন? উত্তরে আমি বলেছিলাম সম্মানীর থেকেও অধিকতর মহামুল্যবান ও সম্মানজনক পেশা শিক্ষকতা।

শৈশব থেকেই আমি আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন দেখতাম। ভাঙ্গাগড়ার জীবনে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সবসময়ই চেষ্টা করেছি। জীবনকে আত্মোপলদ্ধি করার পাশাপাশি বাস্তবতার কঠিন অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করতে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি, সততা, নিষ্ঠা ও কার্মদক্ষতার মধ্য দিয়ে। আর তাই সর্বাত্মক চেষ্টা, সততা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে শিক্ষার্থীদের সাথে সহানুভূতিশীল ও মাতৃস্নেহে শিক্ষাদানে উদ্ভাবনী কৌশল এবং গঠনমূলক শিক্ষা গড়ে তোলায় সর্বাত্মক চেষ্টা করি। তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার পাশাপাশি শিষ্টাচারও শিখিয়ে থাকি। শিক্ষার্থীরা যেন অদূরভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে যা আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার অপরিহার্য্য অংশ।

কোভিড-২০১৯ চলাকলে বিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও অফিস নির্দেশনা মেনে অনলাইনে পাঠদান চলমান রেখেছিলাম। ২০২০ সালে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের হাত থেকে প্রথম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার সম্মাননা গ্রহন করি। দ্বিতীয় বারের মতো শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সম্মাননা পাই ২০২৪ সালে। যা আমাকে আরো আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। মন্দিরভিত্তিক শিশু গণশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষকতা পেশার মতো মানুষ গড়ার মহতী পেশায় নিয়োজিত থাকতে পেরে আমি ধন্য। আমি যেন সততা ও নিয়মানুবর্তীতার মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর সাথে বন্ধুসুলভ ও মাতৃস্নেহে পাঠদান দিয়ে আগামীর পথ চলা সুদৃঢ় করতে পারি।

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মূলনীতি শিক্ষা-ধর্ম-সম্প্রীতি অন্তরে ধারন করে এমন মহতী পেশাকে মূল্যবান ব্রত হিসেবে, কমিউনিটিভিত্তিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য।

(নমিতা সরকার)
গোড়াই গন্ধর্ব্যপাড়া সরকার লক্ষীকান্ত
দুর্গা ও রাধাগোবিন্দ মন্দির
মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

প্রকল্প সম্পর্কে কৃতি শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সফলতার গল্প

আমি পিপাসা মল্লিক। আমার শিক্ষকতা পেশার সুচনা হয় ২০০৫ সাল থেকে। শিক্ষা মানুষের জীবনকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে এবং মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আমার ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা ছিলো নিজেকে জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ করা এবং অন্যকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা। ধীরে ধীরে সেই ইচ্ছাটা স্বপ্নে পরিণত হয়। আমার স্বপ্ন ছিল একজন আদর্শ শিক্ষিকা হওয়া। ২০০৪ সালে আমি "মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম" এর আওতায় প্রাক-প্রাথমিক এ শিক্ষকতা করার সুযোগ পাওয়ার মাধ্যমে আমার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে পেরেছি। মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষাদানের সুযোগ থাকায় এই চাকরিতে আমি কর্ম ও ধর্মকে একই পথে পালন করতে পারছি। এই অপূর্ব সুযোগদানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শিশুদের প্রতি আমি সর্বদাই যত্নসুলভ আচরণ করি এবং আমি শিশুদের অনেক ভালোবাসি। শিক্ষক হওয়ার মাধ্যমে শিশুদের প্রতি আমার ভালোবাসা রূপ নেয় এক পবিত্র দায়িত্বে। আমি যেদিন স্কুলে প্রথম পা রাখি তখন আমার চোখে ছিল স্বপ্নের দীপ্তি আর হৃদয়ে ছিল শত শত কোমলমতি প্রাণের প্রতি দায়িত্ববোধ।

শিশুরা কখনো চঞ্চল স্বভাবের কখনো কৌতুহলী আবার কখনো একদম চুপচাপ। আমি শিশুদের সাথে মিশতে মিশতে তাদের বুঝতে শুরু করলাম। কেউ গল্প শুনে শিখতে চায়, কেউ ছবি একে শিখতে চায়, কেউ অভিনয়ের মাধ্যমে শিখতে চায়। আমি তাদের গল্প শুনাতাম, ছড়া গান শিখাতাম। তারা ক্লাসে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে আমার কথা শুনতো এবং তাদের মন আনন্দে ভরে উঠতো। আমি সর্বদাই চেষ্টা করি পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি শিশুদের মানসিক বিকাশ, সামাজিক আচরণ, সৌজন্যবোধ, আত্মবিশ্বাস এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে শিশুর কাছে এসে কোলে বসে, মুখে হাত বুলিয়ে আদর করতে আমার অনেক ভালো লাগে। শিশুরা অসুস্থ হলে তাদের বাড়ি গিয়ে খোজ খবর রাখি এতে তারা আমাকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়।

২০২০ সালে যখন কোভিড ১৯ শুরু হয়, তখন মনটা খারাপ থাকত। তাদের সাথে দেখা হতো না। তখন আমি বাড়ি গিয়ে হোমভিজিট করতাম। তারা আমাকে পেয়ে খুবই খুশি হতো। অভিভাবকদের সাথে আমি সর্বদা যোগাযোগ রাখি এবং অভিভাবকরা আমার সাথে যোগাযোগ রাখে। শিশুদের বিকাশে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। তারা সঠিক সময় তাদের বাচ্চাদের স্কুলে নিয়ে উপস্থিত হয়। তাদের বাচ্চাদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় এতটা অগ্রগতি দেখে অভিভবকরা অভিভূত হয়ে কার্যক্রমের প্রতি অনেক আন্তরিক হয়। মন্দির কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। উক্ত কমিটির মাধ্যমে আমি বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা পেয়ে থাকি।

আমার শ্রদ্ধেয় সহকারী প্রকল্প পরিচালক চৈতি মহলদার ম্যাডাম ও ফিল্ড সুপাভাইজার মানবেন্দ্র মন্ডল স্যার অত্যন্ত আন্তরিক। তারা আমাকে সর্বদাই সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আমি সেগুলো অনুসরণ করি। শ্রদ্ধেয় মানবেন্দ্র স্যার নিয়মিত ভিজিট করতে আসেন এবং শিশুদের বিভিন্ন বিষয় সমূহ হাতে কলমে শিখান। প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামের স্কুল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমার স্কুল পরিদর্শন করেন। গত ০৪/০২/২০২৪ ইং তারিখে আই.এম.ই.ডির মহাপরিচালক, সরকারের অতিরিক্ত সচিব, জনাব মুহাম্মদ আবদুল হান্নান স্যার আমার স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি এত ছোট ছোট বাচ্চাদের সাবলিল ভাবে শপথ, শ্লোগান, ছড়া, গান, বিভিন্ন দেবদেবীর প্রণাম মন্ত্র সুন্দর বাচনভঙ্গিতে বলতে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি আমার পরিদর্শন বহিতে চমৎকার ভাবে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন যেটা আমাকে আরো ভাল কাজ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৫ সাল আমার জীবনে অভান্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে আমি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হই। জেলা প্রশাসকের নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক সংবধনা অর্জন করি। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে পারা আমার জীবনের বড় প্রাপ্তি।

পরিশেষে শুধু একটি কথাই বলতে চাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর শিক্ষক হতে পেরে আমি অত্যন্ত গর্বিত এবং সর্বদা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রকল্পের সার্বিক সফলতা ও অগ্রগতি কামনা করি।

পিপাসা মল্লিক
কেন্দ্র শিক্ষক-কালিচরণপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির
কেশবপুর, যশোর।

প্রকল্প সম্পর্কে পঞ্চগড় জেলার অভিভাবকের মতামত

আমি বৃষ্টি রানী সোম। আমার বড় কন্যা স্নেহা রানী সরকার বর্তমানে বোদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। আমার কন্যা স্নেহা সরকারের শিক্ষা জীবণ শুরু হয় ২০২০ সালে শ্রী শ্রী গোবিন্দ জিউ কেন্দ্রীয় মন্দির হতে। মন্দিরের দিদিমনিই আমার কন্যার প্রথম শিক্ষাগুরু। কন্যার বয়স যখন মাত্র ৪ বছর তখন তাকে মন্দিরভিত্তিক স্কুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা, অংকন, হাতের লেখা ও ছড়া বলা শেখে। বিভিন্ন স্থানে সে গীতাপাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করে অনেক পুরষ্কার ও সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে আমার কন্যা বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও এর তালিকাভুক্ত ছড়াগান বিষয়ে নিয়মিত শিশু শিল্পী। এছাড়া সে একজন কাব-স্কাউট হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে অর্জন করেছে "শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ২০২৫"। গত ২৩ জুন বাংলাদেশের অন্তবর্তীকালীন সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড.মুহাম্মদ ইউনুস "শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ২০২৫" প্রদান করেন। সে পড়ালেখায় যথেষ্ট মেধাবী। আমার কন্যার সুনাম ও সফলতার মূলে রয়েছে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত শ্রী শ্রী গোবিন্দ জিউ কেন্দ্রীয় মন্দিরের এই শিক্ষাকেন্দ্রটি।

সর্বোপরি, আমার কন্যার মধ্যে যে ধর্মীয়, নৈতিক ও শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য আমি মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আমার সন্তানের সফলতার জন্য সকলের নিকট আর্শীবাদ প্রার্থনা করছি।

ধন্যবাদান্তে
বৃষ্টি সোম
স্নেহা রানী সরকারের মা, পঞ্চগড়।

প্রকল্প সম্পর্কে মেহেরপুর জেলার শিক্ষার্থীর অনুভূতি

আমি সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য (পায়েল), পিতা- শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য, শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, সদর, মেহেরপুর। আমি ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের মেহেরপুর জেলার ধর্মীয় শিক্ষা (শিশু) শিক্ষাকেন্দ্র হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আমি উক্ত শিক্ষাকেন্দ্র হতে ধর্মীয় ও নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহণ করার পাশাপাশি পবিত্র গীতা পাঠ ও ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করা শিখেছি। বর্তমানে আমি মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত আছি। আমি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুনামের সহিত পবিত্র গীতা পাঠ করে থাকি। আমি সামাজিকভাবে ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছি। আমি পরিশেষে বলতে চাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আনন্দিত ও গর্বিত মনে করি। আমি এই প্রকল্পের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য
সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য্য (পায়েল)
সাবেক শিক্ষার্থী
শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির,
সদর, মেহেরপুর।

প্রকল্প সম্পর্কে কৃতি শিক্ষার্থীর সফলতার গল্প

আমি উৎস কুমার দিব্য। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত আছি। আমার বাড়ি বগুড়া জেলায়। বাল্যকাল থেকেই পরিবারের মাধ্যমে সনাতন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছি, যা আমার জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করি। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি উদ্যোগ আমার বাল্যকালকে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর করে তুলতে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের উদ্যোগে দেশের প্রায় সব জেলাতেই বেশ কিছুসংখ্যক মন্দিরভিত্তিক স্কুল পরিচালিত হয়। ২০০৮ সালে আমাদের এলাকায় প্রথমবারের মতন এমন একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেটি ছিলো দক্ষিণ চেলোপাড়া সার্বজনীন শ্রী শ্রী শীতলা মন্দিরে। তখন আমার বয়স প্রায় পাঁচ বছর। সবেমাত্র হাতেখড়ি হয়েছে। প্রথম ব্যাচেই আমার মা-বাবা আমাকে সেখানে ভর্তি করিয়ে দেন। বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে একেবারে মৌলিক যে শিক্ষাটা আজকালকার শিশুরা প্লে শ্রেণিতে পেয়ে থাকে, আমিও তেমনটা পেয়েছিলাম আমার এই স্কুল থেকে। পাশাপাশি সনাতন ধর্মীয় শিক্ষালাভের শুরুও এখান থেকেই। আমাদের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু করে দৈনিক ক্লাস-সবটাই সাজানো ছিলো এমনভাবে, যাতে করে শিশুরা সহজে ও আনন্দসহকারে এই জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আমার শ্রদ্ধেয় নিপা দাস ম্যাডাম অত্যন্ত যত্নসহকারে ও আন্তরিকতার সাথে আমাদের শিক্ষাদান করাতেন। তিনি সেই ২০০৮ সাল থেকে প্রায় ১৭ বছর ধরে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও প্রণাম, আমার জীবনে এমন ইতিবাচকতা এনে দেবার জন্য।

আমাদের এলাকায় ঐটাই প্রথম মন্দিরভিত্তিক স্কুল হওয়ায়, জনগণের অত্যন্ত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছিলো। আমার এখনো মনে পড়ে, আমরা পাড়ার সব ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা দল বেঁধে স্কুলে যেতাম। অনেকে আশেপাশের পাড়া থেকেও আসতো। তাঁদের অভিভাবকরাও আসতেন। বেশিরভাগই ছিলেন মায়েরা, যারা মন্দিরের সিঁড়িতে বা উঠোনে সবাই মিলে বসে থাকতেন!! আর আমরা থাকতাম ম্যাডামের কাছে!! আমরা নিয়মিত ক্লাস করতাম। খুবই আনন্দ করে স্কুলের ওই কয়েক ঘন্টা কাটাতাম। এভাবে আমরা বাংলা ও ইংরেজি বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করে শব্দ তৈরি, বাক্য তৈরি শিখি এবং গণিতেরও মৌলিক জ্ঞান পাই। পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানও পাই, যা আমার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একেবারে বাল্যকালে হলেও, আমি এখান থেকেই আমাদের ধর্মীয় নানা উপাখ্যান ও ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি, যা আমাকে বড় হওয়ার সাথে সাথে একটি নৈতিক ও ধর্মসম্মত জীবন গড়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাহায্য করেছে। আর ২০০৮ সালের শেষে আমার মন্দির স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় বেশ কজনের সাথে যৌথভাবে আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। এই ঘটনা ১৭ বছর পরে এসেও আমাকে অনুপ্রেরণা দেয়। এরপর দীর্ঘ অনেক বছর কেটে যায়। নানা চড়াই উতরাই পেরিয়ে পরমেশ্বরের কৃপায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাই। আর একজন সনাতনী ছাত্র হিসেবে ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথ হলে থাকার সৌভাগ্যলাভ করি। আমার হলে বেশ অনেকগুলো ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে। সবাই মিলে আমরা আমাদের ধর্ম ও এদেশের সনাতনীদের জন্য ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্যও নানা উদ্যোগ নিই। যেকোনো অন্যায্য কাজের প্রতিবাদ করি।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি অনবদ্য উদ্যোগ জগন্নাথ হলেও রয়েছে। সেটা হলো গীতা শিক্ষা কেন্দ্র!! আমি ছোটকাল থেকেই মায়ের দেখাদেখি গীতাপাঠ করি। এমন সুবর্ণ সুযোগ আমি মোটেও হাতছাড়া করিনি। আমি এই উদ্যোগে সামিল হই। ১ বছরব্যাপী এই বিনামূল্যে গীতাশিক্ষা ও শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ এর কোর্সটি এখনো চলমান রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের ধর্মের নানা অজানা তথ্য আমরা জানতে পারছি। জীবনমুখী নানা আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্বন্ধেও দিক নির্দেশনা পাচ্ছি। সম্প্রতি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে একটি গীতাপাঠের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যেখানে আমি অংশ নিই এবং পরমেশ্বরের কৃপায় ৩য় স্থান অর্জন করি। এই ঘটনাও আমাকে আজীবন অনুপ্রাণিত করে যাবে। আমাদের এই গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক গৌরব চৌধুরী, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এই উদ্যোগ সফলভাবে এগিয়ে নিতে। তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও প্রণাম জানাই। পাশাপাশি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ঢাকা জেলার সহকারী প্রকল্প পরিচালক, যিনি আমার নৃবিজ্ঞান বিভাগের এবং আমার হলের একজন অগ্রজ, সেই শ্রদ্ধেয় পীযূষ সাহা দাদাকেও প্রণাম ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, এমন অনবদ্য উদ্যোগে যুক্ত হবার সুযোগ করে দেবার জন্য। সর্বোপরি, আমার জীবনে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও তাঁদের উক্ত দুটি উদ্যোগ অনস্বীকার্য ভূমিকা রেখেছে, যার জন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরমেশ্বরের কাছে সমগ্র সৃষ্টির মঙ্গল কামনা করছি। পরমেশ্বর সকলের কল্যাণ করুন। নমস্কার।

উৎস কুমার দিব্য
শিক্ষার্থী (বগুড়া জেলা)
নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকল্প সম্পর্কে কৃতি শিক্ষার্থীর সফলতার গল্প

"মন্দির থেকে স্বপ্নের পথ"

আমার জীবনে প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল কোন ইট পাথরের বড় স্কুলে নয়, বরং গ্রামের মন্দির চত্বরে। সে এক সরল, শান্ত বিকেল ছিল। তখন আমার বয়স খুব কম, চার-পাঁচ ছিল। পুজোর ঘ্রান মেশানো সেই শ্রীশ্রী গৌড় গোবিন্দ মন্দির, দঃ সিংহগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, নাসিরনগর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া বসেই শুরু হয়েছিল আমার শেখা। আমার ছোট বেলার এক বিশেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই মন্দির ঘরটিকে ঘিরে। দিনের আলো যখন ম্রিয়মান হয়ে গোধূলির আগমনের জানান দেয় তখন মনের কোন এক কোণে উঁকি দিয়ে উঠে বহু কাল আগে পেরিয়ে আসা কৃতকর্মের জীবন্ত স্মৃতি গুলো। স্মৃতি কখনো হারায় না। কিছু হয়তো চাপা পড়ে থাকে মনের কোন এক গহিনে। কিছু স্মৃতি এতটাই প্রাণবন্ত হয়ে থাকে যে আর সময়ের স্রোতে চাপা পরার অবকাশ থাকে না। আমার মতো আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রী সেখানে ছিল। মেঝেতে মাদুর পাতা। গোল হয়ে বসে পড়ালেখা করত সবাই। আমি তখন আসলেই পড়ার প্রতি খুব আগ্রহ অনুভব করতাম। কখনো কোনদিন বন্ধ করেছি বলে মনে হয় নি। অদ্ভুত ভালো লাগত সেখানে পড়তে। কতই না মজার সহিত পড়ালেখা করতাম সেখানে।

'খ' খই

"খই মুড়ি চিড়া দই
খেতে পেলে খুশি হই।"

এই সুন্দর ছন্দময় বাক্যগুলো আজ ও মনে বাজে। প্রত্যেকটা কবিতা ছন্দের তালে তালে অভিনয় করে শেখানো হতো যদিও তখনকার ছোট্ট আমি বুঝতে পারিনি মজার শিক্ষার পাশাপাশি আমাকে কত কিছু শেখানো হয়েছে। তবে পরে জীবনের প্রতিটি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে আমার শিক্ষার সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছি। আমি আচার-আচরণ, সামাজিকতা, নৈতিকতা কি না শিখেছি সেখান থেকে। আমি আমার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের প্রথম শিক্ষা গুরুকে প্রণাম জানাই। তিনি আমার পিতৃ সমতুল্য। তাঁর নাম ছিল মিহির কুমার পোদ্দার। আমি তাঁর মাধ্যমেই হয়তো এই শিক্ষা কার্যক্রমের ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছি। উনি আমাকে মৌচাক থেকে মধু আনার মতো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাটা দিয়েছেন। উনি সত্যিই এক অনন্য মানুষ। একজন আদর্শ শিক্ষক, একজন আদর্শ অভিভাবক। প্রতিটি ছাত্রকে আদর করে কাছে ডেকে উনার পড়া জিজ্ঞেস করার দৃশ্যটা আজও আমার চোখে ভাসে। পরিবারের দিক দিয়ে আমার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অনেকটাই দুর্বল। উনি আমাকে অনেক ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। উনার কাছ থেকে যে পরিমাণ সাপোর্ট পেয়েছি যাই লিখি না কেন কম হয়ে যাবে। আমার অর্থনৈতিক অবস্থা দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের অশেষ কৃপায়, আমার শিক্ষাগুরুর আর্শীবাদে এবং আমার মা, বাবার সহায়তায় আজ আমি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ২য় বর্ষে পড়াশোনা করছি। মন্দির থেকে পাঠদান শেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। পাঁচ বছর পড়াশোনা করে ২০১৪ সালে জিপিএ ৫.০০ পেয়ে পি.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তারপর ২০১৭ সালে জে. এস. সি. পরীক্ষায় ৫.০০ পেয়ে পাস করি। তেমনি করে এস. এস. সি. ও এইচ. এস. সি. পরীক্ষায়ও ৪.৭৫ এবং জিপিএ ৫.০০ পেয়ে আমি আমার কলেজ জীবন পাস করে আসি। সেগুলো আমার নাসিং জীবনে আসার আগের সফলতা। এই কথাগুলো আমার জীবন গল্পে লিখার একটাই কারণ আমি স্পস্ট করে বলতে চাই মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা হাতে খড়ি এই প্রতিষ্ঠানটি আমার জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আজ এত বছর পরও যখন মন্দিরের পাশ দিয়ে হাঁটি, সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মায়ের হাত ধরে যাওয়া, দিদির মুখের হাসি আর সেই সরলতা ভরা পড়াশোনার দিনগুলো যেন মনকে নরম করে দেয়। আমি এত দিনে এটা জানতে পেরিছে যে আমাদের সামনে ঘটা ঘটনাই হারিয়ে যায় না। অবচেতন মনে থেকে যায় আজীবন। আমার সেই একটি বছরের স্মৃতি কেবল অবচেতন মনটাকেই ধারণ করে নেই বরং আমার মানসপটে চির অম্লান। আমি আমার জীবনের একটি সোনালি সময় বলব এই একটি বছরকে। আমার শিক্ষা জীবনের ভিতটাই গঠিত হয়েছিল ঐ বছরটাতে। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের এই শিক্ষা পদ্ধতি আমার জীবনকে প্রাণবন্ত করেছিল। আমার কামনা থাকবে এই কার্যক্রম স্তিমিত না হোক। প্রতিটা সাফল্য মন্ডিত জীবনের সূচনা হোক এখান থেকেই।

রিংকু সরকার
নার্সিং ইনস্টিটিউট ব্রাক্ষণবাড়িয়া, ২য় বর্ষ

কবিতা

পালা বদল

প্রিয়াংকা সিকদার
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি

দিনগুলি সব যাচ্ছে চলে কমছে আয়ুর ভার,
মৃত্যু যেন হাতছানি দেয় দুয়ারে হজার বার।

খুলতে হবে দ্বার যে এবার ভাঙতে হবে তালা,
আসা যাওয়ার নিয়ম মেনেই দিন বদলের পালা।

পুরানো সব থাকবে পরে আসবে নতুন মুখ,
বুকের ভেতর গচ্ছিত থাক হারিয়ে যাওয়া সুখ।

স্বপ্নগুলো ডানা মেলুক আবার আকাশ জুড়ে,
এবার শুদ্ধতারই নিয়ন্ত্রনে উঠুক ভুবন ভরে।

নতুন প্রভাত হাতছানি দিক বিষন্নতার পরে,
সবাই যেন বাঁচতে পারে নিজের মতন করে।

আসা যাওয়ার নিয়ম মেনেই স্বপ্নগুলো সত্যি হোক,
জীর্ণতাকে মারিয়ে দিয়ে বাঁচতে শিখুক সকল লোক।

তারুণ্যের সূর্য

মিলন কুমার দাস
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি

এসেছে নতুন সূর্য নবীনের হাত ধরে
কত বঞ্চনা কত! লড়াই সহ্য করে,
থেকো তুমি অমলিন বাংলার বুক জুড়ে
শ্রমিক কৃষক দিনমজুরের মুখ আলো করে।

আবার আমরা মানুষ হবো বুকে নিলাম পণ
তারুণ্যের এই জয়ে দিওনা ভঙ্গ রণ,
এসো গড়ি দেশ নিয়ে তারুণ্যের আলো
একসাথে সবাই ধনি-গরিব সাদা-কালো।

বন্ধুর পথে চলে তরুণ নিয়ে কত আশা
হাজারো বাঁধা তবু নেই কোন নিরাশা,
গড়বে তরুণ নতুন দেশ করেছে আজ শপথ
ভয়-ভীতি ছেড়ে চলবে তারুণ্যের বিজয় রথ।

আমাদের গ্রাম

শিমুলা রানি মজুমদার
কেন্দ্র শিক্ষক, শরীয়তপুর

আমাদের গ্রামে নামে
পাখিদের ঢল,
হেসে খেলে মেতে ওঠে
কিশোরের দল।
হাট-মাঠ-ঘাট ভরা
প্রকৃতির রুপ,
পাড়ায় পাড়ায় জ্বলে
স্নেহময়ী ধুপ।
নদীনালা খাল-বিল
করে কত খেলা,
অবিরত আসে যায়
মাঝিদের ভেলা।
চারিদিকে ঝকঝকে
সবুজের ভাঁজ,
রুপে গুনে ভরপুর
অপরুপ সাজ।

আদর্শ জীবন

লাকি সূত্রধর
কেন্দ্র শিক্ষক, সুনামগঞ্জ

জীবনকে গড় তুমি
হিন্দু ধর্ম মতে,
যদি সুখ পেতে চাও
স্বর্গ বাসি হতে।
গীতার বাণী পড়
পড় পুরাণ,
উভয়ে আছে চির
সত্যের বিধান।
জীবনের চর্চাপথে
আদর্শ বিজ্ঞান,
গীতা হয় জীবনের
সঠিক বিধান।
গীতাকে সেবা কর
শুন তার বাণী,
তাকে বুকে রাখ
ওহে জ্ঞানী-গুণী।

কবিতা

স্বদেশ

মিঠুন কান্তি রায়
ফিল্ড সুপারভাইজার, মশিগশি

আহা! মরি মরি;
অপরুপ শোভা দেখি,
যত দূর পানে-
দৃষ্টির সীমানা জুড়ি।

কি অপরুপ রুপে-
সাজিয়েছো তুমি,
সবুজ শ্যামলে ভরে
আমার জন্মভূমি।

মাঠ ঘাট প্রান্তরে-
সবুজের সমারোহে,
ভরে আছে শস্য শ্যামলে
প্রশান্তি চারিধারে।

নদীর ধারে গাছের ছায়ায়-
নির্মল নিঃশ্বাসে,
দেহ মন জড়ায় মায়ায়
বিশুদ্ধ বিশ্বাসে।

পূণ্য ভূমির পূণ্য ছোঁয়ায়-
ষড়ঋতু যায় খেলে,
বৃক্ষ শাঁখায় পুষ্প ফোঁটায়
মাটির ছোঁয়া পেলে।

সহজ সরল মানুষ হেন-
আছে মিলেমিশে,
দুঃখ কষ্ট সমান যেন
ভাগ করে নেয় শেষে।

শিশুরা আমার আপন

স্মৃতি রানী বিশ্বাস
কেন্দ্র শিক্ষক, চাঁদপুর

শিশুরা আসে রোজ সকালে
হাসি মুখে খাতা কলম হাতে।
আমি তাদের গল্প শোনাই
ছড়া গেয়ে আনন্দ জাগাই।

রঙ্গিন বই আর ছবির ভেতর
শিখিয়ে দিই অ আ ক খ যত।
খেলতে খেলতে শেখে তারা
জ্ঞান নেয় হাসি ছড়িয়ে সারা।

শিক্ষা দেই মন দিয়ে
ভালোবাসা রাখি হৃদয়ে।
ওদের চোখে স্বপ্ন দেখে
আমি থাকি সর্ব সুখে।

স্লোগানে স্লোগানে ধর্ম শিক্ষা

শ্রী মিন্টু কুমার ভদ্র
সহকারী প্রকল্প পরিচালক, মশিগশি

মন্দিরভিত্তিক ধর্ম শিক্ষা,
ধর্ম জাতি করবে রক্ষা।
বেদ, উপনিষদ, গীতা ধর;
ওই মানুষ গড়ার কারিগর।

সবার উপরে জ্ঞানের রাজ;
মানুষ গড়াটাই আসল কাজ।
মানুষের মতো মানুষ হলে
ছায়ের গাদায় সোনা ফলে।

ভগবানের কৃপা নিয়ে
মন্দিরভিত্তিক স্কুলে গিয়ে।
হাসতে খেলতে জানতে থাকি
মানুষ হবার মন্ত্র শিখি।

শিক্ষা ছাড়া আর নাই উপায়
মন্দিরকেও গড়ি বিদ্যালয়।
উপাসনা, পূজা হবে
আবার সবাই শিক্ষাও পাবে।

নীতি শিক্ষায় দেশটা গড়ি
মানবতাবোধ লালন করি।
মানুষ হলে সৎ বিবেকবান
দেশটা হবে স্বর্গ সমান।

মানবতার পেখম মেলে
শান্তির আলো উঠবে জ্বলে।
বিজ্ঞান, শান্তি, প্রেম আর ধর্ম
মন্দির স্কুলের আসল কর্ম।

মন্দির স্কুল টেকসই হবে
ধর্ম নীতির শিক্ষা দেবে
এই চাওয়াটাই সবার মনে
বাঁধছে দানা ক্ষণে ক্ষণে।

কবিতা

॥ মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (মশি গশি) কার্যক্রম ॥

চন্দনা রায়
কেন্দ্রশিক্ষক, ঠাকুরগাঁও

নমঃ নমঃ নমঃ মশি গশি মম
প্রণতি জানাই,
তুমি দিলে মোরে শূণ্য কোল ভরে
পূর্ণ করি ঠাঁই।
বট বৃক্ষ তুমি মম বঙ্গভূমি
তরুবর রাজা,
তোর গাঢ় ছায়া মধু মাখা মায়া
যেন তরতাজা।
দেখ মুখ তুলি অই শিশু গুলি
তোমার উঠানে,
সুর তুলি অই পড়ে পুঁথি বই
যা আছে পুরাণে।
ভাল হোক কর্ম গীতা পাঠ ধর্ম
এতো নয় অন্য,
সদা সত্য বলো ন্যায় পথে চলো
কাঁদো পর জন্য।
এই সব কথা ব্যাখ্যা নিরবতা
ধৈর্য শক্তি বল,
হারাইত্তনা তবে বিপদে আপদে
আত্ম বল।
কিন্তু ভয় আছে ভুত আছে পিছে
যাও তুমি ছাড়ি,
তুমি গেলে মাগো কোথা কোল পাব
কাঁদি তোর লাগি।
শয়নে স্বপনে নিঝুম বিজনে
থাকি আনমনা,
থামো থামো থামো মশিগশি মম
অনাথ করোনা।
জীবনটা অল্প পথ চলা গল্প
খানিক শুধাই,
তুমি আছো মিশে এই
বাংলাদেশে যেন না হারাই।

নীলগিরি, বান্দরবান

রানা প্রধান
কম্পিউটার অপারেটর, বান্দরবান জেলা

নীলগিরিতে নীল আকাশে
মেঘেদের খেলা,
দেখতে লাগে সমুদৌর
ইচ্ছে করে ভাসাই মনের ভেলা ।
কখনও বা নীল আকাশে
সাদা মেঘে ঢাকা,
কখনও বা স্বচ্ছ বাতাসে
গাছ-গাছালির কাঁপা।
কখনও বা সু-উচ্চ পাহাড়ে
সবুজের সমারোহ,
কখনও বা প্রচন্ড রোদে
গ্রীষ্মের তাপদাহ।
কখনও বা সন্ধ্যার আকাশে
গোধূলী নামার বেলা,
নীলগিরি তার সমস্ত রুপের
বন্ধ করে খেলা।
নীলগিরিতে একেক সময়
একেক রকম বেশ,
প্রকৃতির রুপে ঘেরা
প্রিয় বাংলাদেশ।

ভক্তিমূলক গান

শ্যামলী কর্মকার
কেন্দ্র শিক্ষক, বগুড়া

গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ অভিন্ন
জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন
ত্রিভূবন করে যার চরণ বন্দন।।
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র গদা পদ্ম ধর
নদীয়া নগরে দন্ড কুমন্ডল কর।।

কেহ বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা
গোলকের বৈভব নীলা প্রকাশ করিলা।।
শ্রীরাধা ভাবে এবে গোরা অবতার
হরে কৃষ্ণনাম গৌর করিলা প্রচার।।

বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ।।

কবিতা

গীতা শিক্ষা

মিনা মৈত্রী

শিক্ষক, মাগুরা

নন্দ সুত গোবিন্দের প্রেয়সী রাধিকা,
পাই গল্প উপাখ্যান আর স্তোত্র কবিতা।
হাজারো গল্প কথা আরো বর্ণনা তীর্থ,
জীবন গড়ার স্বপ্ন আছে, যারা জীবনে ব্যর্থ।
শৈশব কৈশোর গেলো করেনি গীতা শিক্ষা,
জীবনই বৃথা তাদের যারা করেনি কৃষ্ণনাম ভিক্ষা।
বৃথাই সংসার তবু আছি মজে,
কতই না বাহারি ভাব আছি রঙে সেজে।
গোবিন্দের গুনগান আর ঠাকুর কানাই,
তাহার বন্দনা আমি গীতার মাঝে পাই।
নিত্য দিনের পাঠ্য গ্রন্থ এখন পাঠের অংশ,
অনুস্টুপ ত্রিস্টুপ আর আছে অপভ্রংশ।
প্রতিদিন রুটিন করে গীতা স্কুলে যাই,
শিশু কিশোরদের পড়িয়ে আনন্দে গা ভাসাই।
গোবিন্দের প্রনাম মন্ত্র তত্ত্ব করে সার,
ঠাকুরের স্তোত্র কীর্তন মুখস্থ যার যার।
গীতা শিক্ষার জন্য সরকারের মহতী উদ্যোগ,
প্রার্থনা জানাই তাদের জন্য যখন দেই ভোগ।
গোবিন্দের অশেষ কৃপা মহিমা অপার,
সকলের মঙ্গল কামনায় করি উপসংহার।

একটি নতুন সূর্যোদয় মন্দির

প্রিয়াংকা দাস

শিক্ষক, মানিকগঞ্জ

শান্ত সকাল, স্নিগ্ধ বায়ু, মন্দির দ্বারে আলো,
ধূপের গন্ধ, ফুলের মালা, চরণ তলে ভালো।
দেবতার আশীর্বাদ মেলে, আরতি গায় প্রাণ,
সেই পবিত্র ভূমিতেই শুরু হয় জ্ঞানের দান।

শুভ্র ভোরে মন্দির চত্বরে, বাজে জ্ঞানতারার সুর,
কচি মুখে, চোখে ভাসে নতুন ভুবনের সুর।
মন্দির প্রাঙ্গণে জ্ঞান আর শুভ্রতার জ্বলুক দীপ,
শিশুর হৃদয়ে ধর্ম আর নৈতিকতায় গাঁথা এই পাঠ,
শুধু বই নয়, শেখায় সত্য-সাত্বিক প্রভাত।

ঘণ্টার ধ্বনিতে গেয়ে ওঠে শুভ সূচনার গান,
শুরু হয় শিক্ষার যাত্রা আলো-ভরা প্রাণ।
শিখে তারা অ আ ক খ, সাথে ভক্তির বাণী,
সুরে সুরে মুখস্থ হয় গীতা, জ্ঞান-পুরাণ, ধর্মীয় কাহিনী ।

ছোট্ট হাতে আঁকে তারা স্বপ্নের দৃঢ় রেখা,
বর্ণমালার মাঝেও থাকে মঙ্গলের দেখা।
শুধু পড়া নয়, শেখে তারা জীবন গড়ার রীতি,
শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, আত্মবিশ্বাস আর ভক্তি।

নয় এটি কেবল শ্রেণিকক্ষ কিংবা বইয়ের পাঠ,
এ এক ধর্ম, জ্ঞান আর মানবতার সাথে মিতালি আঁত।
গীতার বাণী, নীতির ছন্দ, গল্পে মেলে ইতিহাস,
ভক্তি আর সাহসে শিশুর হৃদয়ে গড়ে প্রবল বিশ্বাস।

এই মন্দির নয় শুধু উপাসনার ঠাঁই,
এ যে এক পাঠশালা আলো ও ন্যায়ের ঠাঁই।
পদ্মের মত শিশুর নির্মল মন, স্বপ্ন দেখে তারা,
কলরবে মুখর শিশুরা গায় জীবনের নতুন ধারা।
সংস্কার, সৌন্দর্য, মানবতা শিখা
ধর্ম, নৈতিকতা আর মানবতায় গড়া আত্মিক পথচলা।

শিক্ষা এখানে শুধু মুখস্থ পাঠ নয়,
এখানে শেখা হয় কীভাবে মানুষ হতে হয়।
ধর্মীয় শৃঙ্খলা নয় কেবল রীতির বাহার,
এ যেন আত্মার নির্মাণ, জীবনের আলোকসার।

মন্দির হোক জ্ঞানের পূর্ণস্থান, যেথা শিশু শিখে ন্যায়ের গান।
যারা হবে একদিন সত্য-সেবার জ্ঞানবান।
তাদের চোখে দেখি আমি আগামীর আলোক,
যে আলোতে জ্বলবে সভ্যতা সৎ সাহসে উচ্চ শোক।

প্রতিবেদন করি নিবেদন, কৃতজ্ঞ হৃদয় দিয়ে,
এই ধারায় যেন আনে আরও প্রশান্তি বয়ে।
আশীর্বাদে, সহানুভূতিতে হোক পুণ্যের বৃদ্ধি,
প্রতি মন্দির হোক একেকটি জ্ঞানের প্রদীপ নিধি।

প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের খাতভিত্তিক অগ্রগতি

1. Quarterly Financial and physical:

(Taka in Lac)

		Ist Quarter		2nd Quarter		3rd Quarter		4th Quarter	
		Financial	physical	Financial	physical	Financial	physical	Financial	physical
a)	Target :	2034.00	5.07%	2034.00	5.07%	2034.00	5.08%	2034.00	5.09%
b)	Achievement : (Physical progress as the % of total project)	952.40	5.07%	2668.11	5.07%	1931.78	5.07%	2287.73	5.10%

2. Target and Achievement of the main components of the Project:

(Taka in Lac)

Sl..	Work components as per PP	Quantity	Estimated Cost	Achievement upto last June 2024		Revised Target of the current year (2024-2025)		Progress upto the month of the current year (2024-2025)	
				Financial	physical % of the component	Financial	physical % of the component	Financial	Physical % of the component
1.	Salary Allowances	04 P	131.27	24.93	16.67%	41.94	22.22%	38.11	22.22%
2.	Prize	64 N	212.40	53.10	33.33%	53.10	33.33%	52.98	33.33%
3.	Entertainment	54 M	342.68	146.92	66.67%%	97.62	22.22%	97.25	22.22%
4.	Consolidate Salary	239 P	3793.20	2002.05	66.67%	754.95	22.22%	753.90	22.22%
5.	Seminer/Conference	68 N	227.45	88.13	52.94%	80.99	23.53%	75.43	23.53%
6.	Electric	65 N	77.22	38.57	66.67%	17.16	22.22%	13.70	22.22%
7.	Water	65 N	12.87	8.58	66.67%	2.86	22.22%	2.80	22.22%
8.	Internet	65 N	59.61	36.09	66.67%	13.83	22.22%	13.70	22.22%
9.	Postage	65 N	12.64	7.90	66.67%	3.16	22.22%	3.10	22.22%
10.	Telephone	72 N	59.99	36.00	66.67%	13.32	22.22%	13.05	22.22%
11.	Advertisement	54 M	25.80	12.40	66.67%	3.10	22.22%	3.00	22.22%
12.	Publication	54 M	37.60	9.40	66.67%	3.00	22.22%	3.00	22.22%
13.	Hiring Office	65 N	729.54	486.36	66.67%	162.12	22.22%	162.10	22.22%
14.	Travelling	54 M	474.03	192.36	66.67%	125.23	22.22%	125.23	22.22%
15.	Outsourcing	88 P	848.91	464.29	66.67%	216.83	22.22%	216.83	22.22%
16.	Reqruitment	54 M	33.60	27.20	66.67%	6.40	22.22%	2.76	22.22%
17.	Transportation Cost	65 N	228.80	105.82	66.67%	57.20	22.22%	57.00	22.22%
18.	Bank Charge	65 N	37.80	8.14	66.67%	1.00	22.22%	0.50	22.22%
19.	Training	7967 P	269.94	247.48	96.60%	13.46	2.52%	13.46	2.52%
20.	Fuel & Lubricant	105 N	236.72	126.06	66.67%	52.76	22.22%	42.20	22.22%
21.	Travel Expense	54 M	7.50	2.25	66.67%	1.00	22.22%	1.00	22.22%
22.	Insurance	65 N	30.40	10.33	66.67%	6.08	22.22%	6.00	22.22%
23.	Printing & Binding	7400 N	2658.34	995.93	66.67%	566.30	22.22%	563.05	22.22%
24.	Stamp & Seal	54 M	18.58	11.09	66.67%	4.14	22.22%	4.00	22.22%
25.	Others Stationary	54 M1	117.03	51.32	66.67%	25.60	22.22%	25.50	22.22%
26.	Honorarium	14664 N	23876.48	13410.68	66.67%	5359.00	22.22%	5358.00	22.22%
27.	Vehicle Maintenance	105	75.35	44.73	66.67%	20.15	22.22%	17.00	22.22%
28.	Furniture Maintenance	65 N	37.10	19.60	66.67%	10.60	22.22%	10.50	22.22%
29.	Others Equipments Maintenance	65 N	40.40	23.02	66.67%	10.10	22.22%	10.00	22.22%
30.	Transport Maintenance	45 M	33.75	4.00	66.67%	9.00	22.22%	6.00	22.22%
31.	Software & Database Maintenance	54 M	25.00	9.70	66.67%	5.00	20%	-	20%
32.	Microbus	01 N	44.00	--	--	44.00	--	-	--
33.	Motor Cycle	39 N	54.60	12.60	23.07%	42.00	25.63%	13.82	25.63%
34.	Computer & Others	98 N	31.50	31.50	100%	--	--	-	--
35.	Office Equipment	607 N	94.68	49.26	100%	--	--	-	--
36.	Education Materials	7400 N	1103.31	473.55	66.67%	136.00	22.22%	135.05	22.22%
37.	Furniture	1312 N	38.56	38.56	100%	--	--	-	
38.	Price Contingency		361.35	-	--	--		-	--
	Total:		**36500.00**	**19309.90**	**56.55%**	**7959.00**	**20.31%**	**7840.02**	**20.31%**

(Srikanta Kumar Chanda)
Joint Secretrary
Project Director
Temple Based Child and Mass Literacy Program

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

ঢাকা জেলার কর্মশালায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

০৩ দিন ব্যাপী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি-২০২৫
শুভ উদ্বোধন

ফিল্ড সুপারভাইজারগণের কর্মকালীন প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান

বরিশাল জেলার শিক্ষক সমন্বয় সভায় হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী ভানু লাল দে

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ ও দোহার উপজেলার শিক্ষক সমন্বয় সভায় প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

লক্ষ্মীপুর জেলা কর্মশালা-২০২৫

পটুয়াখালী জেলা কর্মশালায় মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

"সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও মাস্টার ট্রেইনার কাম ফ্যাসিলিটেটরগণের"
সমন্বয় সভা
মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
স্থানঃ প্রকল্পের সভাকক্ষ

প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের সমন্বয় সভায় প্রকল্প পরিচালক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের
আওতায় ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী
অনুষ্ঠান

প্রকল্পের কক্সবাজার জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ভোলা জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের উপ-প্রকল্প পরিচালক (কর্ম. বাস্ত. ও প্রশি.)

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

জনাব মোহাম্মদ নায়িরুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, নীলফামারী কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

HOTEL RAIN D

কুয়াকাটা, পটুয়াখালীতে সহকারী প্রকল্প পরিচালক এবং মাস্টার ট্রেইনারগণের সমন্বয় সভা

দ্বি-মাসিক শিক্ষক সমন্বয় সভা

প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জ জেলার শিক্ষক সমন্বয় সভায় উপ-প্রকল্প পরিচালক শ্রী নিত্য প্রকাশ বিশ্বাসসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষাকেন্দ্রে ফ্যান বিতরন

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী গৌতম চন্দ্র বনিক কর্তৃক শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন

জেলা প্রশাসক জয়পুরহাট কর্তৃক প্রকল্পের শিক্ষকদের মাঝে কম্বল বিতরন

প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডের উল্লেখযোগ্য আলোকচিত্র

প্রকল্পের দিনাজপুর জেলা কর্মশালার উদ্বোধন

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান
নড়াইল

নড়াইল জেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

প্রকল্পের পঞ্চগড় জেলা কর্মশালার গ্রুপভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু পেপার কাটিং

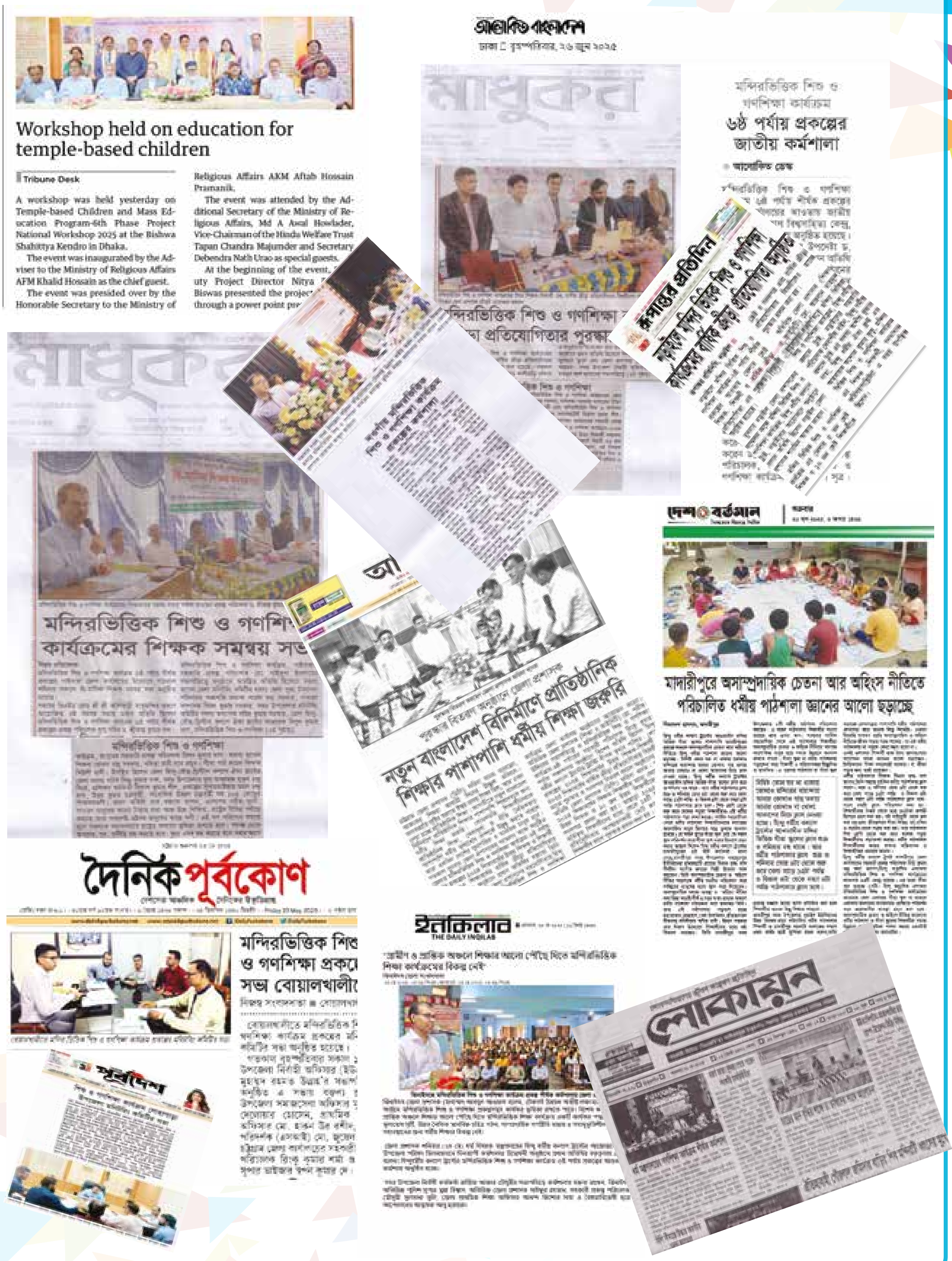

Workshop held on education for temple-based children

Tribune Desk

A workshop was held yesterday on Temple-based Children and Mass Education Program-6th Phase Project National Workshop 2025 at the Bishwa Shahittya Kendro in Dhaka.

The event was inaugurated by the Adviser to the Ministry of Religious Affairs AFM Khalid Hossain as the chief guest.

The event was presided over by the Honorable Secretary to the Ministry of Religious Affairs AKM Aftab Hossain Pramanik.

The event was attended by the Additional Secretary of the Ministry of Religious Affairs, Md A Awal Howlader, Vice-Chairman of the Hindu Welfare Trust Tapan Chandra Majumder and Secretary Debendra Nath Urao as special guests.

At the beginning of the event, uty Project Director Nitya Biswas presented the project through a power point pre

---

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাকা □ বৃহস্পতিবার, ২৬ জুন ২০২৫

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম

৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্পের জাতীয় কর্মশালা

আলোকিত ডেস্ক

মাধুকর

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা

প্রতিযোগিতার পুরস্কা

মাধুকর

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশি

কার্যক্রমের শিক্ষক সমন্বয় সভ

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা জরুরি

দেশ বর্তমান

মাদারীপুরে অসাম্প্রদায়িক চেতনা আর অহিংস নীতিতে পরিচালিত ধর্মীয় পাঠশালা জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে

দৈনিক পূর্বকোণ

মন্দিরভিত্তিক শিশু

ও গণশিক্ষা প্রকল্পে

সভা বোয়ালখালী

পূর্বদেশ

ইনকিলাব

THE DAILY INQILAB

'গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিকল্প নেই'

লোকায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম-৬ষ্ঠ পর্যায়

মুদ্রণ সংখ্যা: ৬০০ কপি (২০২৪-২০২৫)